চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ ফাল্গুন – ১৫ ফাল্গুন, ১৪৩১ ঃ ২২ ফেব্রুয়ারি – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 17, 22 February - 28 February, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বেআইনি ভারতীয় অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে

ফেরত পাঠানো নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনায় জল ঢাললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওয়াশিংটনে তিনি বলেন, অন্য দেশে বেআইনি ভাবে থাকার কারও অধিকার নেই।

রবিবার : কুম্ভ মেলায় যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে উঠতে

গিয়ে নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল ১৫ জনের। ট্রেন দেরি করে আসায় অতিরিক্ত ভিড় বেড়ে যাওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল।

সোমবার : ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত করতে সরকার বাজার

মূল্যের দ্বিগুন দামে জমি কিনবে বলে জানালেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। মালিকের সম্মতি ছাড়া কোনো জমি কেনা হবে না বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। প্রকল্প নিয়ে লিফলেট তৈরি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার : আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ভূকম্পনে কেঁপে উঠল দিল্লি ও

বিহারের সিওয়ান। পুরীতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কম্পনের মাত্রা বেশি না থাকলেও কম্পন ছিল অগভীর বিশেষজ্ঞদের মতে যাতে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়।

বুধবার : দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুরের একটি হাসপাতালের

বেহাল দশা সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে ভর্ৎসনা করলেন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, আপনারা ভোট নিয়ে চিন্তিত ভোটারদের নিয়ে নয়।

বৃহস্পতিবার : ট্যাংরায় এক বাড়ি থেকে পাওয়া গেল তিনটি

মহিলার মৃতদেহ। বাড়ির পুরুষরা গাড়ি একসিডেন্ট ঘটিয়ে হাসপাতালে ভর্তি। খুন না আত্মহত্যা, তদন্তে নেমে ধন্দে পড়েছে পুলিশ। অর্থনৈতিক হতাশা নাকি অন্য কোনো ঘটনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শুক্রবার : রামলীলা ময়দানে ৬ মন্ত্রীকে নিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে

শপথ নিলেন রেখা গুপ্তা। যমুনা আরতিতে যোগ দেওয়া, মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন, মন্ত্রীসভার বৈঠকে সরগরম রইল দিল্লি। লাগু হল আয়ুষ্মান ভারত, আলোর মুখ দেখলো সিএজি রিপোর্ট।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দুর্নীতিতে এগুলো ভারত, দায় কার

ওঙ্কার মিত্র

তালিকায় যত পিছনে যে, সে ততবেশি দুর্নীতিগ্রস্থ। সমীক্ষা করে এমন তালিকাই প্রতি বছর প্রকাশ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। ২০২৪ সালের যে তালিকা সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তাতে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৬। গত বছর এই স্থান ছিল ৯৩। অর্থাৎ গত বছর তিন ধাপ নেমে আরও দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে ভারত।

ভারতে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে ব্রিটিশ আমলে। ৭৮ বছর ধরে অতি যত্নে সেই পরম্পরা বয়ে নিয়ে চলেছে ভারতবাসী। বরং নানা আইনকানুন এবং লাইসেন্সরাজ চালু করে তাকে আরও সুদৃঢ় করেছেন দেশি শাসকরা। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহওরলাল নেহেরু বলেছিলেন দুর্নীতিগ্রস্থদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে পেটাবেন, আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলেন, না খায়েঙ্গা না খানে দুঙ্গা। এইসব আস্ফালন সত্বেও কেউই কিন্তু দুর্নীতির তালিকায় ভারতের অবনমন ঠেকাতে পারেন নি। অধ্যাপক বিবেক দেবরায় এবং লাভিশ ভান্ডারী তাদের Corruption in India : The DNA and RNA বইয়ে দাবি করেছেন যে ভারতের সরকারি কর্মকর্তারা দুর্নীতির মাধ্যমে ৯২১ বিলিয়ন টাকা বা জিডিপির ১.২৬ শতাংশ হাতিয়ে নিচ্ছেন। বইটিতে দাবি করা হয়েছে যে বেশিরভাগ ঘুষ দেওয়া হয় সরকারি পরিষেবা, পরিবহন ও রিয়েল এস্টেট শিল্পে। অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছে দুর্নীতি।

> ভারতে দুর্নীতির চলন বেশ অদ্ভুত। এখানে একদিকে যেমন দুর্নীতি চলতে থাকে, তেমনই অন্যদিকে নানা সংস্থা গড়ে সেই দুর্নীতি রোধ করার প্রচেষ্টা করা হয়। এই দুয়ের টানাপড়েন চলছে বহুদিন ধরে।

ভারতে দুর্নীতির চলন বেশ অদ্ভুত। এখানে একদিকে যেমন দুর্নীতি চলতে থাকে, তেমনই অন্যদিকে নানা সংস্থা গড়ে সেই দুর্নীতি রোধ করার প্রচেষ্টা করা হয়। এই দুয়ের টানাপড়েন চলছে বহুদিন ধরে। সরকারি কর্মীদের দুর্নীতি ধরতে চালু রয়েছে ভিজিলেন্স বিভাগ। এছাড়াও আইবি, সিবিআই, ইডি, সিআইডি, লোকপাল প্রভৃতি সংস্থা প্রতিনিয়ত নাকি কাজ করে চলেছে দুর্নীতি প্রতিরোধে। এ এক অদ্ভুত লড়াই। ৭৮ বছর ধরে এই লড়াইতে যে দুর্নীতি জয়ী হয়েছে তার প্রমাণ প্রতিবছরের দুর্নীতি সূচক তালিকা। ভারতবাসী দেখছে দুর্নীতি ধরা পড়ছে, তদন্ত চলছে, বিচার হচ্ছে কিন্তু দুর্নীতিবাজদের কোনও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন এ দায় কার? যে সরকার দুর্নীতিরোধে শপথ নেন, সেই সরকারের অধীনে থাকা দুর্নীতিরোধক সংস্থাগুলি কেন হেরে যায় তার উত্তর কেউ দিতে পারে না। দেশে সরকারি কাজে দুর্নীতি চিহ্নিত করার জন্য রয়েছেন অডিটর জেনারেল। লোক লস্কর অফিস কাছারি নিয়ে তাঁর রাজত্ব বিশাল। প্রতিবছর দপ্তরে দপ্তরে হিসাব নিকাশ করে তিনি চিহ্নিত করে দেন প্রশাসনের ছিদ্র। কিন্তু সে ছিদ্র কখনই বন্ধ হয় না। যাদের হাতে সেই বন্ধ করার দায় তারা থাকেন নির্লিপ্ত। এরপর পাঁচের পাতায়

দাবিপূরণ দুরস্ত

হতাশ আশাকর্মীরা প্রতিবাদের অপেক্ষায়

কল্যাণ রায়চৌধুরি

কল্যাণ রায়চৌধুরি: সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য অঙ্গ হলেন আশাকর্মীরা। ২০০৫ সালে কেন্দ্রিয় সরকার এই স্কীম তৈরি করে। নিয়োগ শুরু হয় ২০০৬-২০০৭ সাল থেকে। গোটা দেশে আশাকর্মীর সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে আশাকর্মীর সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। উত্তর ২৪ পরগণা জেলাতেই রয়েছে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার আশা কর্মী।

গ্রাম বাংলার তৃণমূলস্তরের জনস্বাস্থ্যের ভার আশা কর্মীদের বহন করতে হয়। কার জ্বর হয়েছে, কোন মায়ের কি অবস্থা, কে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, শিশুদের আয়রণ ট্যাবলেট খাওয়ানো, টিকার ব্যবস্থা করা, গর্ভবতী মাকে নিয়ে দিনে রাতে যখনই হোক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, করোনা রোগীর বাড়িতে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া। প্রতিদিন অক্সিজেন টেস্ট করা। সুগার, প্রসার, হার্টের রোগী শনাক্ত করা, টিবি রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো ইত্যাদি নানা কাজে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিতে হয় আশা কর্মীদের। এই স্বাস্থ্য পরিষেবা কাজের বাইরে কেন্দ্র ও রাজ্যের বহু প্রকল্পের নানা ধরনের কাজ যেমন খেলা, মেলা, জল পরীক্ষা, নুন পরীক্ষা, ন্যাপকিন বিক্রি সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় স্কুল গেটে বসে ডিউটি করা, ভোট, আবাস যোজনা, দুয়ারে সরকার এবং হঠাৎ হঠাৎ যে কোনও সার্ভে ২-৩ দিনের মধ্যেই তুলে দেওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আশা কর্মীদের করতে হয়। মহামারী, অতিমারি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা সহ সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলাতেও তাদের ভূমিকা অপরিহার্য। এরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাদের দিয়ে করানো হলেও, এদের প্রতি সরকার অত্যন্ত উদাসীন ও চূড়ান্তভাবে বঞ্চিত করা হয় এদের। এমনটাই অভিমত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী সংগঠনের। সংগঠন সূত্রে জানানো হয়, আশা কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে গ্রামীণ মানুষের কাজে, বিশেষ করে শিশু ও মায়েদের কাছে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য, কিন্তু নিয়োগ পদ্ধতির গোড়াতেই গলদ। নিয়োগ সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নয়, 'স্বেচ্ছাসেবিকা' হিসেবে।

আশা কর্মীদের কাজ স্থায়ী সরকারি কর্মীদের ন্যায় হলেও কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার, রাজ্যে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার নিয়োগের সময় থেকেই আশা কর্মীদের স্বেচ্ছাসেবিকা আখ্যা দিয়ে শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এআইইউটিইউসি)-এর অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন বলেন, 'বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বহু রক্তক্ষয়ী লড়াই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের শ্রমিকরাও কিছু অধিকার অর্জন করেছিল। যেমন প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন, মেডিক্যাল ভাতা, ছুটি, ইএসআই এবং ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস ইত্যাদি। এরপর পাঁচের পাতায়

কলকাতা পৌর বাজেট

বরাদ্দ হারালো স্বাস্থ্য, আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০০ বছর আগে ১৯২৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা পৌরসংস্থায় ১৯২৫-২৬ অর্থবর্ষের পৌর বাজেট ছিল ২ কোটি ৫২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার। এখন ২০২৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সেই কলকাতা পৌরসংস্থায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের পৌর বাজেট পেশ হল ৫,৫২৪ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার। তাহলে ১০০ বছরে তফাৎ কতটা ৫ হাজার ৫২২ কোটি। ১০০ বছর আগে ঘাটতি বলে কিছু ছিল না। ১৯২৫-২৬ অর্থবর্ষের উদ্বৃত্ত বাজেট ছিল ২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। আর এবার গতবারের থেকে ২ কোটি বেড়ে ঘাটতি হচ্ছে ১১৪ কোটি ৭২ লক্ষ। পৌর প্রতিনিধি এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ও 'ইন্টিগ্রেটেড বরো স্কিমে' ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বৃদ্ধি করে ওয়ার্ড প্রতি যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ও ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। এবছরেও ওই ক্ষেত্রে সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যদিও বাম পৌর প্রতিনিধি নন্দিতা রায় বলেন, 'আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে চাইছি, কিন্তু ঘাটতি থাকলে পৌর পরিষেবা পৌঁছাতে পারবো না। মহানাগরিক বাজেট বিবৃতির মাত্র ৫ পাতা পড়লেন। তাই আমরা পুরোটা পড়ি তারপর বলবো। আর বরো ফান্ড বাড়ানো হলেও শেষের দিকে ফান্ডই দিতে পারেন না। অর্থাৎ গল্প বলে লাভ নেই।' তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল, এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য ও আলোকায়ন খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। তবে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ খাতে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে, বস্তি(উত্তরণ) উন্নয়ন, সড়ক উন্নয়ন-সংরক্ষণ খাতে, কলকাতার নিকাশি-পয়ঃপ্রণালী উন্নয়নে বরাদ্দ ভালো পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

রোগী হয়রানির ডেস্টিনেশন সরকারি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাসপাতালে পা রাখতেই মুহুরমুহু প্রশ্নের মুখে পড়তে হল। কেউ এসে জিজ্ঞাসা করল হার্টের বিভাগটি কোথায়, কেউ আবার রক্ত পরীক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। যতটুকু জানা আছে তা বলতে পারলাম, অনেকের প্রশ্নেরই উত্তরও দিতে পারলাম না। আউট ডোরের সামনে বিশাল লাইন, আউট ডোরের টিকিট কাটতে যে ঠেলাঠেলি হচ্ছে তাতে বড়সড় দুর্ঘটনা যখন তখন ঘটতে পারে। অসহায় মুখগুলি দেখে বুঝলাম রাজ্যের সেরা সরকারি হাসপাতালের চাকচিক্যের মধ্যেই চিকিৎসার হাহাকার অব্যাহত। গোটা পশ্চিমবঙ্গের মিলনক্ষেত্র কলকাতার পিজি হাসপাতালে মানুষের এই হাহাকার প্রমাণ করছে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে। ডাক্তারের অভাব নাকি সদ্বিচ্ছার অভাব তা খতিয়ে দেখতে গেলে বারবারই চোখে পড়ছে স্বাস্থ্য প্রশাসনের গাফিলতি। এত মানুষকে সামলাতে কেন বেশি করে ওপিডির টিকিট কাউন্টার থাকবে না প্রশ্ন উঠছে লাইনে দাঁড়ানো রোগী পরিজনদের। লাইনে দাঁড়িয়েই রোগীরা আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অনলাইনে ওপিডির টিকিট কাটার ব্যবস্থা থাকলেও কীভাবে তা করা যায়, সেই সহায়তাও তাদের দেওয়ার কেউ নেই। স্বভাবতই, প্রত্যন্ত গ্রাম বা নিম্নবিত্তরাই সরকারি পরিষেবা নিতে যায়। তাই তারা অনলাইনের ব্যাপারে অতটা ওয়াকিবহাল নয়। কোথায় যেতে হবে বা কোথায় কোন পরীক্ষা হয় সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত সহায়তা কেন্দ্র না থাকায় ভুগতে হয় রোগী পরিজনদের। ভর্তি হওয়ার কাউন্টারেও তেমনই ভিড় চোখে পড়ে। এরপর পাঁচের পাতায়

অজানা কারণে দীর্ঘদিন ধরে থমকে বজবজ-পূজালি রেল সম্প্রসারণ

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ শাখার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বজবজ পর্যন্ত যাত্রী সাধারণের জন্য রেলের ব্যবস্থা আছে দীর্ঘদিন ধরে। যদিও বর্তমানে এই স্টেশনটির নাম কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশন। বজবজ থেকে হুগলি নদীর তীরবর্তী ৭ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত পূজালি পৌরসভা। ২০০৯ সালে যখন মমতা ব্যানার্জি ভারতের রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন তৎকালীন পুরসভার চেয়ারম্যান ফজলুল হক বজবজ থেকে পূজালি পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারপরই সমস্ত কিছু ধামাচাপা পড়ে যায়। পূজালির মানুষদের দীর্ঘদিনের দাবি বজবজ থেকে যাত্রী সাধারণের জন্য ট্রেন সম্প্রসারণ করুক রেল দপ্তর। এর ফলে কলকাতার সঙ্গে যেমন মানুষের যোগাযোগের আরো সম্ভাবনা বাড়বে তেমনি হাওড়া জেলার মানুষরাও নদীপথ পেরিয়ে রেলপথের মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে। এমনিতে বর্তমানে পূজালির আছিপুর থেকে কলকাতা যাবার জন্য গাড়ির সংখ্যা খুবই কম। রেলপথের মাধ্যমে পূজালির সংযোগ হলে এলাকার আর্থিক পরিকাঠামই পাল্টে যাবে। পূজালি পৌরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান ফজলুল হক এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা রেল সম্প্রসারণের জন্য অনেকটাই এগিয়ে ছিলাম, রেলের পক্ষ থেকে সার্ভেও হয়েছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল দপ্তর ছেড়ে চলে আসার পর বিষয়টি আবার ধামাচাপা পড়ে যায়। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের পুরসভার টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রঞ্জন ভট্টাচার্য বিভিন্ন ফাইলপত্র তৈরি করে রেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনি বর্তমানে দিল্লিতে বিশেষ কাজে আছেন তিনি দিল্লি থেকে ফিরলে, তার মাধ্যমে আমরা বিষয়টি নিয়ে আমাদের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে আলোচনা করব। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল নাকি জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটেই আটকে আছে রেল সম্প্রসারণ? এই প্রসঙ্গে ফজলুল হক বলেন, 'না এই ধরনের কোন সমস্যা নেই। এরপর পাঁচের পাতায়

ডোভাল সাসপেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গর কোণায় কোণায় প্রত্যেকদিনই প্রায় ধরা পড়ছে জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাদের বিচরণ ক্ষেত্র থেকে। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাগিরি যে ফ্লপ তা বারবার প্রকাশ্যে আসছে। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই বিএসএফের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক দিনই বেঁধে যাচ্ছে গণ্ডগোল। দু'দিন আগে দিল্লিতে বিএসএফ এবং বিজিবি কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে। এরপরই ২১ ফেব্রুয়ারি সোজা কলকাতায় চলে এলেন স্বয়ং অজিত ডোভাল। সূত্রের খবর, গোয়েন্দা সংস্থাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন তিনি, ২দিন থাকবেন কলকাতায়। কিন্তু তাঁর গতিবিধি কারোরই বোধগম্য নয়। কলকাতা কি বিপদের মুখে? কী এমন ঘটল যাতে ডোভাল স্বয়ং এলেন শহরে? অজিত সাসপেন্সে কাঁপছে কলকাতা।

বজবজ সিন্ডিকেট সংঘর্ষ ধৃত ২ পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ১৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজে সিন্ডিকেট সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ ২ জন শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেপ্তার করল। উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ সদস্যের নাম শেখ আসলাম এবং সুজিত দাস। প্রসঙ্গত গত ১২ ফেব্রুয়ারি বজবজ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড ও উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক সীমানায় একটি নির্মিত চা গোডাউনে ইমারতী দ্রব্য সাপ্লাইকে কেন্দ্র করে শাসকদলের ২ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধেছিল। সেই ঘটনায় মুড়িমুরকির মতো বোমা গুলিও চলেছিল। পুলিশ মোট ৪৩ জন এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিল। তার মধ্যে শাসকদলের ৩ পঞ্চায়েত সদস্যের নামও ছিল। এর আগে পুলিশ মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। বর্তমানে সবমিলিয়ে সেই গ্রেপ্তারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ১৪। এখনো অনেকেই অধরা আছে এবং অনেকেই পলাতক। তবে এখনো কোনো অস্ত্রশস্ত্র সেভাবে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

বিধানসভার ডুয়েল দিয়ে শুরু ছাব্বিশের অভিযান

শক্তি ধর

কেউ কি কখনও ভেবেছিল মেহনতি খেটে খাওয়া শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবভূমি বলে পরিচিত বাংলার আইনসভায় শাসক-বিরোধী ডুয়েল চলছে ধর্ম রক্ষার তাগিদে। অথচ সেটাই সত্যি করে দেখালো কালচক্রের অমোঘ বিক্ষেপ। বিরোধীরা সরকারকে হিন্দু বিরোধী বলে কলঙ্কিত করছে আর সরকারের মাথা নিজেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ বলে প্রমাণ করতে মরিয়া। সরকার পক্ষ এক ধর্মের আন্দোলনে আর এক ধর্মের সর্বনাশের আশঙ্কা করছে আর বিরোধীরা তাকে হুমকি আখ্যা দিয়ে সরগরম করে তুলছে রাজনীতির ময়দান। বাজেটের ভালো মন্দ, রাজ্যের শিক্ষা, শিল্পায়ন চলে গিয়েছে পিছনের সারিতে।

এই ডুয়েলের লক্ষ্য আসলে দুহাজার ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। সম্ভবত ধর্মের মাটি দিয়েই তৈরি হতে চলছে এবারের নির্বাচনী আখড়া। কারণ বর্তমানে এ রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা, অর্থনীতির যা হাল তাতে এটাই সরকার পক্ষের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ খেলা। অন্যদিকে, এই খেলাতেই শাসকদলকে ঢুকিয়ে দিতে চায় প্রধান বিরোধী দল। কারণ এই খেলাতেই ধর্মীয় তুষ্টিকরণের পাঞ্চে শাসক দলকে ধরাশায়ী করার লোভনীয় সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা বোকামি। তাই পোশাকে, স্লোগানে, সুরে সুরে বিধানসভার ভিতরে বাইরে

রচিত হয়ে গেল ধর্মীয় গীতিআলেখ্য।

এবারে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন যে অভূতপূর্ব হতে চলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ রাজ্যের সব কটি দল ইতিমধ্যে ওয়ার্মআপ করা শুরু করে দিয়েছে। গতবারের সিপিএম কংগ্রেস জোট সম্ভবত এবার থাকছে না। দিল্লির মতো বাংলাতেও এবার কংগ্রেস অন্যের লেজুড় ছেড়ে নিজের জোরে লড়তে চায়। দেখতে চায় নিজের বল। সিপিএম সহ বাম দলগুলিও আগামী লড়াইতে নামতে রূপচর্চা শুরু করে দিয়েছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এবারের পুরো লড়াইয়ের হাতিয়ার যদি ধর্মের হয় তাহলে বাম কংগ্রেসকে ফের শূন্য হাতেই ফিরতে হবে। কারণ বামেরা কোনওদিনই এই মাটিতে খেলতে অভ্যস্ত নয় আর কংগ্রেস বহুদিন এই প্রাকটিসে নেই। বরং এই আখড়ার মাটি যাদের চেনা সেই আরএসএস এবং মিম এবার যথাক্রমে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে বাংলার নির্বাচনে অংশ নিতে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের মাধ্যমেই সনাতনী ভারতের উত্থানের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। বঙ্গভূমির ভাব পরিবর্তনেই সম্ভবত তা পূর্ণ হতে চলেছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা ২০১১ সালের পর থেকে বঙ্গের রাজনীতিতে যে পরিবর্তন এসেছে তার বেশিরভাগটাই ধর্মীয় অনুশীলনে, যা এতটাই সংবেদনশীল যে ব্যালেন্স রক্ষায় নামমাত্র ভুলচুক হলে ধর্মীয় মেরুকরণ কেউ রোধ করতে পারবে না। বাংলায় যা এখন প্রায় সম্পূর্ণ। আর এবারের ডুয়েলে তাকেই কাজে লাগাতে মরিয়া শাসক-বিরোধী দুপক্ষ। কার মুষ্টি লড়াই শেষে ঊর্দ্ধে উঠবে তা বলবে ২০২৬।

সমবায় ব্যাঙ্কে ১১ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সমবায় ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ম্যানেজার, অফিসার গ্রুপ–বি, স্কেল–I, ম্যানেজার (অ্যাকাউন্টস), ডেপুটি ম্যানেজার পদে ১১ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। নেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গ কো–অপারেটিভ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার: অ্যাকাউন্ট্যান্সি বিষয়ের অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটারের অন্তত এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। শুরুতে মাইনে: ৫৩,৫৩৫ টাকা। শূন্যপদ ১টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে ঝাড়গ্রাম কো–অপারেটিভ অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেডে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট: বি.কম. অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো বেসিক জ্ঞান থাকলে আবেদন করতে পারেন। শুরুতে মাইনে: ২৫,৯৩০ টাকা। শূন্যপদ ১টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে বিধাননগর হোলসেল কনজিউমার্স কো–অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে – মাইনে: ২০,০৩৭ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে উত্তর ২৪ পরগনা কো–অপারেটিভ অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেডে।

অফিসার গ্রুপ–বি (গ্রেড–বি ।।): বি.কম. অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো বেসিক জ্ঞান থাকলে আবেদন করতে পারেন। ফিনান্সিয়াল সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। শুরুতে মাইনে: ৪২,১৯৩ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে বালিটিকুরি কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে। ম্যানেজার: বি.কম. অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো বেসিক জ্ঞান থাকলে আবেদন করতে পারেন। শুরুতে মাইনে: ২০,৩৩৫ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে জলপাইগুড়ি হোলসেল কনজিউমার্স কো–অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে।

স্কেল–I: বি.কম. অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটারের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। কোনো সংস্থায় অ্যাকাউন্টিংয়ের কাজে অন্তত এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে: ৭১,৫৭৮ টাকা। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে।

ম্যানেজার (অ্যাকাউন্টস): বি.কম. অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। বেসিক কম্পিউটার কোর্স পাশ হতে হবে। সি.এ., সি.এম.এ., সি.এস. সংক্রান্ত বিষয়ের ইন্টারমিডিয়েট কোর্স পাশ হতে হবে। শুরুতে মাইনে: ৫৯,৭২৭ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে মালদহ – কো–অপারেটিভ অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেডে। ডেপুটি ম্যানেজার: এম.বি.এ., এম.সি.এ. কোর্স পাশরা কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো বেসিক জ্ঞান থাকলে আবেদন করতে পারেন। শুরুতে মাইনে: ৪২,৩৭১ টাকা। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১)। –চাকরি হবে সামন্ত কো–অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেডে। সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫র হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি.রা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। সব ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক, উচ্চ চমাধ্যমিক বা, সমতুল যোগ্যতায় প্রথম / দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা বিষয় থাকতে হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং 03/2025.

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কো–অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে, কলকাতায়। দুটি পেপারের পরীক্ষা হবে। প্রথম পেপারে ২ ঘন্টার ৮৫ নম্বরের প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের এইসব বিষয়ে বাংলা, ইংরিজি, অঙ্ক, জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ক্ল্যারিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

দ্বিতীয় পেপারে ৫০ নম্বরের ডেসক্রিপটিভ টাইপের প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও বাংলা বিষয়ে। সফল হলে ইন্টারভিউ আর কম্পিউটার টেস্ট। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা ওয়েবসাইটে পাবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওয়েবসাইট থেকে।

দরখাস্ত করতে পারবেন অনলাইনে ৬ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.webcsc.org এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ও কাস্ট সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ৬৫০ (তপশিলী হলে ২৫০) টাকা নেট ব্যাঙ্কিং / ডেবিট কার্ড / ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জমা দেবেন। এরপর স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর–সহ রিসিপ্ট তৈরি হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তাতে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকবে, তা যত্ন করে রেখে দিতে হবে।

এয়ারপোর্ট অথরিটিতে ৮৩ জুনিয়র এক্সিকিউটিভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া "জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ফায়ার সার্ভিস/ হিউম্যান রিসোর্স / অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ) পদে ৮৩ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ফায়ার সার্ভিস): ফায়ার, মেকানিক্যাল বা, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স (বি.ই. বা, বি.টেক.) পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪০,০০০–১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৩টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। পোস্ট কোড : 01. জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (হিউম্যান রিসোর্স) : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, পার্সোন্যাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স বা, লেবার ওয়েলফেয়ার স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে এম.বি.এ. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪০,০০০–১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬৬টি (জেনাঃ ৩০, ই.ডব্লু.এস. ৬, ও.বি.সি. ১৭, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৪)। পোস্ট কোড : 02. জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ): ইংরিজি বা, হিন্দি বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা ডিগ্রি কোর্সে ইংরিজি বা, হিন্দি বিষয় থাকলে আবেদন করতে পারেন। ইংরিজি থেকে হিন্দিতে ও হিন্দি থেকে ইংরিজিতে অনুবাদ করায় অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪০,০০০–১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪টি (জেনাঃ)। পোস্ট কোড : 03. সব পদের বেলায়ই বয়স হতে হবে ১৮–৩–২০২৫র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। চাকরি হবে ভারতের যে কোনো জায়গায়। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01/2025/ CHQ. প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। এরপর অ্যাপ্লিকেশন ভেরিফিকেশন, কম্পিউটার লিটারেসি টেস্ট, ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট, এন্ডিওরেন্স টেস্ট বা, ড্রাইভিং টেস্ট হবে। জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ফায়ার সার্ভিস) পদের বেলায় অ্যাপ্লিকেশন ভেরিফিকেশন, ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট টেস্ট, ফিজিক্যাল এন্ডিওরেন্স টেস্ট, ক্যারিং, ক্লাইম্বিং, ড্রাইভিং টেস্ট হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.aai.aero/ www.aai-aero <http:// www.aai-aero> এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. প্রাকৃতে হবে। এছাড়াও পারশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো, সিগনেচার, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন।

সুপ্রিম কোর্টে ২৪১ কোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: সুপ্রিম কোর্ট জুনিয়র কোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২৪১ জন ছেলেমেয়ে নিচেছ। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার চালনার কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৮–৩–২০২৫এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি., প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

মূল মাইনে: ৩৫,৪০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : No. F.6/2025–SC (RC), New Delhi, dated February 04, 2025. প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে কলকাতা–সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। লিখিত পরীক্ষায় ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল ইংলিশ–৫০ নম্বরের, (২) জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড–২৫ নম্বরের, (৩) জেনারেল নলেজ ২৫ নম্বরের। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। এরপর কম্পিউটার নলেজ টেস্টের ওপর ২৫টি প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তর দিলে ১ নম্বর কাটা হবে। এরপর হবে ১০ মিনিটের কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট। তাতে সফল হলে কমপ্রিহেনশন প্যাসেজ, প্রেসি লেখা ও প্রবন্ধ লেখার ওপর ২ ঘন্টার ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ টেস্ট হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৮ মার্চের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.sci.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ২৫০) টাকা নি অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

অর্থনীতি

থমকে আছে শেয়ার বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

অদ্ভুত এক নীরবতা সারা বিশ্বজুড়ে। মন্দা কি? নাকি মন্দাক্রান্ত। ক্রমাগত টাকার অবমূল্যায়ন হওয়া আর আমেরিকার মার্কেট শক্তিশালী হওয়ার উপর ভিত্তি করে তেজি ডলারকে হাতিয়ার করে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা বিশেষ করে আমেরিকার বিনিয়োগকারীরা একে একে তাদের মুনাফা তুলে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। বাজার গত সপ্তাহে আমরা যেমন বলেছিলাম এখনো সেই একই পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ দিক নির্দেশ করতে পারছে না। কয়েকদিন উপরে যাচ্ছে কয়েকদিন নিচে যাচ্ছে এই উপরে যাওয়া এবং নিচে আসা এর মধ্যে দিয়ে একটা রেঞ্জের মধ্যেই বাজার ওঠানামা করছে। গত সপ্তাহে আমরা লিখেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২২২০০ থেকে ২৩৫০০ এই লেভেলের মধ্যেই থাকবে। এখনো পর্যন্ত ২২৮০০ থেকে ২৩৩৫০ এই লেভেলের মধ্যেই রয়েছে এবং আগামী সপ্তাহেও আমরা ২২২০০ থেকে ২৩৫০০ এই লেবেল কেই মান্যতা দিচ্ছি। বারবার যেহেতু ২২৮০০ লেভেলকে ব্রেক করতে পারছে না কাজেই এই লেভেল ব্রেক হওয়া মানে কম করে আরও ৩০০ পয়েন্টের নিচের দিকে নামা কাম্য।

এই সপ্তাহে মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে আইপিএল স্পনসর করা ব্রোকার হাউজ অ্যাঞ্জেল ওয়ান কোম্পানি মিউচুয়াল ফান্ডের জগতে প্রবেশ করতে চলেছে তাদের এঞ্জেল ওয়ান নিফটি টোটাল মার্কেট ইনডেক্স ফান্ড নিয়ে। এই ফান্ডের মাধ্যমে ৭৫০টি স্টকে পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ করা সুযোগ রয়েছে যা এখনো পর্যন্ত যত মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ইনডেক্স ফান্ড রয়েছে এমন সুবিধা কোথাও নেই। এখন দেখার এই পড়ন্ত বাজারে এই এনএফও কতটা ব্যবসা আনতে পারে।

রসপুরের বিন্ধ্যবাসিনী উৎসব আজ লোকগাথা

পরম্পরা

অসীম কুমার মিত্র

বিন্ধ্যবাসিনী মাতা দেবী দুর্গারই অপর এক রূপ। হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর, জগৎবল্লভপুর থানার পোলগুস্তিয়া এবং বেলুড় থানার বেলুড় গ্রামে এই দেবীর পুজো হয়। এদের মধ্যে রসপুর গ্রামের বিন্ধ্যবাসিনী মাতার পুজো জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহৎ বঙ্গে সুপরিচিতি লাভ করেছে। হাওড়া জেলার আমতা থানার এক প্রাচীন গ্রাম রসপুর। আজ থেকে ১৭৩ বছর আগে রসপুর গ্রামের রায়পাড়াবাসী বেনীমাধব বোস নামে এক জমিদার উত্তর ভারতের বিন্ধ্য পর্বতে সপরিবারে বেড়াতে গিয়ে সেখানে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পূজা দেখে এসে গ্রামে তা প্রবর্তন করেন। সেই থেকে পথ চলা। এভাবে চলতে চলতে সেই পুজো আজ ১৭৪ বছরে পদার্পণ করল।

রসপুর গ্রামের বারোয়ারি তলায় বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পাকা মন্দির আছে। পুজোর সময় ১০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অষ্টভুজা, ত্রিনয়না, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি হয়। দেবী দুটি সিংহের উপর উপবিষ্টা। পাশে জয়া–বিজয়া। উপরে ৬টি পরী।

প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের শুক্লা সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত দেবীর পুজো হয়। আবার তিথি হিসাবে এই পুজো কখনো কখনো চৈত্র মাসেও পড়ে। শুরু থেকেই পুজোর সঙ্গে মেলাও বসে এখানে। বর্তমানে রসপুর ইউনিয়ন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় এবং রসপুর গ্রামবাসীর পরিচালনায় সর্বজনীন শ্রীশ্রীবিন্ধ্যবাসিনী মাতার পুজো ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মোদ্দা কথা, রসপুর গ্রামের ষোলআনা লোকেরাই চাঁদাপত্র, বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে এই বারোয়ারি পুজো ও মেলার আয়োজন করে। পূর্বে ১মাস ধরে মেলা চলত। মাঝে বেশ কয়েক বছর ১৫ দিন ব্যাপী মেলা বসত। বর্তমানে ৫দিনের মেলা বসে। তবে একাদশীতে 'রাজকীয় বিচিত্রানুষ্ঠান' নিয়ে এই পুজো বা উৎসব এখন ৬দিনের।

মেলা উপলক্ষে ম্যাজিক, তরজা গান, পুতুলনাচ, কথকতা, হরিনাম সংকীর্তন, বস্ত্রবিতরণ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা, স্লো–সাইকেল প্রতিযোগিতা, মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা, এলাকার শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং যাত্রাপালার আসর বসে। নাগরদোলা, বাসনপত্র, মনোহারী, নানারকম মুখরোচক খাদ্য, মিষ্টি ও অন্যান্য দোকান বসে যথারীতি। বসে রক্তদান এবং বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরও।

পূর্বে পুজোর দিনগুলিতেবিশাল বড় অশ্বত্থ গাছের উপর বাঁশের মাচা তৈরি করে বসত সানাই বা নহবৎ–এর আসর। পুজোর আরেকটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল সঙ। পুজো মণ্ডপের চারিদিকে মাটির

তৈরি বিভিন্ন সঙ শোভা পেত। এখন অবশ্য তা আর হয় না।

ষষ্ঠীর দিনে অধিবাস। সপ্তমী পুজোর দিনে একটি পাঁঠা বলি হয়। অষ্টমীর দিনে নিরামিষ, নবমীতে পাঁঠা বলি হয়, তারপর এদিনের বিশেষ আকর্ষণ মহিষ বলিদান। যা নিরবিচ্ছিন্নভাবে আজও চালু রয়েছে। দশমীতে হয় ঘট বিসর্জন। এদিন সন্ধ্যায় চলে নরনারায়ণ সেবা। ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় ১৫–১৬ হাজার লোক একসঙ্গে প্রসাদ পায়। প্রকৃতপক্ষে নবমীতে মহিষ বলিদানই হল বিন্ধ্যবাসিনী পুজোর বা মেলার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। এদিন পুজো মণ্ডপে ভিড় উপচে পড়ে বলি দেখার জন্য। আশপাশের এলাকা ছাড়াও বহু দূর–দূরান্ত থেকে প্রায় ২০–২৫ হাজার লোকের সমাগম হয়। এই পুজো বা বলিদানকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু জনশ্রুতি রয়েছে। বহু পূর্বে কোনো এক বছরে মহিষ বলির পর তার মাংস যা কিনা সেই সময় শুধুমাত্র স্থানীয় চর্মকার সম্প্রদায়ের লোকেরাই ভক্ষণ করত, সেবার তারা বলির মাংস না খেয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল। অচিরেই তাদের এলাকায় কলেরা মহামারি রূপে দেখা দিয়েছিল। প্রচন্ড ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ তারা মাটির ভিতর থেকে ওই মাংস তুলে এনে খেতে বাধ্য হয়েছিল।

একবার মহিষ বলিদানের পূর্বমুহূর্তে মহিষটি হাঁড়িকাঠ মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে হাঁড়িকাঠ সমেত নিকটবর্তী একটি পুকুরে পড়ে যায়। তারপর বহু চেষ্টার পর মহিষটিকে পুকুর থেকে তুলে এনে বলি দেওয়া হয়। শোনা যায় পুজোয় কোনো এক বিচ্যুতির কারণেই এমন কাণ্ড ঘটেছিল।

আরো একটি প্রচলিত বিশ্বাস, যা আজও অধিকাংশ মানুষের মধ্যে রয়ে গেছে। তা হল, অনেকেই মহিষের কাটা মুন্ডু বা ধড় থেকে বের হওয়া রক্ত শিশি বা বোতলে সংগ্রহ করে রাখে। ওই রক্ত কিংবা রক্ত ভেজা মাটি নাকি মানুষের শরীরে লাগালে কঠিন বা জটিল রোগের নিরাময় হয়।

মণ্ডপে দেবী ১ মাসেরও বেশি সময় বিরাজ করেন। তারপর বৈশাখ মাসের শুক্লাপক্ষের কোনো এক তিথিতে দেবীর বিসর্জন হয় পার্শ্ববর্তী দামোদর নদে।

ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং জনসমাগমের নিরিখে রসপুরের বিন্ধ্যবাসিনী পুজো ও মেলা বর্তমানে লোক উৎসবের চেহারা নিয়েছে। বেড়েছে মেলার পরিধি ও পরিচিতি। আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা সারা বছর এই ক'টি দিনের অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকে। আগামী ২০ ফাল্গুন, ১৪৩১ (ইং–৫ মার্চ,২০২৫) মহাষষ্ঠীতে প্রতিমার আবরণ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবারের বিন্ধ্যবাসিনী মাতার পুজো ও উৎসব। ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১–এ বিজয়া দশমী। এদিন সন্ধ্যায় মায়ের ঘট বিসর্জন এবং সেইসঙ্গে হয় নরনারায়ণ সেবা। ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১ (ইং–১০ মার্চ, ২০২৫) একাদশীতে সন্ধ্যায় রাজকীয় বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে এবারের এই পুজো ও উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ ফেব্রুয়ারি – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

মেষ রাশি : কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্যন্নতির সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার দরুণ সাংসারিক কাজকর্মে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। দ্রব্য হারানো বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা।
প্রতিকার : প্রতিদিন গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অর্থিক উপার্জন হলেও অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে বিনিয়োগে শুভ ফল লাভে বাধা জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কর্মসূত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা।
প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ হনুমতে নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিভার বিকাশ। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শ্রম সত্ত্বেও সুফল লাভে বিলম্ব। তীর্থে ভ্রমণ করার সুযোগ আসতে পারে।
প্রতিকার : ৪৬ বার 'ওঁ ভাগবতে বাসুদেবায় নম' জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও সাফল্যে বাধা। মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবামূলক কর্মে সাফল্য। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। বিবাহে বাধা। মানসিক অবসাদের দরুণ প্রাণায়াম করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার ওঁ দুর্গায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। পথে ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন। হস্তশিল্প জাত দ্রব্যে শিল্পী সত্তার বিকাশ। ব্যবসায়ে সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।
প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়ঙ্গম পাঠ করুন।

কন্য রাশি : আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। উঁচু স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।
প্রতিকার : প্রতিদিন ওঁ বুধায় পাঠ করুন।

তুলা রাশি : সন্তানের লেখাপড়ায় আগ্রহ বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুজি বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে সাফল্যের পথে অগ্রগতি। দেহের নিম্নাংশে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।
প্রতিকার : 'ওঁ রাহবে নম' পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিল্পী সত্ত্বার বিকাশের সঙ্গে উপার্জনের সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।
প্রতিকার : শনিবার শনির যজ্ঞ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের কার্যকলাপে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি রয়েছে। বিবাহে বাধা। আইনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু থেকে অব্যাহতি।
প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের গম দান করুন।

মকর রাশি : স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। বন্ধু দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা।
প্রতিকার : শনিবার ভিখারিদের দই–ভাত দিন।

কুম্ভ রাশি : প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়ার দরুণ কাজকর্ম ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের জন্য আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা।
প্রতিকার : ১১ বার ওঁ মন্তে নম জপ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে অব্যহতি এবং আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। সন্তানের পড়াশোনায় আগ্রহ বৃদ্ধি। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।
প্রতিকার : ১১ বার 'ওঁ কেতবে নম' জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩৩২

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। স্বদেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস ৪। গায়ক ৫। লোকান্তর, মৃত্যু ৭। ফলবিশেষ ১০। টাকা খাটানো ১১। বিবাহ।

উপর–নীচ

১। ইচ্ছাবিরুদ্ধ ২। নদী, সরিৎ ৩। হিমালয় ৬। চন্দ্রহার, মেখলা বর্ষাকালে রাস্তাঘাট এমনই হয় ৯। সম্পূর্ণ, আগাগোড়া।

সমাধান : ৩৩১

পাশাপাশি : ১। আত্মকথা ৪। গজ ৫। সমঝদার ৭। বহাল ৯। শ্যামলী ১০। সুরবাহার ১১। খাই ১২। ধনপাল।
উপর–নীচ : ১। আজ ২। কলমচি ৩। অস্থির ৪। গরহাজির ৬। দাদামশাই ৮। মহাজন ১০। সুবিধা ১১। খাল।

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

Name Change

As per affidavit dated **19/02/2025** in the court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Alipore I hereby declared that my actual name is Sanjit Jotder as indicated in my Aadhar Card which has been erroneously recorded as Sanjit Kumar Jotder in my passport. Sanjit Jotder and Sanjit Kumar Jotder is the same and identical person.

Sanjit Jotder
Natun Pally, Paschimpara, Sonarpur, South 24–Parganas

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত বেহাল রাস্তায় দায়সারা প্যাচওয়ার্ক, ক্ষুব্ধ জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত মূল সড়ক পথটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত হয়ে যখন তখন দুর্ঘটনাও ঘটছিল। এমনকী এই ৭৬ এ রোডে পরিবহন সমস্যা আছেই। ৭৬ এ বাস কবেই বন্ধ হয়ে গেছে তা কোনদিনই আর চালু হল না। মানুষকে অতিরিক্ত টাকা খরচ করে অটো ম্যাজিকে করে যাতায়াত করতে হয় এই পথে। বেহাল রাস্তার কারণে মানুষজন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছিলেন। কিছুদিন আগে এই রাস্তায় প্যাচওয়ার্ক শুরু হয়। মানুষ আশা করেছিল রাস্তার বেহাল দশা পুনরায় ফিরবে। কিন্তু প্যাচওয়ার্ক শেষ হওয়ার পর দেখা গেল কোন রকমে দায়সারা ভাবে রাস্তার কাজ

করা হয়েছে। অধিকাংশ রাস্তার জায়গাতেই এখনো গর্ত রয়ে গেছে। বিশেষ করে জিমস হসপাতালের কাছে, বিড়লা মোড়ের কাছে, ন'বিঘা পোলের কাছে, চকমানিক এর কাছে। এই সমস্ত জায়গায় এখনো বড় বড় গর্ত আছে যেখানে জল জমে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। বিশেষ করে চকমানিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কাছে রাস্তায়। এই রাস্তার প্যাচওয়াকে জনগণ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। এলাকার মানুষদের দাবি আমরা চাই রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তার সমস্যা সমাধান সম্পূর্ণভাবে করা হোক। এভাবে কোনরকমে দায়সারা গোছের কাজ করে লাভ কি। সেই সঙ্গে এই পথে সরকারি বা বেসরকারিভাবে বাস চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক। বিশেষ করে আমতলা থেকে বজবজ ফেরিঘাট পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বলেন, 'রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ ছিল। সাধারণভাবে একটা প্যাচওয়ার্ক করা হয়েছে মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য। খুব শীঘ্রই এই ১১ কিলোমিটার রাস্তা সম্পূর্ণভাবে করা হবে। পেপার ব্লকের কাজ হবে। সমস্ত প্রকল্প রেডি হয়ে গেছে। টেন্ডার পাস হলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষদের বলব একটু ধৈর্য ধরুন, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এলাকার সমস্ত বেহাল রাস্তা ধীরে ধীরে হয়ে গেছে। আমাদের ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি সমস্ত বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। তারই তৎপরতায় উদ্যোগে খুব শীঘ্রই বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তার সম্পূর্ণ হবে।

বিস্ফোরণকাণ্ড তৃণমূল নেতার কারাদণ্ড

বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার নাকড়াকোনদা গ্রামপঞ্চায়েতের গাংপুর গ্রামে তৃণমূল নেতা বাবলু মণ্ডলের বাড়ি বিস্ফোরণে উড়ে যায়। মজুত রাখা বিস্ফোরক থেকে এমন ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমে পুলিশ তারপরে সিআইডি পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত করে এনআইএ। ১৩ ফেব্রুয়ারি বাবলু মণ্ডলকে দোষী সাব্যস্ত করে এনআইএ আদালত। ১৫ ফেব্রুয়ারি বাবলু মণ্ডলকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন এনআইএ আদালতের মহামান্য বিচারক। বাবলু মণ্ডলের ২ ছেলে পলাতক, তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে প্রশাসন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সরকারী জমির ধান সরকার পেল না

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া থানার বানীপুর জনতা কলেজ পি. জি. বেসিক ট্রেনিং কলেজ ও ষ্টেট ইনিস–টিটিউটের ১৫০ বিঘা জমিতে এবার ধান চাষ হয়েছে। এসবই সরকারের খাসজমি। সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে এই জমি চাষ হয়েছে। ধানের ফলনও ভাল হয়েছে। কিন্তু এই ধান সরকারের ভাঁড়ারে জমা পড়েনি। সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় বি. ডি. ও ২৪ কুইন্টাল লেভী দানের নির্দেশ দেন। কিন্তু পি. জি. বি. টি কলেজের পক্ষ থে কে মাত্র ৪ কুইন্টাল ধান লেভী বাবদ জমা দেওয়া হয়েছে। জানা গেল, সম্প্রতি রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস এইসব জমি পরিদর্শন করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণকে সরকারী ভাঁড়ারে ধান জমা না পড়ার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর পাননি। আরও জানা গেল, পি.জি.বি.টি কলেজের অধ্যক্ষ নাকি বেসরকারী ভিত্তিতে জমি সিজ দিয়েছেন এবং স্যালো নলকূপ বসাবার অনুমতি দিয়েছেন।

৯ম বর্ষ, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, শনিবার, ১৩ সংখ্যা

ক্রাইম ডেস্ক

গ্রেপ্তার বীরভূমের ওসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশ হয়ে পুলিশের উপর হামলা মারধর হাসপাতাল ভাঙচুরে গ্রেপ্তার বীরভূম ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো ওসি আশরাফুল শেখ। সরকারি হাসপাতাল ভাঙচুর চিকিৎসক নার্সদের হেনস্তার অভিযোগে আশরাফুল সহ পরিবারের ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ের ছুটিতে মুশিদাবাদ জেলার লালবাগে নিজের বাড়িতে ছিল আশরাফুল। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে অসুস্থ মাকে কৃষ্ণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে হাসপাতালকর্মীদের সঙ্গে বচসা হয়। মদ্যপ অবস্থায় আশরাফুল হাসপাতালে ভাঙচুর করে। ঘটনার খবর পেয়ে লালগোলা থানার ওসি অতনু হালদার, এসআই কল্যাণ সিংহরায়, ২ সিভিক ভলেন্টিয়ার ঘটনাস্থলে গেলে আশরাফুল এবং তার পরিবারের সদস্যরা চড়াও হয়। এসআই কল্যাণ সিংহ রায়ের আঙ্গুল ভেঙ্গে দেওয়া হয়, ওসি অতনু হালদারের গলা চেপে ধরে আশরাফুল এবং ২ সিভিক ভলেন্টিয়ারকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। আশরাফুলকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ সুপার আমনদীপ। উল্লেখ্য, কীনাহার থানার ওসি থাকাকালীন তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছিল আশরাফুলের বিরুদ্ধে।

কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অস্ত্রের কোপ, গ্রেপ্তার আততায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজ বজ : ১৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ থানার চড়িয়াল মোড়ে সকাল ১১ টা নাগাদ ট্রাফিকের ডিউটিতে থাকা এক কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে হঠাৎই এক ব্যক্তি একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। বেপরোয়াভাবে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার যার নাম উত্তম চন্দ্র প্রামানিক তাকে কোপাতে থাকে। ঘটনায় সকলেই হতচকিত হয়ে যায়। তারপর অন্যান্য পুলিশ এবং সাধারণ জনগণ ওই আততায়ীকে ধরে ফেলে। আক্রান্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বজবজের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। অতি দ্রুততার সঙ্গে তার চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসকরা। পরবর্তী সময়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের অবস্থা স্থিতিশীল। আততায়ী ব্যাক্তির নাম বিনয় কয়াল। তার বাড়ি চড়িয়াল এর কাছেই খড়িবেড়িয়া রোডে। কী কারণে ওই যুবক হঠাৎই সিভিক ভলেন্টিয়ারের ওপরে আক্রমণ করল সে নিয়ে বাড়ছে ধোঁয়াশা। এটা কি কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ নাকি অন্য কোনও বিষয়। সেই বিষয় নিয়ে পুলিশ এখনো খোলসা করে কিছু জানায়নি। পুলিশ সূত্রের খবর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে প্রকাশ্য দিবালোকে এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ক্যানিংয়ে মদ খাইয়ে ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত গোপালপুর পঞ্চায়েতের ধর্মতলা খালপাড় এলাকায় মদ খাইয়ে বেধড়ক মারধর করে ৩০ হাজার টাকা ছিনতাই করে নেওয়ার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী ৩ যুবকের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত যুবক রবি ঘড়াই বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এবিষয়ে আক্রান্তের পরিবার থানায় অভিযোগ জানানোর পর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও অভিযুক্তদের এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধর্মতলা গ্রামের বিধবা বধু মীনা ঘড়াই। তিনি কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন। কাজ করে ৩০ হাজার টাকা জমিয়ে ছিলেন। ঘর করার জন্য সেই টাকা তাঁর ছেলে রবি ঘড়াইয়ের কাছে দিয়েছিলেন। এদিন সেই টাকা নিয়ে ধর্মতলার খালপাড় পাড়ার বাড়িতে আসে রবি। সেই সময় প্রতিবেশী মঙ্গল সরদার, আশার সরদার ও বাবুসোনা সরদার ভাব জমায় তার সঙ্গে। মদও খায় সকলেই। অভিযোগ এরপর অতর্কিতে প্রতিবেশী ৩ যুবক লাঠি নিয়ে রবির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে ছিনিয়ে নেয় টাকা।

দুই সোনার দোকানে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ ফেব্রুয়ারি গভীররাতে মুরারই থানার বাঁশলৈই বাজারে দুটি সোনার দোকানে সাটারের তালা ভেঙ্গে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনার কথা চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁশলই বাজারে গীতা জুয়েলারী ও তরুলতা জুয়েলারী ২টি দোকানে ডাকাতি হয়েছে। সোনা চাঁদির প্রচুর অলঙ্কার খোয়া গিয়েছে। গীতা জুয়েলারি দোকানের মালিক পলাশ পাইন বলেন, 'সকালে খবর পেয়ে দোকানে এসে দেখি সিসি ক্যামেরার লাইন কাটা সাটারের তালা ভেঙ্গে দোকানে ঢুকে সমস্ত কিছু সোনা ও চাঁদির অলঙ্কার নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। খোয়া যাওয়া গয়নার মূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা।' মুরারই থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তদন্ত করেছে। পরে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় থানায়। অপর একটি সোনার দোকানে একইভাবে সিসি ক্যামেরার লাইন কেটে কলাপস গেটের তালা ও সাটারের তালা ভেঙ্গে তরুলতা জুয়ালারিতে ঢোকে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে পরদিন ভোর রামপুরহাট মহকুমায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৫জনের জখম ২জন। শুক্রবার ভোর ৫টা নাগাদ নলহাটিতে টোটোর সঙ্গে ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যায় টোটো, জখম হয় ৩ আরোহী সহ চালক। জখমদের উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক চালক এবং ১ বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতেরা হল– টোটোচালক মন্টু শেখ বাড়ি নলহাটি পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের গোপালপুরে এবং নজিফা বিবি(৬৫) বাড়ি নলহাটি পৌরসভার ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে। জখম ২জনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। ঘটনাস্থলে যায় নলহাটি থানার পুলিশ। পুলিশ ডাম্পারটিকে আটক করলেও চালক ও খালাসি পলাতক।

অন্যদিকে, ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বিয়ের বাজার সেরে বাড়ি ফেরার পথে পাইকপাড়া মোড়ে বাস ও স্কুটি মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল হবু দম্পতির। মৃতেরা মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় হবু দম্পতির। মৃতরা হল– রামপুরহাট থানার স্বাধীনপুর গ্রামের জ্যোতির্ময় দাস(২৩) এবং নলহাটি থানার কানিওড় গ্রামের রাসমনি দাস(১৯)। বাড়ি থেকে সম্বন্ধ করে ২১ ফাল্গুন বিয়ে ঠিক হয়েছিল। স্কুটিতে করে জ্যোতির্ময় হবু স্ত্রীকে নিয়ে কানিয়র গ্রামে ফেরার পথে বেসরকারি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ। ১৯ ফেব্রুয়ারি জ্যোতির্ময় মুম্বাই থেকে নিজে গ্রামের বাড়ি ফিরেছিল। নলহাটি থানার পুলিশ মৃতদেহ ২টি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পাঠায়। ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, অন্যদিকে রাতে তারাপীঠের গোপালপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তারাপীঠ মন্দিরের এক সেবাইতের। মৃতের নাম সোমনাথ মুখার্জী। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে জখম ৫

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে জীবনতলা থানার অন্তর্গত মঠেরদিঘীর শান্তমারা পাড়ায় সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর করার পাশাপাশি পরিবারের লোকজনদেরকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল আশ্রিত একদল দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে বাপন মণ্ডল, সৈকত মণ্ডল, বাসন্তী মণ্ডল, কাজল মণ্ডল ও বিজয় মণ্ডল। স্থানীয় লোকজন আক্রান্তদের উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যা বাসন্তী মণ্ডল জীবনতলা থানায় মঙ্গলবার অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও অভিযুক্তরা বর্তমানে অধরা।

স্থানীয় সুত্রের জানা গিয়েছে, বিজয় মণ্ডলের রায়তি সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করার জন্য হুমকি দিতে থাকে শ্যামল দাস, অচিন্ত্য পাত্র, সুব্রত দাস ও ব্রেজার দাস নামে ৪ জন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতি। প্রতিবাদে সরব হয় মণ্ডল পরিবার। সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা মন্ডল পরিবারের উপর লাঠি, ইট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অশ্লীল গালিগালাজ করার পাশাপাশি বেধড়ক মারধর করা হয় মণ্ডল পরিবারের লোকজনদেরকে। মণ্ডল পরিবার জানিয়েছে, 'বিজেপি করার অপরাধের শওকত মোল্লার নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতি বাহিনী এমন অত্যাচার চালাচ্ছে।' অন্যদিকে, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার জানিয়েছেন, 'সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার জীবনতলা এলাকায় চলছে শওকত মোল্লার তালিবানী শাসন। এমনকী সেখানে পুলিশ প্রশাসন শাসকদলের তল্পিবাহক। চলছে অরাজকতা। আমাদের একের পর এক কর্মী আক্রান্ত হচ্ছে শওকাত মোল্লার বাহিনীর হাতে। এখানে গণতন্ত্র বলে কিছুই নেই। আমরা পুলিশ প্রশাসন এবং দলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আমরা শান্তি চাই। আর তৃণমূল শান্তির পরিবর্ত রাজ্যটাকে অশান্ত করে তুলতে চাইছে।'

অন্যদিকে, এমন ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, 'জীবনতলা এলাকায় বিজেপির কোন চিহ্ন নেই। তারপর যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা পারিবারিক ঘটনা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোন যোগ নেই। ঘটনাকে হাতিয়ার করে রটিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরে ফায়দা তুলতে চাইছে বিজেপি।'

ট্যাংরাকাণ্ডের ছায়া গণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ ফেব্রুয়ারি মহম্মদবাজার ও মল্লারপুর থানার সীমানার গণপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ম্যানেজারপাড়া এলাকা থেকে লক্ষ্মী মাড্ডি(২৫), রূপালি(১০) ও অভিজিৎ (৮) রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। লক্ষ্মী ২ শিশুকে নিয়ে থাকত। স্বামী লাল্টু কর্মসূত্রে দুর্গাপুরে থাকে। ঘরে খাটিয়ার উপর পড়ে লক্ষ্মী ও রূপালির কম্বল জড়ানো দেহ এবং খাটিয়ার নিচে অভিজিতের দেহ পড়েছিল। ৩জনের মাথাতেই মিলেছে আঘাতের চিহ্ন। ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিশ। ৩জনকে খুনই করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে হবে নাহলে দেহ নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। মৃতের স্বামীকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় যায় বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা। তিনি বলেন, 'আমি হতবাক। বীরভূম তথা পশ্চিমবঙ্গ দুষ্কীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এতদিন মহিলাদের নিরাপত্তা ছিল না রাজ্যে এখন দেখছি শিশুদেরও নিরাপত্তা নেই এই রাজ্যে।'

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

কাকদ্বীপে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা তল্লাশির পর ইডি আধিকারিকরা কাকদ্বীপের স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রয়াত দিলীপ সাউয়ের বাড়ি থেকে নথিপত্র নিয়ে যান। এ ব্যাপারে দিলীপবাবুর শ্যালক অনিমেষ আইচ বলেন, তার ভাগ্নির এমবিবিএসিয়ের কোনও ব্যাপারে ইডি এখানে আসেননি। তারা তার মূলত সরকারি কাজের টেন্ডারের কিছু বিষয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন। তারা ব্যাংকের কাগজপত্র সহ একাধিক কাগজপত্র পরীক্ষা করেন এবং জেরক্স নিয়ে যান।

সাগরের পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, জখম ৩৬

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : কথায় আছে সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। সেই গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে যাওয়া, পুণ্যার্থীদের বাস ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে পড়ল দুর্ঘটনার কবলে। পুণ্যার্থী বোঝাই বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেল খালে। দুর্ঘটনার জেরে আহত কয়েকজন পুণ্যার্থী। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে কচুবেড়িয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় ৩৬ জন পুণ্যার্থী নিয়ে ১টি বাস গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সেই সময় হঠাৎ করে চৌরঙ্গী এলাকার কাছে সেই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১টি খালে পড়ে যায়। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে আহত পুণ্যার্থীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সাগর থানার পুলিশ এবং সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও সাগরের ভিডিও কানাইয়া কুমার রাও। আহতদের মধ্যে ৮ থেকে ১০ জন ভিন রাজ্যের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ভাইস চেয়ারম্যান তথা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, 'বাসে মোট ৩৬ জন ছিল তার মধ্যে ৩৩ জন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা, তারা গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খালে পড়ে যায়। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১টি গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে যে সকল ভিন রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীরা রয়েছে তারা যেন নিরাপদে সাগর দর্শন করে বাড়ি ফিরতে পারে। এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের এক পুণ্যার্থী লক্ষণ যাদব বলেন, 'গঙ্গাসাগরে আমরা পুণ্যস্নান করার জন্য যাচ্ছিলাম হঠাৎ করেই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়।'

সুন্দরবনের মানুষের পাশে আরোহিনী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : সুন্দরবনের মানুষের পাশে এসে এবার দাঁড়ালো জয়নগর ও কলকাতার দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। মূলত তাদের উদ্যোগে ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহায়তায় সোমবার সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার মধ্য গুড়গুড়িয়ার আদিবাসী পাড়ায় ভেদিক অর্গানিক রিসার্চ ফাইন্ডেশন ও জিল এন্ড নোশন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আরোহিনী প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে একগুচ্ছ কাজ করা হল। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, বিনামূল্যে যোগা ক্লাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ। এখানকার মানুষের সমস্যা ও তাঁর সমাধান বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। এছাড়া এখানকার মানুষের তৈরি হাতের কাজ কলকাতার বিপণনে জায়গা করে দিতে কি করা হবে, কিভাবে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান গড়ে উঠবে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এ দিন ফুড সেফটি ও ফুড

সিকিউরিটি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন ফুড বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড: দেবর্ষি দে। তিনি বলেন, 'সুন্দরবনের মাটি আয়লার পর থেকে এখনো লবনাক্ত। সেই জল খেয়ে স্বাস্থের ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজার তাঁরা পায়না। বিকল্প কর্মসংস্থান কিভাবে গড়ে তোলা যায় সেই সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আগামীদিনে তাদের মানুষের পাশে থেকে কিভাবে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই দেখব। উপস্থিত ছিলেন ডা: সমর সিনহা, জিল এন্ড নোশনের সভাপতি পিংকি চক্রবর্তী, সম্পাদক মৈনাক সিনহা। আরোহিনী প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য হল সুন্দরবনের মানুষের জীবিকা, বিকল্প কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উপর কাজ করা। এদিন এই শিবিরে আগত মানুষদের হাতে জলের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জিওলিন তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া মহিলাদের হাতে ১ কেজির আটার প্যাকেট, ওআরএসের প্যাকেট, স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্যাকেট ও খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া তাদের হাতে ফকির লালন সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের মাটির পুতুল ও তুলে দেওয়া হয়। আর সব শেষে আদিবাসী মহিলা ও পুরুষেরা আদিবাসী নাচ ও গানে প্রাণবন্ত করে তোলে এদিনের পুরো অনুষ্ঠানটিকে।

দক্ষিণ শহরতলীর আকড়া রেলস্টেশনে বেহাল শৌচালয়। ছবি : অরুণ লোধ

সিলিং ফ্যান ভেঙে আহত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি , মহেশতলা : ১৯ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মহেশতলা পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন একটি সিলিং ফ্যান ভেঙে পড়ে গুরুতর আহত হয় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। প্রথমে ওই আহত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে মহেশতলা মাতৃসদনে নিয়ে যাওয়া হয়।। অবস্থার অবনতি হলে তাকে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহত পরীক্ষার্থীর নাম নন্দিনী মাকাল। তার বাবার নাম নবীন মাকাল। হায়েতপুর এলাকায় তাদের বাড়ি। এই আকস্মিক ঘটনায় অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেন, ছাত্র–ছাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আরও সচেতন হওয়া উচিত। যদিও এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের কোন মতামত জানা যায়নি।

তারস্বরে মাইক বাজিয়ে সমালোচিত তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি , জয়নগর : বাড়িতে বসে চূড়ান্ত প্রস্তুতি যখন নিচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সেই সময়কেই উপযুক্ত সময় হিসাবে বেছে নিলেন জয়নগরের তৃণমূলের শিক্ষক বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস দলের আইএনটিটিইউসি পার্টি অফিস উদ্বোধন করার জন্য। সেই উপলক্ষে জয়নগরের দক্ষিণ বারাশত ২ নম্বর প্লাটফর্ম সংলগ্ন এলাকায় ১৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত এক নাগাড়ে তারস্বরে বাজলো একাধিক মাইক। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বারুইপুর হাই স্কুলের শিক্ষক তথা জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস জয়নগর এক নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতি ও অঞ্চল নেতৃত্বদেরকে সাথে নিয়ে মঞ্চ বেঁধে সভা করে আইএনটিটি ইউসির পার্টি অফিস উদ্বোধন করলেন খুব ঘটা করে। এতেই প্রশ্ন উঠেছে ওই শিক্ষক বিধায়ক কীভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার আগে পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে এইভাবে অসুবিধা সৃষ্টি করলেন। দক্ষিণ বারাশতে যেখানে মাইক বাজিয়ে তিনি সভা করলেন। তাঁর ২০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য হাইস্কুল এবং ৭০ মিটারের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ বারাশত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ। বিধায়ক নিজে সেই কলেজের গভর্নিং বডিরসভাপতি। হাইস্কুলের সভাপতি তারই বড় শ্যালক তাপস বিশ্বাস। শিক্ষক বিধায়কের এহেন কীর্তিতে বিরোধী দলগুলোর পাশাপাশি সমালোচনায় মুখর হয়েছেন তারই দলেরই জেলা পরিষদের সদস্য তথা জয়নগর লোকসভার তৃণমূলের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের প্রতিনিধি শিক্ষক খান জিয়াউল হক। যদিও সংবাদ মাধ্যমের কাছে মাইক বাজানোর কথা অস্বীকার করেছেন বিধায়ক। তার সাফাই সাউন্ড বক্স নিয়ে ইনডোর সভা করেছেন। কিন্তু বিধায়কের সেই প্রকাশ্য সভার ছবি রীতিমতো নেট দুনিয়ায় ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। এব্যাপারে বিরোধী দল এসইউসিআইয়ের জেলা কমিটির সদস্য তথা জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, 'একজন শিক্ষক তথা বিধায়কের এহেন কাজ ক্ষমার অযোগ্য।' বিরোধী বিজেপি দলের জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন, 'শাসক দলের কাছে এটা আর নতুন কিছু নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ওরা তো শেষ করে দিয়েছে।' সিপিআইএমের যুব সংগঠনের রাজ্য নেতা অপূর্ব প্রামানিক বলেন, 'উনি একজন শিক্ষক হয়ে এই কাজ করে কি করে। পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করার সময় কোথায় ওনার।' বিরোধী দলের পাশাপাশি শাসক তৃণমূল দলের জেলা পরিষদ সদস্য তথা জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের প্রতিনিধি শিক্ষক খান জিয়াউল হক বলেন, 'শিক্ষক বিধায়কের এহেন কাজকে তৃনমূল কখনোই সমর্থন করে না। উনি বিধায়ক ও শিক্ষক হয়ে কীকরে এই কাজ টা করলো সেটার উওর উনি দিতে পারবে। তবে এই সময় এই কাজটা ঠিক হয়নি।' এব্যাপারে শাসক তৃণমূল দলের নেত্রী তথা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ বলেন, 'বিধায়কের আগে থেকে উনি একজন স্কুল শিক্ষক হয়ে কীকরে এই ধরনের কাজ করলো সেটা ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। পরীক্ষার চেয়ে ওনার দলীয় অফিসের উদ্বোধনটা কি আগে। আসলে উনি সামনের বছরের নির্বাচনের আগে নিজের টিকিটটা কনফার্ম রাখতে চাইছেন। এক সপ্তাহ পরে এই অনুষ্ঠানটা করতে পারতেন। ওনার এই কাজটা কখনোই সমর্থন যোগ্য নয়।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২২ ফেব্রুয়ারি – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

শুধু কুম্ভ নয় আদিগঙ্গাও দূষণমুক্ত হোক

কুম্ভের পাপ–পুণ্য নিয়ে নানা বিতর্ক নিয়ে, অনেক জল গঙ্গা যমুনা দিয়ে সাগরে মিশেছে। পৃথিবীর বুকে এমন মানুষের মিলন মেলা একমাত্র ভারতেই সম্ভব। যুগ যুগ ধরে মহামানবের সাগর তীরে ঐতিহ্যের মূলসূত্র আজও অম্লান। ১৪৪ বছর পর এমন অমৃতযোগের সংযোগে ঘটনা দুর্ঘটনা যেমন স্বাভাবিক তেমনি বিতর্কের নানাদিক রাজনৈতিক দিকেই ধাবিত হবে এমনটাই বাস্তব, কঠোর বাস্তব। পুণ্য কুম্ভের শেষের লগ্নেও কৃতিত্বের দাবিদারকে এই নিয়ে তরজা কমবেশি হতেই পারে। হিসাব অনুযায়ী কঠোর হিন্দুত্বের দাবিদার দলগুলি ধর্মনিরপেক্ষ দলের দাবিদার দলগুলি ভোটযুদ্ধের ভাবনায় হিসাব নিকেশে ব্যস্ত।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট করেছেন ইন্ডিয়া জোটের রাজনীতিকদের পূর্ণ–কুম্ভ সংক্রান্ত নানা বক্তব্যের। অখিলেশ যাদব, রাহুল গান্ধী, লালু প্রসাদ যাদব, সবার থেকে সমালোচনার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য। কুম্ভ মেলাকে মৃত্যুকুম্ভ বলায় বিতর্কে যোগী আদিত্যনাথ সহ বিরোধী দল সোচ্চার। অগ্নিকাণ্ড, পদপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা মর্মান্তিক।

নানা ধর্মীয় উৎসবে ও মেলায় এমন ধরনের মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। মৃত ব্যক্তিদের জন্য সরকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে থাকে। পূর্ণ মৃত ব্যক্তিদের জন্য এ পর্যন্ত রাজ্যের কতজন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন জানা না গেলেও জল দূষণের প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। একসাথে বহু মানুষ স্নান করলে জল সাময়িকভাবে অবশ্যই দূষিত হয় তবে তা কতটা ক্ষতিকর প্রশ্ন উঠতেই পারে। নানা মহল থেকে বলা হয়েছে কুম্ভের জল অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। বহমান জলে দূষণের মাত্রা কতটা ক্ষতিকর তা নিয়ে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান প্রয়োজন

যদিও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অপপ্রচার করে দাবি করেছেন। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এর তথ্য অনুযায়ী জলের অক্সিজেন ঘাটতি বি ও ডি অত্যন্ত বেশি এবং কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কলকাতার পাশ দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গায় দূষণের মাত্রা কম নয়। স্বাভাবিকভাবেই আদিগঙ্গায় জলদূষণ আরো সাংঘাতিক। আদিগঙ্গার ঘাটগুলি অপরিষ্কার এবং প্রতিদিন বহু গৃহস্থ বর্জ্য এখানে জমা হয়। কোনরকমের সঙ্গে তুলনা আনলে আদিগঙ্গার দূষণের কথাও উঠে আসে স্বাভাবিকভাবে। সার্বিকভাবে গঙ্গা দূষণমুক্ত হোক। কলকারখানার আবর্জনা নিক্ষেপ করা বন্ধ হোক। তবে হিন্দু পূজার রীতিনীতি যেন বন্ধ করা না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে সব পক্ষকে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

তাই নিশ্চয় ক’রে বলা যায় জীব ও চিত্ত সমার্থক। যখন থেকে বিশুদ্ধ চিৎবস্তুতে জড়শক্তি উদিত হয়েছে, বিচিত্র এবং ভ্রমাত্মক জগতের উদ্ভব তখন থেকেই। রাম বললেন, ব্রহ্মন। আপনার বিশ্লেষণে বোধগম্য হল যে, মন থেকেই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত হয়েছে, জগৎ মনের কার্য্য ছাড়া আর কিছু নয়। বশিষ্ঠ বললেন, শুস্ক মরুভূমিতে সূর্যকিরণের যথার্থ প্রতীতি না হওয়ায় কিরণমালাই জলরূপে প্রতীত হয়, আত্মতত্ত্বের প্রকৃত প্রতীতি না হওয়ায় মন বিশ্বাকারে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মস্বরূপ এই জগতে একই মন কোথাও মানুষ, কোথাও দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, আবার কোথাও মনুষ্যেতর প্রাণীরূপে সমুদিত হয়। মনের বিলয় হলে একমাত্র পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। আত্মা সর্বজ্ঞ ও সর্বাশ্রয় হলেও সকলের অতীত। আত্মারই অনুগ্রহে মন এই সংসারে চেষ্টাপরায়ণ হয়ে নিরন্তর ধাবিত হচ্ছে। মনই শরীর ও কর্মের হেতু, আবার সেই মনই জন্মে ও মরে, আত্মার কখনও জন্ম–মৃত্যু হয়ই না। বিচার দ্বারা মনের লয় হয় এবং মনের লয়ে পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়। মনের নাশে কর্মের বিলয় হয়ে জীব মুক্তি লাভ করে। তেমন মুক্ত জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না, জন্ম–মৃত্যুর বিভীষিকা তার কাছে অসত্য হয়ে যায়।

রাম বললেন, ভগবন্। আপনি বলেছেন যে, জীবের সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস এই তিন প্রকার জন্ম হয়ে থাকে এবং সৎ–অসৎরূপ মনই এমনতর জন্মের কারণ। বিশুদ্ধ চিত্ত হতে সেই মন কিভাবে উত্থিত হয়? বশিষ্ঠ বললেন, রাম। চিদাকাশ, চিত্তাকাশ এবং ভূতাকাশ, এই তিন প্রকার আকাশ আছে। তিন আকাশই সকলের এবং সর্বকার্য্যে সম্পৃক্ত থাকে। বিশুদ্ধ চিৎতত্ত্বের সত্ত্বার কারণে ঐ তিন আকাশ সত্ত্বা লাভ করেছে। যে আকাশ সর্বভূতের অন্তর–বাহির ব্যাপ্ত ক’রে আছে সাক্ষিরূপে, তাঁর নাম চিদাকাশ। আর যে আকাশ ব্যবহারের কারণরূপে বর্তমান থেকে কার্য্য–কারণের নিয়ন্তা এবং যে আকাশের কল্পনা প্রভাবে এই জগৎ রচিত হয়, তাঁর নাম চিত্তাকাশ। দিক্–মণ্ডল ব্যাপ্ত ক’রে যে পার্থিব আকাশ বায়ু–মেঘ ইত্যাদির আশ্রয় রূপে বিদ্যমান থাকে, সেই আকাশের নাম ভূতাকাশ।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ভারতের প্রথম ফাইভ-স্টার হোটেল হলো মুম্বাইয়ের তাজ মহল প্যালেস। এটি ১৯০৩ সালে টাটা তৈরি করেছিল।

এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল প্রায় 4 কোটি 21 লক্ষ টাকা।

বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন

বাংলার শিল্পায়নে আদৌ বদল আসবে

আরিফুল ইসলাম

গত বছর অর্থাৎ সপ্তম বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী মঞ্চে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘অগ্নিকন্যা’ বলে সম্বোধন করেছিলেন। আমরা উপস্থিত সাংবাদিকরা সে কথা ভুলিনি। যেমন করে ভুলিনি ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর কলকাতার বহুল প্রচারিত কিছু সংবাদপত্রের ভূমিকা। কিছু সাংবাদিককে রাতারাতি ডিগবাজি দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই একইভাবে ‘অগ্নিকন্যা’ হিসাবে তাদের পত্রিকায় প্রশংসা আর প্রশংসার বন্যায় ভরিয়ে দিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার তরুণ প্রজন্মের কাছে দেদার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। ঠিক কী কী করলে কলকাতা মহানগরকে লন্ডন মহানগর, দার্জিলিংকে সুইজারল্যান্ড কেন বানানো যাবে না, বলেছিলেন। যুব সম্প্রদায়ের কাছে কর্মসংস্থানের ফানুস উড়িয়েছিলেন বাংলার আকাশে। বলেছিলেন লগ্নি এলে চাকরি হবে, বেঙ্গালুরু–নয়ডা (উত্তরপ্রদেশ) ছুটতে হবে না। ঘরের ছেলেমেয়েরা ঘরেই থাকবে। কাজ পাবে এই আশায় বুক বেঁধে ছিল আপনার আমার ঘরের তরুণ ছেলেমেয়েরা, কিনা একটা চাকরি পাবার আশায় আশায়, আজ প্রায় ১৩–সাড়ে ১৩ বছরে এই অগ্নিকন্যার প্রতিশ্রুতির ফানুস মোটামুটি বঙ্গোপসাগরে গোঁত্তা খেয়ে যে ডুবে গেছে সে কথা বলাইবাহুল্য। আর স্বপ্ন দেখা শ্রমজীবী ছাপোষা বাঙালি পরিবারের এই সব হতভাগ্য ছেলেমেয়েরা বুঝে গেছে জীবনে তাঁদের দু–মুঠো স্বচ্ছল ভাবে খেতে–পরতে পাওয়া আর হবে না। তার মতো বড়ো উদাহরণ শিক্ষাসহ এক ঝাঁক দুর্নীতিতে ডুবুডুবু মমতার এই সাধের সততার(?) সরকার। আজকাল কলকাতা থেকে পাহাড় পর্যন্ত কোনও অনুষ্ঠানের ফ্লেক্স–ফেস্টুন–ব্যানারে দেখবেন না মমতার ছবির পাশে ক্যাপশন হিসাবে লেখা

আছে ‘সততার প্রতীক’। কেন? এই সহজ সত্যটা আমার আপনার সকলের জানা হয়ে গিয়েছে। মনে জাগায় কী সাধারণ ছাপোষা ঘরের ছেলেমেয়েরা যোগ্যতা সত্ত্বেও যে শিক্ষকের চাকরি পায়নি। এটা তো প্রামাণ্য। তাদের চাকরি বাতিল করতে সরকার কত হাজার কোটি টাকা মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে খরচ করেছে জানা আছে? নেই সাধারণ মানুষের কাছে সেই তথ্য, বা জনসমক্ষে তুলে ধরার দায় যাদের সেই সব অগ্রণী সংবাদ মাধ্যম আজ আর সেই কাজ করে না।

বাম জমানায়(পড়ুন সিপিএম) নানান ইস্যু তৈরি করে হরতাল, বনধ, সাধারণ ধর্মঘট, শিল্প ধর্মঘট, মানব বন্ধন, চাক্কা জ্যাম নানান উদ্ভট–উদ্ভট, কর্মনাশা, পরিকল্পনা করত শাসকের চেয়ারে বসে। আমাদের শীর্ষ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম শিখত, পরিষ্কারভাবেই সমালোচনা করত বছরের কদিন ‘কর্মদিবস কাজের দিন নষ্ট হয়েছে, এই ইনটেলেকচুয়াল পার্টির নেতাদের জন্য। আজ সেই ‘বনধ হয় না বটে, কিন্তু ধর্মের নাম করে সারাবছর একাধিক ‘বোনাস ছুটি যেমন তেমন করে শনি– রবিবারের সঙ্গে আকছারই জুড়ে দেওয়া হয়। এতে রাজ্যের শিল্পের যে স্বাভাবিক গতি, অর্থনীতির বিকাশের যে তথাকথিত শিল্পমেলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন, তার রেজাল্ট হচ্ছে রাজ্যের উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের নিশ্চিত জীবনযাত্রা ও মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের ‘সুস্থির রোটি কাপড়া ঔর মাকানে’র মধ্যে দিন যাপন।

এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই সরকারের কোনও দম নেই। শিল্পোন্নয়নের জন্য যে ন্যূনতম সততার প্রয়োজন তাও নেই। টাটাকে তাড়ানোর দু:স্বপ্ন আজও দ্যাখে এ রাজ্য বর্তমান বসবাস করা শিল্পপতিরা। প্রথম কথা লগ্নি কাকে বলে আর লগ্নি কোথায় হয়? একজন নেগেটিভ অ্যাপ্রোচের রাজনৈতিক নেতা কোনওদিনই এর অর্থ বুঝবেন না।। আপনার সরকারের ছবিটা কী বা ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ডটা কী? শিল্পপতিরা কেন আসবে এই রাজ্যে লগ্নি করতে, কী সুবিধা দেবে বা দিয়েছেন মমতা সরকার গত সাড়ে ১৩ বছরের শাসনে। কোনও বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ছিল শিল্পপতিদের জন্য? ছিল না, ক্ষমতায় এসেই উল্টে ছোটো উদ্যোগপতিদের এমএসএমই শ্রেণির কলকারখানার মালিকদের চোর বলতেন। বুদ্ধবাবু বা সিপিএমের দালাল বলতেই শুনেছি তার সিকি আধুলি নেতাদের। খুব সহজ একটা উদাহরণ দিই পাঠকদের। আপনি একটা ছোটো অথচ অত্যাধুনিক পাউরুটি তৈরির কারখানা করবেন ঠিক করেছেন, দক্ষিণবঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের কোনও একটা জেলায় মোটামুটি ভালো একটা শিল্পাঞ্চলে জায়গা নিলেন। কারখানা খোলার আগে আপনাকে নিতে হবে মোটামুটি রাজ্য সরকারের ১৮টি দপ্তরের লাইসেন্স ও অনুমতিপত্র যা ব্রিটানিয়া ও পার্লের সমান। এরসঙ্গে আছে স্থানীয় তৃণমূল নেতার নজরানা। আরও আছে শুধু লোকাল নেতাকে দিলেই হবে না, যদি স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি বা ব্লক সভাপতি গন্ধটা পেয়ে যান, তাহলে তাদেরও মোটা অঙ্কের ভেট দিয়ে খুশি করতেই হবে, অন্যথা আপনি কারখানার কাজই শুরু করতে পারবেন না। বড়ো শিল্প বা ভারী শিল্পের কথা বাদই দিলাম। প্রিয় পাঠক, আপনাদের জেনে রাখা ভালো এই সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে প্রচুর পরিমাণ কর্মসংস্থানের জায়গা থাকে, বেশিটা অবশ্যই স্থানীয় মানুষেরই চাহিদা থাকে।

একজন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতেই পারেন তাহলে গত ৮–১০ বছর ধরে এতগুলো যে শিল্প মেলা হল তাহলে এত এত লগ্নির ঘোষণা ও ‘মউ’ চুক্তির ঘোষণা তবু কেন রাজ্য জুড়ে বেকারত্ব ও কোষাগার শূন্যতার হাহাকার? আসলে শিল্পমেলা নিয়ে লগ্নির ও মউ চুক্তির যেসব একতরফা ঘোষণা হচ্ছে, তা আদপে একটা লোক দেখানো নাটক ও মিথ্যার বেশাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার এই কথার সপক্ষে উৎকৃষ্ট একটা দৃষ্টান্ত তুলে দিই যেটা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দাবি ও ঘোষণা করেছেন সদ্যসমাপ্ত এই অষ্টম শিল্প মেলায়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি গত ৭টি বাণিজ্য সম্মেলনে ঘোষিত মোট ১৯.৫১ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে নাকি ১৩ লক্ষ কোটির লগ্নি ইতিমধ্যেই চলে এসেছে এই রাজ্যে। যার হিসাব তিনিই একমাত্র রাখেন। এবারও এ জাতীয় লগ্নির প্রস্তাব ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার সবই কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত। মোটামুটি পড়াশুনা করা একজন শিক্ষিত নিরপেক্ষ বাংলার একজন মানুষকে প্রশ্ন করবো খোদ মুখ্যমন্ত্রী যখন ১৩ লক্ষ কোটির লগ্নি পশ্চিমবাংলায় ইনভেস্ট হয়েই গেছে বলছেন, তাহলে বাস্তবে কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির এই হাহাকার কেন? কেন এই নাটক আর মিথ্যার বেশাতি চলছে?

সমাপ্ত

বাংলাদেশ কোন পথে

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বাংলাদেশ কেমন আছে। বাংলাদেশীরা কেমন আছেন। এ কথার উত্তর এক একজনের একরকম হবে, নাকি আলাদা আলাদা? যদি দেশের প্রশ্নে আসা যায় তাতে সারা বাংলাদেশবাসী কি সত্যি সুস্থ আছেন? আবার ধর্ম নিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা সত্য যে সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে একেবারে ভালো নেই। আবার এ কথা দিয়ে বলতে হয়, তাহলে বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ভালো আছে। বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু মুসলমান সকলেই ভালো আছে সে কথা বলা যায় না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পক্ষের সব মুসলমান বুক ফুলিয়ে আছে। তবে তাদের একেবারে সাধারণ মানুষ কেবল ধর্মে পেট ভরছে কিনা তা বুঝে উঠতে পারছে কিনা তার উত্তর এখনো সে জানে না। আর বর্তমান সরকার পক্ষের বিপরীতে যারা আছে তারাও সেই সংখ্যাগুরুর মধ্যেই পড়ে। তারাও ভালো নেই। তাই মুসলমান হলেই বাংলাদেশে নিরাপদে থাকবে এখন সে পরিস্থিতি নেই। কারণ এই সরকার আওয়ামী লীগের মানুষজনকে নিশ্চিহ্ন করার খেলায় মেতে উঠেছে। সেই খেলায় বাংলাদেশের ইতিহাসকে মুছে দিতে চাইছে। যে সরকার ও তার পক্ষ অবলম্বনকারী মানুষজন দেশের ইতিহাস যখন মুছে দিতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন বুঝতে হবে তারা দেশ ও দেশের মানুষজনের কাছে বিপজ্জনক।

শুধু সংখ্যালঘু মানুষের সে দেশে দিকে দিকে অত্যাচারিত হওয়ার খবর বিশ্বজুড়ে এক উদ্বেগ তৈরি করলেও সংখ্যাগুরু মানুষদের অনেকেই নিরাপদে নয়। বর্তমান ইউনুস সরকার প্রথম থেকেই বাংলাদেশের অশান্তি রুখতে ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। হাসিনার সরকারকে ফ্যাসিবাদী বলে গণ–অভ্যুত্থানে গদি ছাড়তে বাধ্য করেছে বাংলাদেশের ছাত্র জনতা। তারপর ইউনুসের হাতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়ভার ন্যস্ত হয়েছে। তিনি সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই বাংলাদেশের মানুষের অশান্তিকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ। হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের যে সমস্ত মানুষের হাতে ধ্বংসলীলা সংগঠিত হয়েছে ইউনুস সরকার তার দায় হাসিনা সরকারের উপর চাপিয়েছেন। ধ্বংসলীলায় সংখ্যালঘুদের ও সরকারের বিপক্ষ মুসলিম জনতার অবস্থা ক্রমশ সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মৌখিক আশ্বাস সত্ত্বেও এমন মানুষজন আক্রমণ থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। বাংলাদেশের সব অশান্ত ও হিংসার ঘটনায় পূর্বতন হাসিনা সরকারকে দায়ী করে মিডিয়ায় ইউনুস সরকারের কথা ভেসে উঠেছে প্রতি মুহূর্তে। হাসিনা সরকারের প্রতি মানুষের ক্ষোভ তাঁর পতনের পরেই ছড়িয়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই ক্ষোভ এখন তো আর থাকার কথা নয়। হাসিনা সরকারটাই যখন নেই, তখন মানুষের ক্ষোভ থাকবে কেন? মানুষের ক্ষোভ যদি থাকে তাকে প্রশমন করার কাজ সরকারকেই করতে হয়। আর সরকার সেই কাজে ব্যর্থতা প্রকাশ করলে মানুষকে তার ফল ভোগ করতে হয়। বাংলাদেশে কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের যদি সেই ফল ভোগ করতে হয়, তাহলে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন থেকে কোন সরকারের উত্থান হতে চলেছে বলে সে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হচ্ছে না বলে বাংলাদেশ সরকারের বিবৃতি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মানুষদের নিরাপত্তা দিতে পারছে কি? সংখ্যাগুরু মুসলমান দেশে সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মীয় নেতাকে দেশদ্রোহীর মামলায় আটক করে রাষ্ট্রের ধর্মীয় চরিত্রকে লুকিয়ে রাখা যায় না। আবার হাসিনাপন্থী মানুষদের ও বাংলাদেশের পিতা মুজিবরের স্মৃতি ও ইতিহাস মুছে ফেলার ধ্বংসাত্মক খেলায় নতুন সরকারের চরিত্রের মান উন্নত বলে প্রমাণ হয় না। পূর্বতন সরকার ফ্যাসিবাদী বলে যার পতনকে অনিবার্য করে তোলা হল, নতুন সরকারের চরিত্র ফ্যাসিবাদের মুখোশে কাজ করবে কেন? বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলী এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে পারেন। কিংবা প্রশাসনিক আক্ষরিক বার্তায় কেবল ভরসার বার্তা দিতে পারেন। তবে সেই বার্তা আক্ষরিক ছাড়া আর কিছু নয়। ফ্যাসিবাদ সরকারের পতনের পর গড়ে ওঠা এই সরকারের আষ্টেপৃষ্ঠে ইসলামীয় মৌলবাদীদের নিঃশ্বাস ভরে উঠছে। যে সরকারের মুখ্য যিনি, তিনি শান্তিতে বিশ্বের সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছেন, অথচ তাঁরই পরিচালনার সরকার ইসলামপন্থীর পদচিহ্নে আলো ফেলে এগিয়ে চললে তিনি দেশকে সত্যই কি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন?

ইউনুস নিখাদ রাজনীতির লোক নন। সাধারণ মানুষও রাজনীতির লোক নয়। অথচ এই সাধারণ মানুষই রাজনীতির শেষ কথা বলে। কিন্তু রাজনীতির পথ সাধারণ মানুষ কীভাবে চেনেন বা চিনতে পারেন তা কেবল নিখাদ রাজনীতির লোকই জানেন। এই রাজনীতি অবশ্যই ক্ষমতা রাজনীতি তথা গদি রাজনীতির কথাই বলে। এই কথায় কোনটা রাজনীতির জন্য ধর্ম কিংবা কোনটা ধর্মের জন্য রাজনীতি তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না বা বোঝানো হয় না। তখন ধর্ম আর রাজনীতি মানুষ আলাদা করতে পারে না। কিন্তু এক শ্রেণীর রাজনীতির লোকেরা তা সচেতনভাবে সেই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং তা করছে। ইউনুস রাজনীতির লোক নন। তাঁর পক্ষে যদি একই পথ অবলম্বন করতে হয়, তিনি কি তা ইচ্ছাকৃতভাবে করছেন, নাকি নিরুপায় হয়ে তাঁকে তা করতে হচ্ছে? শান্তির কান্ডারী হয়ে নিজের দেশের মানুষের কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে তিনি ব্যর্থ কেন হচ্ছেন? তাঁর এই ব্যর্থতায় বাংলাদেশের ইতিহাস পাল্টে ফেলার পরিকল্পনা চলছে, সংবিধান পাল্টে ফেলার পরিকল্পনা চলছে। এমনকী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহত্বকে লঘু করার প্রয়াস চলছে জোর কদমে।

ইতিহাস পাল্টে দিলে, সংবিধান পাল্টে দিলে হিংসা থামানো যাবে, সংখ্যালঘু মানুষের উপর সংখ্যাগুরুর আক্রমণ থামানো যাবে, তার নিশ্চয়তা রাষ্ট্র কি দিতে পারে? সংখ্যালঘু মানুষের নেতা হলে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করার পদক্ষেপ একটি নিম্নরুচির নিম্নমানের পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জাতির পিতা মুজিবরের সমস্ত স্মৃতি মুছে দিতে সরকারপন্থী তথা ইসলামপন্থী মানুষজনের ধ্বংসাত্মক খেলা আরো নিম্নরুচি নিম্নমানের পরিচয় যা ফ্যাসিবাদের আর এক রূপ। এই পদক্ষেপে সংখ্যাগুরুর আশ্বাসভাজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে, সেখানে সার্বিকভাবে মানুষের জন্য শান্তির কথা থাকতে পারে কিন্তু শান্তির কামনা থাকে না। তাই বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের পতনে নতুন মুক্তির সূর্যের তাপে সংখ্যালঘু ও শান্তিকামী সমস্ত মানুষ স্বস্তির পরিবর্তে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মহম্মদ ইউনুস ও তাঁর সরকার এক হিন্দু নেতার গ্রেপ্তারে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে নি। তাহলে তাঁর সরকার ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের পথে পা ফেলা শুরু করে দিয়েছে বলে বলা যেতে পারে। গণতন্ত্রের নামে যখন এক পক্ষ এক ধর্মীয় ভাবনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে হয়, তখন তা সুস্থতার লক্ষণ নয়। সংখ্যাগুরুর মানুষের দায়ের করা মামলা, সরকার ও রাষ্ট্রের কাছে যখন অত্যন্ত গুরুত্ব তৈরি করে যেখানে সেই মামলা গণতন্ত্রের দাবি করে, অথচ সেখানে মামলাকারীর হীন স্বার্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু সরকার ও রাষ্ট্রের কাছে সেই হীন স্বার্থই যদি বড় হয়ে ওঠে, তখন রাষ্ট্র নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশ সেই পথেই এগিয়ে চলেছে। সেই পথে এক শ্রেণীর মুসলমান শান্তিকামী মানুষদের পাশাপাশি সংখ্যালঘু মানুষরাও নিরাপদে থাকতে পারে না, তাদের নিরাপত্তা সরকারের কেবল কথার কথা বিষয় ছাড়া আর কিছু থাকে না।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশ কট্টরপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের জন্য সরকারের পদক্ষেপ এই মুহূর্তে একেবারেই শিথিল। একটা কথা সকলকে মনে রাখতে হবে কোনও মৌলবাদই সমস্যা সমাধান করতে পারে না। যে কোনও মৌলবাদে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ, অর্থনীতি মজবুত হয় না, এর উদাহরণ না দিলেও তা কি পরিষ্কার নয়? বাংলাদেশের তথাকথিত শান্তির কান্ডারি ইউনুস এ প্রশ্নের উত্তর হারিয়ে ফেললে শুধু সংখ্যালঘু মানুষকে তার মূল্য দিতে হবে তাই নয়, পুরো দেশকে তার মূল্য দিতে হবে।

দেশ দেশান্তরে

চার দিনেই মিলবে রুশ ভিসা

সুবীর পাল

ভারতীয়দের ভিসা প্রদানে তড়িৎ গতি আনতে তৎপর রাশিয়া। সেই গতি এতটাই যে তা প্রকৃতই চমকপ্রদ। আর সেই আশ্বাসটাই দিলেন কলকাতার রুশ কনসাল জেনারেল ম্যাক্সিম কোজলভ।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই ফ্রান্স সহ মার্কিন মুলুকের সংশ্লিষ্ট দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক সেরেছেন। ফরাসী প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ ও আমেরিকান কাউন্টার পার্ট ডোনাল্ড প্রত্যাশিত ভাবেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্য রাজকীয় অভ্যর্থনায় কোনও রকমের খামতি রাখেননি।

কিন্তু তাই বলে কিছুটা হলেও ভিন্ন ভাবধারার অর্থনৈতিক বিশ্ব অভিভাবকও কিন্তু ভারত সম্পর্কে চুপ করে বসে নেই। সেও যে ভারতীয় বাজারকে নিজস্ব বন্ধুত্বের মোরকে আঁকড়ে ধরতে চায় নিপুণতার সংমিশ্রণে। তাই তো ভারতীয় বানিজ্যে নিজেদের অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করতে রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন প্রশাসন তাঁর আস্থাভাজন রাষ্ট্রদূতকে রীতিমতো ভারতের মাটিতে সরাসরি নামিয়ে দিয়েছেন ইন্দো–রুশ বাণিজ্য প্রসারের ময়দানে স্ট্রাইকার হিসেবে। আর সেই সুযোগেই ম্যাক্সিম কোজলভ শোনালেন ভারত সম্পর্কে তাঁদের নয়া ভিসা নীতি। তাঁর বক্তব্য, ভারতীয়দের জন্য ভিসা প্রদানেও গতি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়েছে। এতদিন ভিসা দিতে ন্যূনতম দুই সপ্তাহ সময় লেগে যেত। সেই নিয়মেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। ভারতীয়েরা যদি সঠিক কারণ দেখিয়ে সুষ্ঠু ভাবে আবেদন করেন তবে এবার থেকে মাত্র চার দিনের মধ্যে আমরা ভিসা প্রদান করবো। এরজন্য রাশিয়ার দূতাবাস সর্বস্তরের সহযোগিতার জন্য সদা জাগ্রত রয়েছে।’

বিগত কয়েকদিনের প্রেক্ষাপটে এই রুশ কূটনৈতিকের অর্থনৈতিক নির্ভর গতিবিধি বিশ্লেষণ করলে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায়, ভারতের পূর্বাঞ্চলের বাজারের ফাঁকা মাঠে গোল করতে চরম উৎসুক ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ।

আচমকা এমন বিষয় উঠে এলো কেন? একটা সাম্প্রতিক চলমান পরিসংখ্যান উল্লেখ করলে বোঝা যায় এই রাষ্ট্রদূতের কলকাতা কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক সম্পর্কিত তৎপরতা কতটা অতি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। মাত্র

বিগত আড়াই মাসের মধ্যে তিনি নিজে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনবার দুটি বণিকসভার দপ্তরে। সেখানে আলোচনা সেরেছেন স্থানীয় বণিক কর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার। কখনও তুখোড় ইংরেজি ভাষায় সংযোগ রক্ষা করছেন তো আবার চোস্ত হিন্দিতে কথা সারছেন। লিয়াজোর মাত্রা চড়া গ্রামে পৌঁছে দিতে টানা আলাপপর্ব চালাচ্ছেন একেবারে ঝরঝরে বাংলাতে। ফলও মিলছে হাতেনাতে। পাক্কা বাণিজ্যিক মনোভাবাপন্ন এহেন বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের কথার ফাঁকে ফাঁকে তাই তুমুল হাততালিও পড়ছে সমানতালে। প্রত্যাশিত ভাবেই সকলের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি উপরেই যেন ১০০শতাংশ ফোকাস নিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল বারেবারে। এমনকী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সারা দিয়ে তিনি সটান হাজির হয়ে যান সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে। এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য, আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে আমি ওই সামিটে হাজির হয়েছি। এটা একটা সফল উদ্যোগ। আমরাও এই রাজ্যের বাণিজ্যিক অবস্থান সম্পর্কে উৎসাহের বাতাবরণ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি।

অর্থাৎ সহজেই বোঝা যায়, কলকাতা স্থিত এই কূটনীতিকের সাম্প্রতিককালের এহেন মহানগর ঘেঁষা ব্যাপক বাণিজ্যিক উদ্দীপনা আসলে ভারতের পূর্বাঞ্চলকেই তাঁর টার্গেট করার মূল প্রতিপাদ্য।

এই অভিনব প্রধান প্রতিপাদ্যের কথাটা অবশ্য নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক যখন ওয়াশিংটনে সফররত সেই মুহূর্তে ম্যাক্সিম কোজলভ পুনরায় একটি আলোচনা পর্ব সারলেন কলকাতার জনাকয়েক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের প্রেক্ষাপটে ইন্দো রুশের আর্থিক অংশীদারিত্ব শীর্ষক আলোচনায় রাখঢাক না করেই সরাসরি বলে বসলেন, আমাদের ভিশন হল ভারতের মধ্যে লুক অ্যাট ফার ইস্ট। এটা একবাক্যে বোধ হয় এবার মেনে নেওয়ার সময় এসেছে, মস্কো কর্তাব্যক্তিদের পরিকল্পিত ভারতের মধ্যে লুক অ্যাট ফার ইস্ট মিশন সম্পর্কে তিনি যে উপরিউক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে যথেষ্টই যোগ্য, দক্ষ ও পারদর্শী সেবিষয়ে পুতিনের রাষ্ট্র এক প্রকার নিশ্চিত।

এমন আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুতিন প্রশাসনের এই রুশ কূটনীতিক বলেন, ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী দিল্লি এবং অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাইয়ের দিকে বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশের শ্যেন দৃষ্টি সর্বক্ষণ নিবদ্ধ। কারণ ভারত এখন বিশ্বের অর্থনৈতিক মানদণ্ডে প্রথম পাঁচের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সেই কারণে আমাদের দেশও এতকাল দিল্লি ও মুম্বাইকে অতি গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রগত চাহিদায় প্রচুর পরিবর্তন এসেছে। রাশিয়া এখন সারা ভারতের প্রতিটি প্রান্তরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারিত করতে ভীষণ আগ্রহী। সেকারণেই ভারতের পূর্বাঞ্চল বর্তমানে রাশিয়ার কাছে নয়া বিজনেস ডেস্টিনেশন।’

ভারতের নব্য ব্যবসায়িক প্রসার ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন বিগত শতাব্দীতে জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর জমানার সঙ্গে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার সুসম্পর্কের কথা। একইসঙ্গে মনে করিয়ে দেন চলতি শতাব্দীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী থেকে মনমোহন সিং তথা নরেন্দ্র মোদীর ভারতের সঙ্গে অধুনা রাশিয়ার এ দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে। সুতরাং এখন আমাদের লক্ষ্য সমগ্র ভারতের দিকে। আমরা বেঙ্গালুরুতে শিল্প সহায়ক পুনর্গঠনের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। ভারতের বিভিন্ন স্মার্ট সিটিতেও আমরা উন্নয়ন খাতে সহযোগী হবো। ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে কয়লা খনি আছে। বিশ্বমানের চায়ের উৎপাদন হয় এখানে। উন্নতমানের শ্রমের অভাব নেই এখানকার রাজ্যগুলোতে। ট্যুরিজম তো পর্যটকদের কাছে অপরূপ নয়নাভিরাম। অতএব ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য তরান্বিত করাটাও আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনা যত দীর্ঘায়িত হতেই ম্যাক্সিম কোজলভ উপস্থিত ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে নতুন বাণিজ্যিক উপহার ঘোষণা করতে থাকেন। ইতিমধ্যেই আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি সহ গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আর্থিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে আমেরিকান ডলার ও ইউরো ক্রমেই পুতিনের দেশের কাছে একটা অনমনীয় দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাল্টা রাশিয়াও তার মুদ্রা বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের সূচক হিসেবে রুবেলকে একমাত্র হাতিয়ার করে সামনের দিকে এগোতে চাইছে। দুই তরফের রণংদেহী এমন আবহের মধ্যে ম্যাক্সিম কোজলভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করে আমি ফেললেন কলকাতার বণিকমহলের সামনে। তিনি বললেন, এবার থেকে ভারত ও রাশিয়ার সমস্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রেই রুপি ও রুবেল ব্যবহার করা সম্ভবপর হবে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও রাশিয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ডেনিস মান্টুরভ একযোগে চেষ্টা করে এই যুগান্তকারী কাজটা সম্পন্ন করেছেন।

শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অবৈতনিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের নতুন ভবন উদ্বোধন

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ১৯ ফেব্রুয়ারি পুর নিগমের ৪তল বিশিষ্ট নূতন ভবনের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও মেয়র পরিষদ। বিভিন্ন দপ্তরগুলিকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আশায় কাজে গতি বাড়বে বলে অনেকের অভিমত। এই ভবনটি নির্মাণ করতে আনুমানিক ১,১৬,৫৫,৮৩১.০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

আম্রমুকুলের যত্নের পদ্ধতি তুলে ধরলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিশেষজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসে আম গাছে মুকুল আসা শুরু করে। তবে মুকুল বাঁচিয়ে রাখা অনেকটাই কঠিন ব্যাপার হয়ে থাকে। অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, ঝড়, পরিচর্যার অভাবে আমের মুকুল ঝড়ে পরে যায়। কিন্তু কিভাবে বাঁচাবে ঝরে যাওয়া মুকুলগুলি ঝড়ে পড়ার কারণ কি। মূলত হপার পোকার আক্রমণে মুকুল ঝড়ে পড়ার একটি অন্যতম কারণ। মাটিতে রসের অভাব হলেও আমের মুকুল ঝড়ে পরে যায়।

এবিষয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের

প্রধান সিনিয়র কৃষি বিজ্ঞানী ড: চন্দন কুমার মণ্ডল বলেন, ‘প্রথমত আমবাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আগাছামুক্ত ও খোলামেলা অবস্থায় রাখতে হবে। মড়া ডালপালা ছেঁটে ফেলতে হবে। শীতের পর গরম শুরু হয়। এই সময়টাতে আম গাছের প্রচুর জলের প্রয়োজন পরে। তাই গাছের গোড়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। ফুল থেকে যখন ফল মটর দানার মতো হবে তখন একটা স্প্রে করতে হবে হপার পোকা দমনের জন্য। সাধারণত মুকুল আসার আগে হপার পোকার জন্য স্প্রে করতে হয়। হপার পোকার জন্য ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা লেবাসিড ৫০ ইসি চা চামচের ৪ চামচ ৮.৫ লিটার জলে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। আমটা যখন গুটি আকার ধারণ করবে তখন ১০–২০ দিন পরপর বোরিক এসিড ৬ গ্রাম/১০ লি. জলে স্প্রে করলে আমের গুটির পরিমাণ বেড়ে যাবে। আম গাছের পাশে মৌমাছি পালন করতে হবে প্রাকৃতিক পরাগায়নের জন্য। এছাড়া আম বাগানে বিভিন্ন জাতের আম গাছ ও বিভিন্ন ফুল গাছ লাগাতে হবে যাতে বিভিন্ন পোকামাকড় পরাগায়ণে সহযোগিতা করে। লক্ষ্য রাখতে হবে গাছে যখন ফুল ফুটে যাবে তখন কোনো প্রকার স্প্রে করা যাবে না। আম গাছে মুকুল আসার আগে স্প্রে করা যেমন জরুরি না, তেমনি মুকুল ফোটার পর স্প্রে করার জরুরি নয়। তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমের মুকুল ঝরে পড়া থেকে অনেকটাই রক্ষা করা যাবে।’

শ্লোগান, পাল্টা শ্লোগানে উত্তপ্ত বারাসাত জেলা প্রশাসনিক ভবন

কল্যাণ রায়চৌধুরি : অন্যায় বদলির প্রতিবাদে রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটি উত্তর ২৪ পরগণার জেলাশাসক দীনেশ কুমার দ্বিবেদীর কাছে ডেপুটেশন দিতে যায়। এদিন এই একই সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কর্মচারী সমিতির সদস্যেরা ডিএ বৃদ্ধির আনন্দে, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে মিছিল বের করে। জেলাশাসকের দপ্তরে দুই পক্ষ মুখোমুখি হতেই শ্লোগান, পাল্টা শ্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে প্রশাসনিক ভবন। পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত জানান, ‘রাতের অন্ধকারে কো–অর্ডিনেশন কমিটির স্বচ্ছ ও দক্ষ মহিলা সহ ১৬ জন কর্মচারীকে প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগে দূরদুরান্তে প্রান্তিক এলাকায় বদলি করা হয়েছে। যারা জেলা শাসকের দপ্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। অসুস্থ পশুর স্যালাইন, ইঞ্জেকশন, ওষুধ সম্পর্কে যাদের কোনও ধারণাই নেই। তাদের শাসক দলের নির্দেশে রীতিমত অপদস্থ করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করলে রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।’

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ডিএ বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর কর্মসূচী আমাদের আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটি কীভাবে অনুমতি পেল, তাতে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

হতাশ আশাকর্মীরা প্রতিবাদের অপেক্ষায়

প্রথম পাতার পর

আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক হলেও রাষ্ট্রের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মুষ্টিমেয় কিছু মালিক শ্রেণি। এই মালিকদের স্বার্থে শ্রমিকদের এই অর্জিত অধিকারগুলো কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা সরকারগুলি এক এক করে ছাঁটাই করতে শুরু করে। বিভিন্ন সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে ভেঙে ভেঙে ঠিকাদার মালিকদের হাতে দিয়ে দেয়।এই ঠিকাদার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকেই সরকার নিয়োজিত কর্মীদেরও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা শুরু করে। স্থায়ী কর্মচারী বদলে চুক্তিভিত্তিক ঠিকা শ্রমিক, স্বেচ্ছাসেবক ইত্যাদি নামে নিয়োগ চলতে থাকে। শুরু হয় স্থায়ী কাজের বদলে প্রকল্পভিত্তিক কাজ। যেখানে কর্মচারীদের একেবারে নাম মাত্র সাম্মানিক ভাতা দিয়ে ওই সংক্রান্ত সরকারি সমস্ত কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের অন্তর্গত আশাও এই ধরনের একটা প্রকল্প। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্ষেত্র। প্রকল্পের আওতায় এনে অর্থাৎ তার বেসরকারিকরণ করে এই সমস্ত প্রকল্পের কর্মীদের খুব সামান্য বেতনের বিনিময়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়ে নেওয়া হয়।

২০০৫ সালে যখন এই স্কীম চালু হয় তখন মাসিক ভাতা ছিল মাত্র ৮০০ টাকা। ২০১১ সালে আশাকর্মীদের জন্য চালু ফরম্যাট সিস্টেমে ৪২ ধরনের পরিষেবামূলক কাজ করতে বলা হয় যা ইনসেন্টিভ ভিত্তিক। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারের বহু প্রকল্পের কাজ এমনকি দপ্তর বহির্ভূত প্রকল্পের বহু কাজ বাধ্যতামূলকভাবে আশা কর্মীদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়। এই অবিচারের বিরুদ্ধে তখন থেকে আশা কর্মীরা সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন গড়ে তুলে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের চাপে ২০১৩ সাল থেকে প্রথম দফায় ৮০০ টাকা থেকে বেড়ে ১২০০ টাকা, পরে ১৫০০ টাকা, এভাবে ধাপে ধাপে বর্তমানে ৫ হাজার ২৫০ টাকা হয়। এই সঙ্গে বিভিন্ন আইটেমের ইনসেন্টিভ মিলিয়ে প্রতি মাসে প্রায় সাড়ে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকার মত সাম্মানিক হয় এক একজন কর্মীর। তা বর্তমান বাজারমূল্যের কাছে নিতান্ত নগণ্য। নিয়োগের সময়ই আশা কর্মীদের ভলেন্টিয়ার করে দিয়েছে কেন্দ্রিয় সরকার। ফলে, সাধারণ ছুটি তো দূরের কথা, আশা কর্মীদের মাতৃকালীন ছুটিও নেই। নেই অসুস্থতাজনিত কোনও সুযোগ–সুবিধা। এমনকি মৃত্যুকালীন ক্ষতিপূরণও নেই এক পয়সাও। স্বাভাবিকভাবেই কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ জমা হচ্ছে।

সংগঠনের সভানেত্রী কৃষ্ণা প্রধান বলেন, ‘বাস্তবিক বর্তমান পরিস্থিতি খুব কঠিন। মাতৃ মিত্র, শিশু মিত্রর যে মূল কাজ আমাদের ছিল, তা যেন পিছনে পড়ে গেছে। তার পরিবর্তে স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত কাজ আশা কর্মীদের দিয়ে তোলানো হচ্ছে। যেহেতু আমরা ঘুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করি, সেহেতু এটা স্বাস্থ্য দপ্তরের একটা প্লাস পয়েন্ট। ফলে আশা কর্মীরাই বয়স্ক মানুষদের দেখভাল করা, সুগার–প্রেসারের রোগীদের ট্রিটমেন্ট সেন্টারে নিয়ে যাওয়া, চোখের চিকিৎসা, মেন্টাল হেলথের চিকিৎসা করানো সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্ত কাজই আশা কর্মীদের দিয়ে তোলা হয়। আর এগুলো সবটাই হচ্ছে বিনা পারিশ্রমিকে। সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্টের মান্যতা দিয়ে কাজগুলো করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাজারমূল্যর নিরিখে যখন আমরা বেতন বা ভাতা বৃদ্ধি দাবি করি তা কোনও সরকারই মানে না। স্কীমটা যেহেতু কেন্দ্রিয় সরকারের কিন্তু স্বাস্থ্য যেহেতু রাজ্যের যৌথ তালিকায়, তাই কেন্দ্র যেমন তার মত করে চালাচ্ছে, রাজ্যও তেমন তার মত করে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। বিগত করোনা পরিস্থিতিতে আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও পরিষেবা দিয়ে গেছি। এসত্ত্বেও সমস্ত সরকারই আমাদের ব্যাপারে উদাসীন। এর ফলে দিনে দিনে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এরপরেও এবারে যখন কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারের বাজেটেই স্বাস্থ্য খাতে আমাদের সম্পর্কে কোনও বরাদ্দের উল্লেখ নেই, তখন পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে গত ৭ ফেব্রুয়ারি আমরা স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করি। সেখানে পুলিশ ও প্রশাসনিক ঘেরাটোপের মধ্যে দিয়েও আমরা রাজ্য স্বাস্থ্য সচিব ও মিশন ডিরেক্টরের কাছে ডেপুটেশন দিই।’

সংগঠনের সম্পাদিকা ইসমত আরও বলেন, আমাদের দাবি হল, আশাকর্মীদের বেতন বর্তমান বাজার মূল্যের নিরিখে নুন্যতম ১৫ হাজার টাকা করা বা রাজ্যের গ্রপ–ডি কর্মীচারীর মান্যতা দেওয়া। আমাদের দাবি সরকারি কর্মীদের ন্যায় ছুটি আছে। সেক্ষেত্রে আমাদের দাবি সরকারি কর্মীদের ন্যায় ছুটি দেওয়া হোক। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নতি। তার সঙ্গে পেনশন, পিএফ সহ যাবতীয় সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী অবসরকালীন নূন্যতম এককালীন ৫ লক্ষ টাকা ভাতা প্রদান। এর অন্যথায় আমাদের অন্দোলন জারি থাকবে।’

পাশাপাশি এবারের বাজেটে আশা কর্মীদের দাবি মেটানোর কোন প্রতিফলন না থাকায় হতাশ আশা কর্মীরা। সরকার সকলকে স্মার্টফোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসল সমস্যা নিয়ে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। তাই আশা কর্মীরা মনে করেন সরকারের মনোভাব বদলাতে আন্দোলন ছাড়া কোনো পথ নেই। আগামীদিনে সেটাই চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানান আশা কর্মীরা।

রোগী হয়রানির ডেস্টিনেশন

প্রথম পাতার পর

একটি কাউন্টারের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হয়। সময় লাগে অনেক। কাউন্টারের সামনে মাঝে মধ্যেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে থাকে, এমন বিশৃঙ্খলা দেখে রোগী পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, ‘আমার রোগীর প্রসব ব্যথা উঠেছে এক্ষুণি ভর্তি করবার জন্য বলছেন ডাক্তার, কিন্তু এখন যদি লাইনে দাঁড়াতে হয় তাহলে সময় লাগবে দেড় থেকে দুঘন্টা। তাহলে কি তাকে বাঁচানো যাবে? যেখানে ডাক্তার বলছেন আপৎকালীন ভিত্তিতে ভর্তি করার কথা। কাগজ তৈরি হতে হতেই তো সব শেষ হয়ে যাবে।’ অন্যান্য রোগীর পরিবারের লোকজনেরা বলেন, ‘এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা ওনাকে আগে কী করে ছেড়ে দেব?’ এতেই ঝগড়াঝাটির সৃষ্টি। তাদের দাবি যদি একাধিক কাউন্টার থাকত তাহলে এমন সমস্যায় পড়তে হত না কাউকেই।

তবে চিকিৎসা পরিকাঠামোর দিক থেকে ফুল মার্কস দিতেই হয়। বিভিন্ন জটিল অস্ত্রপচারের সাক্ষী থাকছে পিজি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার। কিষাণগঞ্জ থেকে আসা এক রোগীর মামা বলেন তার ভাগ্নের খাদ্যনালি ফুটো হয়ে গিয়েছিল। বহু জায়গা ঘুরেও সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে অবশেষে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই জটিল অস্ত্রপচারটি সফল হয়। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টায় ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে সে।

বিভিন্ন জেলায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বা চিকিৎসা পরিষেবা উন্নতির কথা শোনা যায় ইতিউতি কিন্তু আসল চিত্রটি চোখে পরে পিজি প্রাঙ্গণে। প্রতিটি জেলায় যদি স্বাস্থ্য কাঠামোর উন্নতি করা যেত তাহলে শুধুমাত্র কলকাতার উপর এত চাপ পড়তো না, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হত না নিম্নবিত্ত রাজ্যবাসীর। কলকাতার হাসপাতালগুলিতে একারণেই বেড়ে চলেছে দালাল চক্র থেকে শুরু করে বেআইনি কারবার। অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এভাবেই বাড়ছে অসৎ চক্র। কলকাতার এই চাপ সামলাতে প্রয়োজন আরো ডাক্তার সহ বর্হিঃবিভাগের বিস্তার, প্রশাসনিক কর্মী নিয়োগ ও তীক্ষ্ণ নজরদারি। চিকিৎসার এই হাহাকার কী আদৌ মিটবে?

বরাদ্দ হারালো

প্রথম পাতার পর

আগামী ২০২৬ সালের শেষে কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর নির্বাচন হওয়ার কথা। সেই হিসেবে এটাই ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে চলতি পৌরবোর্ডের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এবারের বাজেট পর্যালোচনায় বিজেপি দলের পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষ বলেন,‘মহানাগরিক বললেন পৌরসংস্থার কর্মীরা প্রচুর পরিশ্রম করে রাজস্ব বাড়িয়েছেন। কিন্তু আমার কথা হল যারা রাজস্ব বৃদ্ধি করছেন তারাই অবসরের পর পেনশন পান না। আর ঘাটতি কমছে কারণ নতুন কর্মী নিয়োগ নেই তাই ঘাটতি কমছে। কর্মী না থাকায় ১,৫২০ কোটির জায়গায় এবার সম্পত্তি কর আদায় হল ১,০১৫ কোটি টাকা। ৫০৫ কোটি টাকা আদায় হল না। এভাবে চললে বছর খানেকের মধ্যে ঘাটতি শূণ্য বাজেট পেশ হবে। আর স্যাটেলাইট দিয়ে পুকুর বোজানো বন্ধ করা যায় না। সেটা করতে হবে মাটিতে দাঁড়িয়ে। এসব হল গল্প।’

অভিনব উদ্যোগ! স্বল্প জলে ধান চাষ শিখতে মাঠে পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে জলস্তর নামছে। চলছে জল সংকট। এমনটা সুন্দরবন সহ সমগ্র বিশ্বে এক আলোচ্য বিষয়। এমত অবস্থায় জল অপচয় না করে স্বল্প জলে কিভাবে ধান চাষ করা যায়, সে সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিলেন বাসন্তীর জয়গোপালপুরের ‘আদিবাসী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বই খাতা শ্রেণীকক্ষের মধ্যে রেখে একেবারেই মাঠে নেমে পড়লো তারা প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিত মহাকুড়ের সঙ্গে। তার নির্দেশে কচিকাঁচারা ধান গাছের বীজ রোপণ করলো। প্রথমদিকে সামান্য একটু অসুবিধা হলেও কিছুক্ষণের মধ্যে অভিজ্ঞ চাষীর ন্যায় ধান গাছের চারা রোপণ করে। স্কুলের পাশেই চাষের ক্ষেতে ধান গাছ রোপণ করে আনন্দে উৎফুল্ল ক্ষুঁদে স্কুল পড়ুয়ারা।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কেন এমন উদ্যোগ?

এই প্রশ্নের জবাবে বিশ্বজিতবাবু জানান, ‘গ্রীষ্মকাল পড়লেই সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে জলের সংকট দেখা দেয়। চাষের ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হয়। আর সেই কারণে কিভাবে স্বল্প জলে চাষ করা যায়, সেই পদ্ধতি শেখানো হয় হাতে কলমে। ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে গিয়ে তাদের অভিভাবকদেরকে বিষয়টি নিশ্চয়ই জানাবে। তারা অনেকেই উৎসাহিত হবেন। সাধারণত ধানের চারাগাছ গোছা ধরে রোপণ করলে জল বেশি প্রয়োজন হয়। একটি করে চারাগাছ নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করলে সেক্ষেত্রে জল কম লাগবে এমনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষআবাদ হলে জল সংকট অনেকটাই মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।’

পাল্‌স পোলিও কর্মসূচির সূচনায় সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার ১৬ ফেব্রুয়ারি বারাসত পুরসভায় ২১ নম্বর ওয়ার্ডের মহেশ্বরপুরের স্বাস্থকেন্দ্রে শিশুদের পালস পোলিও খাইয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর ডা. বিবর্তন সাহার উদ্যোগে এদিনের পালস পোলিও কর্মসূচিতে সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক দীনেশ কিমার দ্বিদেদী, বারাসত জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মুখ্য আধিকারিক ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত, বারাসত সদর উপস্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শশাঙ্ক পোদ্দার, বারাসত মেডিকেল কলেজের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল, পুরসভার পুর স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুর পারিষদ পান্নালাল বসু, অভিজিৎ নাগ চৌধুরি প্রমুখ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি বারাসত জেলার স্বাস্থ্য মুখ্য আধিকারিক ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত বলেন, ‘সাধারণ মানুষের মনে পালস পোলিওর কর্মসূচির যে সচেতনতা ছিল, ক্রমশ: তা কমে যাচ্ছে। ফলে আবার পালস পোলিওর প্রভাবে বিভিন্ন রোগের শিকার হতে পারেন সাধারণ মানুষ। এই কর্মসূচিকে পুনরায় জনমুখী করার লক্ষ্যে আমরা সাংসদ, জেলাশাসক, মেডিকেল কলেজের সুপার সকলকেই শামিল হওয়ার আহ্বান জানাই। সকলের উপস্থিত থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।’

দুর্নীতিতে এগুলো ভারত, দায় কার

প্রথম পাতার পর

সর্বোপরি দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেওয়ার হকদার যারা সেই বিচারবিভাগের মন্থরগতি বুঝিয়ে দেয় এদেশে দুর্নীতি করা যত সহজ, শাস্তি পাওয়া ততই কঠিন। দেশবাসীর চোখের সামনে গত ৭৮ বছরে রাজ্য এবং কেন্দ্রে কত দুর্নীতির যে স্রোত বয়ে গেছে তা মনে করে রাখা কঠিন। কিন্তু এমন কোনও শাস্তিবিধান হয়নি যা পরবর্তী দুর্নীতিকে রোধ করতে পারে। ফলে ট্রান্সফারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাৎসরিক তালিকায় ক্রমশ নামতে থাকে ভারত। বাড়তে থাকে দুর্নীতির বহর। প্রশ্নটা থেকেই যায় দায় কার!

অজানা কারণে দীর্ঘদিন ধরে থমকে

প্রথম পাতার পর

বজবজ থেকে ওরিয়েন্ট পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করে। মাঝখানে কয়েকটি তেল কোম্পানির ডিপও আছে। তাদের কিছুটা মৌখিক আপত্তি ছিল নিরাপত্তার কারণে। এছাড়া অন্যকোনও সমস্যা নেই সম্প্রসারণ এর ব্যাপারে।’ এই প্রসঙ্গে দিল্লিতে থাকা রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি রেলওয়ে দপ্তরকে দিয়ে বজবজ থেকে পূজালি পর্যন্ত ট্রেন সম্প্রসারণ এর সার্ভেও করিয়েছিলেন। এমনকী বিষয়টি রেল বাজেটেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আমি নিজে তেল কোম্পানির ম্যানেজারদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম প্রয়োজনে যে অংশটিতে তেল কোম্পানি আছে, সেখানে ট্যানেল করে দেওয়া হবে ট্যানেলের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলাচল করবে। রঞ্জনবাবু আরো বলেন আগামীদিনে যদি পূজালি থেকে সড়ক, হুগলি নদীতে জলপথ এবং ট্রেন পথের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পূজালি একটি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে অন্যতম ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হয়ে উঠবে। আমি দিল্লি থেকে ফিরে এ ব্যাপারে আরো তৎপর হব এবং সমগ্র বিষয়টি আমরা ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে জানাবো।’

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জানাই আগাম শুভেচ্ছা

–: সৌজন্যে :–

ফজলুল হক

প্রাক্তন চেয়ারম্যান

পূজালি পুরসভা

দঃ ২৪ পরগণা

রাস্তা অবরোধ করে শ্রমিক বিক্ষোভ সোনারপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সোনারপুরে শ্রমিক বিক্ষোভে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। সোনারপুরের রামচন্দ্রপুরে গেঞ্জি কারখানা বন্ধের নোটিসের কারণে শুক্রবার সোনারপুর–ঘটকপুর রোডে অবরোধ করে পথে নামেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এই অবরোধের কারণে এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে সোনারপুর থানার পুলিশ। জানা যায়, সোনারপুর থানার রামচন্দ্রপুরে ১টি গেঞ্জি কারখানায় বেতন নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কর্মীরা। ব্যাহত হয় কারখানার উৎপাদন। সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিলেন শ্রমিকরা। এই বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার আলোচনা হলেও হয়নি সুরাহা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে জোর করে আমাদের আন্দোলন তোলার চেষ্টা করেন কর্তৃপক্ষ। আন্দোলন কারীদের বক্তব্য মাইনে বাড়ানো হলেও তাঁদের বেসিক পে কমানো হয়েছে। ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে তাঁরা। তবে এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ বলেন, শ্রমিকদের পিপিএফের টাকা হাতে দেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে কারখানার মালিক, ম্যানেজার–সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও মেলেনি সমাধান। পুলিশ ও এলাকার স্থানীয় কয়েকজন নেতা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলন প্রত্যাহারের চাপ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। এই কারখানার কাজ করেন প্রায় ৫ হাজার মহিলা। এই আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য নানান জায়গা থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ।আন্দোলন কারীরা বলেন,তাঁদের দাবি না মেটা পর্যন্ত এই আন্দোলন তাঁরা চালিয়ে যাবে।

বাংলার মাটিতে স্বামীজীর পদার্পণ স্মরণে কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশনে বিবেক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ: ১৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ শহরতলীর কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশনে বাংলার মাটিতে স্বামীজীর পদার্পণ স্মরণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে একটি বিশেষ কর্মসূচি রূপায়িত হল। সহযোগিতায় ছিল পূর্ব রেলওয়ে, বজবজ পৌরসংস্থা, বজবজ বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি, বরাহনগর পুরসভা। প্রসঙ্গত চিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন স্বামীজী বজবজ পুরাতন রেলস্টেশনে। যদিও এই ইতিহাস প্রথম দিকে অনেকের কাছেই অজানা ছিল। প্রয়াত আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ এই তথ্য আবিষ্কার করেন।

তাঁর তথ্যকে স্বীকৃতি দেয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। ১৯৮৫ সাল থেকে স্বামীজী স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়ে আসছে পূর্ব রেলের সহযোগিতায়। এবছরই প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্বামীজী স্মরণ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিল। এদিন সকালে কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশন থেকে বিবেক ট্রেন নামে একটি বিশেষ ট্রেন ছাড়া হয় শিয়ালদহর উদ্দেশ্যে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজ স্বামী জ্ঞানালোকনন্দজি, ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন গোলকিপার শুভময় ঘোষ, বজবজ পৌরসভার সম্মানীয় পৌরপিতা ও পৌরমাতারা।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্যোগে
লোকনাট্যের
কর্মশালা ও অনুষ্ঠান
২০-২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
রবীন্দ্রসদন, সিউড়ি

২০ ফেব্রুয়ারি	বনবিবির পালা (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) গম্ভীরা (মালদা) খন (উত্তর দিনাজপুর) খন (দক্ষিণ দিনাজপুর)
২১ ফেব্রুয়ারি	ডোমনি (মালদা) খন (উত্তর দিনাজপুর) খন (দক্ষিণ দিনাজপুর) লেটো (বীরভূম)
২২ ফেব্রুয়ারি	গম্ভীরা (মালদা) খন (উত্তর দিনাজপুর) খন (দক্ষিণ দিনাজপুর) লেটো (বীরভূম)

লোকনাট্যের অনুষ্ঠান প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে

আয়োজনে: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
সহযোগিতায়: জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বীরভূম

সকলের সাদর আমন্ত্রণ | পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ১৮০ জন লোকশিল্পী
৩ দিনের এই কর্মশালা ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন

মুরগির মাংসের দোকান নিয়ে বিরাট বড়ো সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার বিভিন্ন বাজার অঞ্চলে যে সমস্ত কসাইখানা তথা মাংসের দোকান(মুরগি ও পাঁঠা) রয়েছে, সেখানে সমস্ত দোকানে মুরগির কাটা মাংস খোলা অবস্থায় আর খাসির মাংস কেটে ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে খোলা অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখে দোকানদাররা। যা দেখতে অত্যন্ত খারাপ লাগে, মুরগির কাটা মাংসের দোকানে দুর্গন্ধ ছড়ায়। মাছির উপদ্রব হয় যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। প্রমাণ মাপের ঝোলানো খাসির মাংস দেখে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের ভাবানুভূতিতে জোরালো আঘাত হানে। মানসিক আঘাত পায়। খাসির মাংসের দোকানে কালো কাঁচের চ্যানেল করা থাকে। কিন্তু তাতে কাঁচ থাকে না। কলকাতা পৌরসংস্থা পৌরপ্রতিনিধি প্রাক্তন উপমহানাগরিক মীনাদেবী পুরোহিত এই অভিযোগে আরও বলেন, 'আমার ওয়ার্ডের জগন্নাথ ঘাটের দুপাশে অনেকদিন যাবৎ খোলা অবস্থায় এই কার্যক্রম চলছে। এর প্রতিকার কীভাবে হবে?'

এবিষয়ে বর্তমান উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, 'এটা কলকাতা মহানগরে একটা জ্বলন্ত সমস্যা। বর্তমান আর্থসামাজিক পরিবেশে ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কিছু মানুষ রোজগারের আশায় বাজার সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু মুরগি নিয়ে তা খোলা অবস্থায় কেটে বিক্রি করছেন। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার লাইসেন্স প্রাপ্ত যেসব খাসির মাংসের দোকান আছে, সেগুলিতে কলকাতা পৌরসংস্থার ১৬টি বরোতে মোট ২২ জন ফুড সেফটি অফিসাররা মাঝেমধ্যে পরিদর্শন করে। সাম্প্রতিককালে কলকাতা পৌর এলাকার যে সমস্ত পাঁঠার মাংসের দোকান আছে সেখানে সামনে কালো কাঁচের আচ্ছাদন দেওয়া আছে এবং সেই আচ্ছাদনের ভিতরেই সেই মাংস কাঁটা হয়। নিয়মিত ফুড সেফটি অফিসাররা পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু বিশেষ করে মুরগির মাংসের দোকানগুলিকে নিয়ে বড়োসড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'সেইজন্য চিকেন স্লটার হাউস তৈরির আধুনিক ব্যবস্থা চালু করতে প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। কলকাতায় মাটন কসাইখানা আছে। তা বিভিন্ন বরোতে আছে। সেগুলোর আধুনিকীকরণ এবং চিকেনের আধুনিক স্লটার হাউস তৈরি করা হবে বলে অতীন ঘোষ জানান। ইতিমধ্যে অফিসাররা কটু দুর্গন্ধ কমানোর জন্য মুরগি কাটার পর তার বাতিল অংশগুলি ঢাকনাসহ ডাস্টবিনে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। মাছির উপদ্রব কমানোর জন্য ঝোলানো মাংসের গায়ে 'ট্রান্সপারেন্ট ফুড র‍্যাপার দিয়ে ঠেকে রাখার জন্য বলা হয়েছে। কাটা মুরগির মাংস কাঁচের বাক্সে রাখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এতে ব্যবসাও ভালো হবে। তবে এতো কিছু ভারিভারি নির্দেশাবলির কথা বলা হলেও খাসির মাংসের দোকানদাররা যে কে সেই। রাস্তা থেকেই প্রমাণ মাপের খাসির মাংস ঝোলানো অবস্থায় রয়েছে। আর রাস্তার ধুলো ময়লা উড়ে গিয়ে তাতে পড়ছে।

বার্ধক্য-বিধবা ভাতার ফর্ম কোথায় পাবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতামূলক যে পরিষেবাগুলির সুবিধা কলকাতা পৌরসংস্থার নির্দিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে পাওয়া যায়, সেজন্য নির্দিষ্ট ওই ব্যক্তির নাম বিপিএল(বিলো পভার্টি লাইন) তালিকায় থাকতে হবে। তবেই ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ফর্ম সারাবছর জুড়েই বরো অফিস বা ওয়ার্ড অফিস থেকে দেওয়া হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তর কর্তৃক যে বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা প্রদান করা হয়, তাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বিপিএল তালিকায় থাকতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। বিধাননগরস্থিত পূর্ত ভবনের নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে সেই ফর্ম সারাবছর জুড়েই পাওয়া যায়। তবে দুয়ারে সরকার থেকেও এই ফর্ম পাওয়া যায়।

সামাজিক অবক্ষয়ের হাতিয়ার কি পুরসভার সার্টিফিকেট

বরুণ মণ্ডল : স্কুল কলেজের ১০০ মিটারের মধ্যে মদের দোকান থাকা আইন বিরুদ্ধ। কিন্তু কলকাতায় পুরসভা এলাকায় তা দিব্যি চলছে এবং এলাকায় অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে। এই সব বেআইনি মদের দোকানকে কিভাবে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে তা পুর অধিবেশনে জানতে চান পুর প্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে। তিনি বলেন, 'হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে মদের দোকান অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের বিপদে ফেলে।' উত্তরে মেয়র জানান, 'কলকাতা পুরসভা এদের ট্রেড লাইসেন্স দেয় না। ১৯৮০ সালের ১৯৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী 'সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' যা অনলাইনে দরখাস্ত করলেই পাওয়া যায়। মদের দোকানের অনুমতি দেয় আবগারি দপ্তর।' মেয়র বলেন, 'তবে কোনো অভিযোগ প্রমাণ হলে পুরসভা সার্টিফিকেট বাতিল করতে পারে।'

শুধু মদের দোকানেই থেমে থাকেননি বিশ্বরূপ। তিনি জানান, 'পুরসভার অনুমতিকে হাতিয়ার করে কলকাতায় সরকারি হাসপাতালের কাছে গজিয়ে উঠছে নার্সিংহোম যেখানে হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে রোগী। সরকারি হাসপাতালে পরিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিনা পয়সায় সরকারি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে মানুষকে। ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে।' তার মতে পুরসভার সার্টিফিকেটকে হাতিয়ার করে এগুলি সামাজকে অবক্ষয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। উত্তরে মেয়র বলেন, 'হাসপাতালের সামনে নার্সিংহোম হবে কিনা তার পারমিশন দেয় মেডিকেল এস্টাব্লিশমেন্ট। এক্ষেত্রে পুরসভা কোনও হাসপাতালকে ট্রেড লাইসেন্স দেয় না, নথিভুক্তিকরণ সার্টিফিকেট দেয়। তিনি এও জানান, কারোর ব্যবসা বন্ধ করার ক্ষমতা পুরসভার নেই।'

অর্থাৎ এই প্রশ্ন উত্তর থেকে পরিষ্কার যে মদের দোকান হোক বা নার্সিংহোম তিলোত্তমার সামাজিক অবক্ষয়ে জড়িত থাকলেও কলকাতা পুরসভা ঠুঁটো জগন্নাথ। তাদের কাজ শুধু পয়সার বিনিময়ে সার্টিফিকেট দেওয়া। সব দায় সরকারি দপ্তরের।

ঋতু পরিবর্তনে কলকাতায় সর্দি-কাশি-হাঁচির বৃদ্ধি

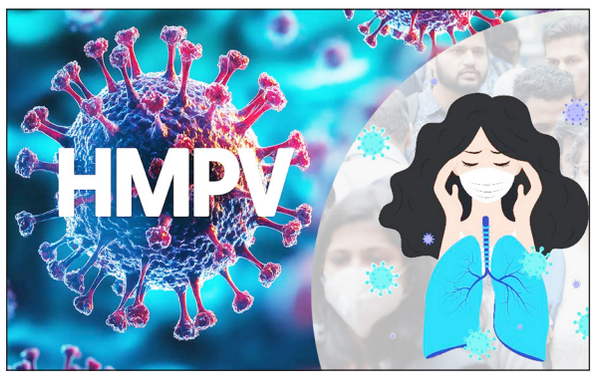

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে এই ঋতু পরিবর্তনের সময়কালে এইচএমপিভি (হিউম্যান মেট্যা-নিউমো ভাইরাস) নিয়ে কলকাতাবাসীর মধ্যে নানান প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এটি একটি আরএনআই ভাইরাস (রাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড), যেটি বায়ুবাহিত(ড্রপলেট ভাইরাস)। এটির সংক্রমণ হাঁচি-কাশি থেকে শিশুদের হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হতে লাগে না। এছাড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এবং যাঁদের কো-মর্বিডিটি বেশি তাদের হতে পারে। উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা.মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, '২০০১ সালে নেদারল্যান্ডে এই এইচএমপি ভাইরাস প্রথম আবিষ্কার হয়। এটা কোভিডের মতো নতুন কোনও ভাইরাস নয়। গত ২৫ বছর ধরেই এই ভাইরাসকে চিকিৎসক মহল চেনে।' এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সর্দি ও কাশির সঙ্গে বমিভাব লক্ষ্য করা যায়। ভিড়ের মধ্যে বা জানালা-দরজা বন্ধ জায়গায় অতিরিক্ত সময় থাকলে এই ভাইরাসের সংক্রমণ আরও বেশি হতে পারে। ডা. গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'যে কোনও ভাইরাল অ্যাটাকে অ্যান্টিবাইয়োটিক লাগে না। জ্বরের জন্য 'প্যারাসিটামল' আর বমিভাবের জন্য 'ডোমপেরিডোন' ব্যবহার করলেই চলে। তবে সঙ্গে অন্য সমস্যা হলে চিকিৎসক অ্যান্টিবাইয়োটিক দিয়ে থাকে। অন্য সমস্যা না থাকলে যে কোনও ভাইরাল অ্যাটাক দুসপ্তাহ সময় নেয় সেরে ওঠার জন্য।'

উত্তর কলকাতা ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের কাছে প্রস্তাব করেন কলকাতায় যতো প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র আছে সেখানে এই এইচএমপি ভাইরাস বিষয়ে একটি করে সচেতনতা ব্যানার দিলে শহরের স্বাস্থ্যকর্মীরা বা আগতরা সচেতন হতে পারবে।

এছাড়াও তিনি জানান, 'যেহেতু এটি শূন্য থেকে ১২ বছরের বাচ্চাদের সর্দি-কাশি বেশি হয়, ফলে 'চাইল্ড ডোজ প্যারাসিটামল', 'অ্যান্টিভোমিটিং' এবং ওআরএস(ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন) যথেষ্ট সঙ্কুলান প্রয়োজন। এই রোগে আক্রান্ত এলাকার শিশুরা বা বিদ্যালয়ের শিশুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে এলে, তাদের আগে ছেড়ে দিলে সংক্রমণের প্রভাব কম হবে। হাটে-বাজারে-বিদ্যালয়ে কিছু প্রচারপত্র বিলি করা গেলে ভালো হয়।' এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মেয়র পারিষদ উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশানুযায়ী চলে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এইচএমপিভি সম্বন্ধে এখনও কোনও নির্দেশিকা জারি করেনি। আসলে এই ভাইরাসের ব্যাপকতা এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছোয়নি। তাতে অতিরিক্ত সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি নাগরিক মনে ভীতির সঞ্চার হতে পারে। এই ভাইরাস প্রতিরোধে চিকিৎসার সর্বপ্রকার ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মজুত আছে। পরিস্থিতির ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে এবং ব্যবস্থা নিতেও তৈরি আছি।'

বার্তা

বন্দনা : সরস্বতী পূজা হয়ে গেছে সপ্তা দুয়েক আগে, নুঙ্গী ফেরি ঘাটের পাশে এখনও পড়ে রয়েছে, এক ঝাঁক সরস্বতী, বিসর্জনের পরে।

জ্বালা যন্ত্রণা : আধ ঘন্টার বৃষ্টিতেই জলমগ্ন শহরের,গলি থেকে রাজপথ। **ছবি : অভিজিৎ কর**

দেবস্থান : জরাজীর্ণ ধুলোমাখা অবস্থায় পড়ে রয়েছে সুভাষ পরিবারের ঠাকুরদালান কোদালিয়ার সুভাষ গ্রামে। **ছবি : প্রীতম দাস**

ভাষা দিবস : রবীন্দ্র সদনে ভাষা শহিদ স্মারকে পুষ্পার্ঘ্যের সম্মান প্রদান করছেন কলকাতার মেয়র সহ পুরসভার অন্যান্য আধিকারিকরা। **ছবি : অরুণ লোধ**

মাঙ্গলিকী

নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরত স্মরণে সংস্কার ভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোবরডাঙা, ১৬ ফেব্রুয়ারি। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে সংস্কার ভারতী স্মরণ করে নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনিকে। এ বছরও পূর্ণ শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হল নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনিকে। এই উপলক্ষে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত), আজ গোবরডাঙ্গা সংস্কৃতি কেন্দ্র-এ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে ছিল বিকাশ ভট্টাচার্য্যের স্মারক বক্তৃতা। এছাড়াও বিগত ২৫ বছর ধরে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ যে নাটক বিভাগ চালিয়ে আসছে, তার বিভিন্ন মুহূর্তকে স্মরণ করতে একটি চিত্র প্রদর্শণী রাখা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকারের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ এর অধিকর্তা ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, সভামুখ্য ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক তপন গাঙ্গুলী। অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ ভট্টাচার্য্য, জয়ন্ত পাল, আশিস দাস এবং ছিলেন বিকাশ ভট্টাচার্য্য। স্মারক বক্তৃতার বক্তা বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব পিয়াল ভট্টাচার্য্য ও এই পর্বের সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব কল্লোল ভট্টাচার্য্য।

অতিথিদের দ্বারা সংস্কার ভারতীর নাট্য প্রযোজনা বিষয়ক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। তারপর সংস্কার ভারতীর প্রথা অনুসারে ভাব সঙ্গীতের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। আগত অতিথিদের চন্দনের তিলক, উত্তরীয়, ফুল এবং স্মারক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ বলেন, ভরতমুনির প্রদর্শিত পথ ধরেই এদেশে নাট্যশাস্ত্রের বিকাশ লাভ ঘটিয়েছেন মহাকবি কালিদাস, ভাস, শূদ্রক, বিশাখ দত্ত, ভবভূতি গিরিশ ঘোষের মতো নাট্যকারেরা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশও আমাদের অনুকরণ ও অনুসরণে সে দেশে নাট্যশাস্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন, নিজেদের প্রবুদ্ধ করেছেন। তাই সমগ্র বিশ্বের নাট্যশাস্ত্রের জনক ঋষি ভরতমুনিকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব পিয়াল ভট্টাচার্যকে। এরপর শুরু হয় বিকাশ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা। এই বক্তৃতার বিষয় ছিল ভরত মার্গ প্রসঙ্গ। পিয়াল বলেন, ত্রেতাযুগে মানুষ যখন দুঃখে কাতর হয়ে উঠেছিল তখন ইন্দ্রের অনুরোধে প্রজাপতি ব্রহ্মা চার বর্ণের মানুষের মনে লৌকিক আনন্দ দিতে ভরতমুনিকে এই নাট্যবেদ রচনার আদেশ দেন। নাট্যশাস্ত্র মানে নাটক, কিন্তু এই শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সঙ্গীত, নৃত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা। ভরতমুনি-এর স্রষ্টা, তাই একে ভারতশাস্ত্রও বলে। তারপর বক্তব্য রাখেন এদিনের সভামুখ্য, বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক তপন গাঙ্গুলী। তিনি বলেন, ভরত মুনির অবদান ভারতীয় নাটকে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। তার সেই কাজ আজ বিস্মৃত প্রায়। সংস্কার ভারতী নতুন প্রজন্মের কাছে ভরত মুনির অবদান তুলে ধরতেই এই ধরনের অনুষ্ঠানের যে আয়োজন করেছে, তার জন্য আমি সংস্কার ভারতীর কার্যকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রিয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়। অনুষ্ঠান শেষে সংস্কার ভারতীর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সংগীত বিভাগের শিল্পীরা পরিবেশন করেন হারানো দিনের নাটকের গান।

সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন সংস্কার ভারতী উত্তর ২৪ পরগণা জেলা।

আজকের এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক তিলক বলেন, ভারতীয় নান্দনিক শিল্পের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল নাট্যশাস্ত্রের রচনা। একে যোগশাস্ত্র, নাট্যবেদ বা পঞ্চমবেদও বলা হয়।

ভারতীয় নাট্যধারার জনক ঋষি ভরতমুনি প্রাচীন ভারতীয় নাটক বিশেষ করে সংস্কৃত মঞ্চ নাটক ও অভিনয় বিদ্যা বিষয়ক এই নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন।

সংস্কার ভারতী সারা দেশ জুড়ে অবশ্য পালনীয় উৎসব হিসেবে মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি স্মরণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। তারই অঙ্গ স্বরূপ সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে ভরত মার্গ প্রসঙ্গ শীর্ষক আলোচনা করলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব পিয়াল ভট্টাচার্য্য। ভারতীয় নাট্য সংস্কৃতির পুনরুত্থান করাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের দেশের সংস্কৃতি মেনে নাটক রচনা ও নাটক অভিনিত হোক।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোতিথি উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে (ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত) স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম বর্ষ জন্মোতিথি উৎসব সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠ পরিচালনায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাস্কর রায়চৌধুরি। সঞ্চালনায় সুভাষ মিত্র। সহযোগীতায় রন্দুন রায়। স্বামীজীর ঐতিহাসিক মহান জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন ড. তপন চক্রবর্তী, অচিন্ত্য মুখার্জী, রাজেশ বসু, কুমকুম দত্ত, পঙ্কজ ব্যানার্জী, আরাধনা পাল, হৈমন্তী চ্যাটার্জী। স্বামী সেবাব্রতানন্দ প্রব্রাজিকা আপ্তকাম প্রাণানন্দ মাতাজী প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বেতার শিল্পী শম্পা রায়, সুস্মিতা রীত, অয়ন্তিকা সেন, মিতা নাগ, অপর্ণা বিশ্বাস, চন্দ্রমোহন দাস, শশধর দাস, করুণাময়ী ভট্টাচার্য্য, সুস্মিতা চ্যাটার্জী, ড. শঙ্কর, শ্রবণী সিংহ, সুদীপ পাল, প্রদ্যোৎ ব্যানার্জী প্রমুখ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমর মুখার্জী। স্মারক বক্তৃতা প্রসঙ্গ- স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, নিতাই রায়, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গীয় সাধন ঘোষ, কমলা ঘোষ ও লোকেন্দ্রনাথ ঘোষ। এছাড়া স্বামী বিবেকান্দের বিশেষ ষোড়োশপচারে পূজা পুষ্পাঞ্জলী, হোম ও অসংখ্য ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে
চারুকলা শিল্পী ও শিল্প সংস্থাদের অনুদান প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে চারুশিল্প (চিত্র, ভাস্কর্য, গ্রাফিক্স ও সেরামিক) চর্চারত গুণী শিল্পী - যাঁরা আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারছেন না,তাঁরা এই প্রকল্পে নিচের বিবরণসহ সাদা কাগজে লিখে অথবা টাইপ করে আবেদন করতে পারবেন।

১) নাম (২) বয়স (৩) পিতা / স্বামীর নাম (৪) স্থায়ী ঠিকানা এবং ফোন নং (৫) শিক্ষার্থী কাল থেকে শিল্পী জীবনের পূর্ণ বিবরণ (৬) ব্যক্তিগত বা যৌথ প্রদর্শনী করেছেন কিনা (বিবরণ সহ) (৭) নিজস্ব ও পারিবারিক মাসিক আয় (উপযুক্ত শংসাপত্র সঙ্গে দিতে হবে) (৮) আবেদনকারীর উপর নির্ভরশীল পরিবারের লোকসংখ্যা ও সম্পর্ক (৯) অন্য কোনো সংস্থা থেকে আর্থিক সাহায্য পান কিনা, পেলে তার বিবরণ (১০) আর্থিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার কিভাবে করবেন (১১) ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের বিবরণ (জেরক্স কপি জমা দিতে হবে) : ক) ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নং (খ) নামের বানান (ইংরেজি) (গ) ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা (ঘ) IFSC Code
• আবেদনপত্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট শিল্পকর্মের আলোকচিত্র (কমপক্ষে ৫টি) এবং স্থানীয় লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য / পৌরপ্রধান / জেলা পরিষদের সভাধিপতি / পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি / পঞ্চায়েত প্রধান অথবা কোনো গ্রুপ 'এ' ভুক্তগেজেটেড অফিসার -এর সুপারিশ জমা দিতে হবে। ভোটের সচিত্র প্রমাণপত্র / আধার কার্ডের জেরক্স কপি জমা দিতে হবে।

চারুশিল্প ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত ও দুই বছরের বেশী সময় অনুশীলনরত / কর্মরত সংস্থাগুলিকে অনুদানের জন্য সর্বশেষ আর্থিক বছরের পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব সহ নিচের বিবরণ অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।

১) সংস্থার নাম, স্থায়ী ঠিকানা এবং ফোন নং (২) সংস্থাটির নিবন্ধিকরণের নং ও বছর (জেরক্স কপি সহ) (৩) সংস্থাটি কত বছর কর্মরত (৪) কতজন শিল্পী, সংস্থায় কর্মরত (৫) নিজস্ব স্টুডিও আছে কিনা (৬) সংস্থার নিয়মাবলী ও বিভিন্ন পদাধিকারীর নাম, স্থায়ী ঠিকানা এবং ফোন নং (৭) অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর বিবরণ (প্রমাণপত্র সহ) (৮) সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় পর্যালোচনা, বিশিষ্ট সমালোচকদের সমালোচনা (প্রমাণপত্র সহ) (৯) পূর্বে সরকারী বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকলে তার পূর্ণ বিবরণ (১০) বর্তমানে যে প্রকল্পের জন্য আর্থিক অনুদান প্রয়োজন তার পূর্ণ বিবরণ (১১) সংস্থার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের বিবরণ ক) ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নং (খ) নামের বানান (ইংরেজি) (গ) ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা (ঘ) IFSC Code
• আবেদনপত্রে স্থানীয় লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য / পৌরপ্রধান / জেলা পরিষদের সভাধিপতি / সংশ্লিষ্ট জেলা/ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক-এর সুপারিশ থাকতে হবে।
• অনুদান মঞ্জুর করার আগে বা পরে এবিষয়ে অনুসন্ধান করার অধিকার বিভাগের থাকবে। অনুসন্ধানকারী আধিকারিককে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা আবেদনকারীর নিকট প্রার্থনীয়।
• কোনো আর্ট স্কুল / কলেজ এই প্রকল্পের আওতায় পড়বে না।

যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র স্থানীয় জেলা/ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া সরাসরি সদস্য সচিব, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার চারুকলা ভবন, ১/১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০ ঠিকানায় পাঠানো যাবে। দূরভাষ: (০৩৩)২২২৩৫৩১৭, দুপুর ১২.৩০টা সন্ধ্যা ৭.৩০টা।

উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই সকল তথ্য ও শিল্পকর্মের আলোকচিত্রসহ আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ | পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বইমেলা আবহে প্রকাশিত অমিতাভ সরকারের নতুন উপন্যাস 'ধেয়ে এল দামোদর'

নিজস্ব প্রতিনিধি : বইমেলা আবহে প্রকাশিত হল অমিতাভ সরকারের নতুন এক উপন্যাস 'ধেয়ে এল দামোদর।' উথালি পাথালি দামোদরের পাড়ে তিন দশক ভাবনার ফসল এই উপন্যাসের পটভূমি। তাই উপন্যাস জুড়ে ঠাঁই পেয়েছে দামোদরের হাসি কান্না, বিচিত্র জীবন জীবিকা, চর দখলের লড়াই, শিক্ষা সংস্কৃতি, জনপদ রাজনীতি ইত্যাদি। অবশ্যই আছে দ্বন্দ্বময় প্রেম ভালবাসা বিবাহ।তাই উপন্যাসের সিংহ ভাগ দখল নিয়েছে ভানু ও বাসন্তী নামে দুই

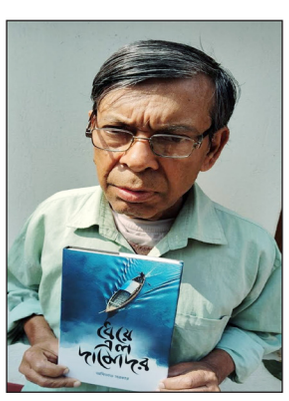

প্রধান চরিত্র।তারা একে অপরকে ভালবাসে ।খাদ ছাড়া তাদের ভালবাসা জটিল করে দেয় বাসন্তীর পিতা গনেশ নায়েক।চর এলাকার একটু সম্পন্ন এই গনেশ নায়েক বেশ বিদঘুটে মানুষ।নিচু জাতদের ঘৃণার চোখে দেখেন।তাই তার কন্যা বাসন্তীর সঙ্গে ভানুর প্রেম মেনে নিতে পারেন না। দিনরাত ভানুকে গালিগালাজ করেন, শাপশাপান্ত করেন।গুন্ডা ঠিকিয়ে ভানুকে মারধর করেন। ঘটনা গড়িয়ে যায় থানা পুলিশ। ১৯০ পাতার টানটান উপন্যাসে আছে আরও দ্বন্দ, আরও রহস্য। প্রকাশক সি বুক এজেন্সী। উপন্যাসটির দাম তিন শত টাকা।লেখক অমিতাভ সরকারের প্রথম উপন্যাস সেই জীবন সেই জনপদ। সেখানেও খুঁজে পাই আটপৌরে গ্রামীণ মানুষের জীবন জীবিকার গল্প। বেঁচে থাকার গল্প। উপন্যাস ছাড়াও অমিতাভ সরকারের প্রকাশিত গল্প- বাবুরাম মাইতির জন্মদিন, সনাক্ত, গতি বেড়ে যায়, দেওয়ানতলার হাট ও রবীন্দ্রনাথ, গল্পের খোঁজে, ভারতবর্ষ, পানিফল, সাদা কালো জলছবি, মৃদঙ্গ, বাঁচা, হাটের মানুষ, একটি প্রেমের গল্প, সুবোধ সাঁতরা বাগানে যাচ্ছেন।

রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় খেতাব পীযুষ রায়ের

মলয় সুর : বাংলার উত্তরবঙ্গের প্রাচীন লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া গান। এই ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীত জগতের নবীন গায়ক পীযূষ রায় সদ্য কোচবিহারের বলরামপুরে ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় এবার মাটিগাড়া ব্লক থেকে রাজ্যস্তরের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় দরিয়া বিভাগে দ্বিতীয় হয়ে নজির গড়লেন। একই ব্লক থেকে ২জন শিল্পীর কীর্তি বিরল ঘটনা। দরিয়ায় দ্বিতীয় হয়ে এলাকার পল্লী বাসিন্দারা ও পরিবারের বাঁধন ছাড়া উচ্ছ্বাস হয়েছে। বছর ২৫এর পীযুষের ভাষায় গানটাই তার জীবনের সবচেয়ে মূলধন সেটা নিয়ে সে ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে চায়। সেই ৭-৮ বছর ধরে রাজ্য ভাওয়াইয়ায় সঙ্গীত অংশ নিয়ে এবারই বড় ধরনের সাফল্য এসেছে। শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলেজের প্রাক্তনী ছোটবেলা থেকেই গানের জগতের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে ভাওয়াইয়া। নিজেই গান লেখা, সুর করাও গান পরিবেশন করা। বাংলার সাহিত্যিকগণ তাকে সাহিত্য জগতে এক নতুন ও ছদ্মনামে ভালোবেসে উপাধি দিয়েছেন গন্ধরাজ। পীযূষ উত্তরবঙ্গের পাহাড় ঘেরা শিলিগুড়ি শহরের চম্পা শাড়ি দক্ষিণ পলাশ নতুন বাজার এলাকার বাসিন্দা। পিতা তুলেন রায় মা সুচিত্রা দেবী। তিন ভাই বোনের মধ্যে বাড়ির ছোট ছেলে। ইতিমধ্যেই তার ঝুলিতে বেশ কয়েকটি সম্মান রয়েছে যেমন বঙ্গ সাহিত্যরত্ন সম্মান ,অন্নদামঙ্গল সম্মান, শিক্ষারত্ন সম্মান,ভাওয়াইয়া সঙ্গীত রত্ন সম্মান, গীতাঞ্জলি সম্মান প্রভৃতি।

আপনার গাট্‌স আছে মশাই

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় বিজ্ঞান কলেজের আজীবন সদস্য

আমরা চলতি কথায় বলি না– আপনার গাট্‌স আছে মশাই। কিন্তু এ গাট সে গাট নয়। এ হল আমাদের পাচনতন্ত্র (গ্যাসরোইনটেসটিনেল ট্র্যাক) বা গাট্‌স আপনারা কি জানেন এই পাচনতন্ত্র এর কি কি সমস্যা হতে পারে। যেমন ধরুন না পেটখারাপের কথা শুনে হয়তো মুখটা বাংলা পাঁচের মতো হয়ে গেল অনেকটা ঠিক কংস্টিপেশন মত লাগছে। ঘাবরাবেন না মশাই। কোষ্ঠকাঠিন্য এখন ঘর ঘর কি কাহানী। বিশেষ করে শহরবাসীদের জন্য তো বটেই, তথাকথিত আঁতেল (ইনটেলেক্ট ক্লাসদের একটা সমস্যা হল গিয়ে ইরিটেবল বাওল সিনড্রোম সবসময় একটা মনে হয় যেন পেটটা ঠিক পরিষ্কার হল না, রাথরুমে গিয়ে বসে থাকলে কেমন হয়, অনেকে আবার একে নারভাস ডায়ারিয়াও বলে। বিশেষ করে কোন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ এর আগে তলপেটে কেমন যেন একটা চিনচিনে ব্যাথ্যা হয়ে ওঠে, একটু বাথরুমে গেলে হত না?

এত গেল আইবিএসের কথা। অনেকের গলার কাছে সবসময় চোরা অম্বলের মত অ্যাসিড হয়, খাওয়ার থাকে না কিন্তু কিছু খেলেই একটা বমি–বমি ভাব এসে যায় এটা (গ্রিড) ডাক্তারী পরিভাষায় গ্যাসট্রোইসোফাগিএল রিফ্লাক্স ডিজিজ কেউ কেউ ক্রনিক অ্যাসিড রিফ্লাক্সও বলে থাকে। আসলে অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াগুলো(স্কাফা) তৈরি করছে না তো। আমিও প্রথমে বুঝিনি ব্যাপারটা। স্কাফা হল গিয়ে সর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড, কেমিস্ট্রীর ব্যপার স্যাপার। যাইহোক, এই স্কাফার মধ্যে থাকে বিউটারেট, প্রপিওনেট ও অ্যাসিটেট, যা আমাদের গাট ব্রেন অ্যাক্সিস মেনটেন করতে সাহায্য করে। আমরা যাতে খাওয়ারের মধ্যে ফাইবার রাখি। এই স্কাফা আমাদের মস্তিষ্কের রোগ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের নার্ভকোষগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। কতটা শরীরে কতটা প্রয়োজনীয় পদার্থ দরকার কি অদরকার সেটা ওরাই ঠিক করে। আপনি হয়তো বলতে পারেন আমার বা আপনাদের এ সব জেনে কি হবে। আছে মশাই আছে। আমাদের যোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে আমাদের ব্যবহারময় ব্যক্তিত্ব সবই গাট ব্যাকটেরিয়ার কামাল, রীতিমতো রোমহর্ষক বিষায়। অন্ত্র ও মস্তিন্ত্রের মধ্যে আসলে গলায় গলায় বন্ধুত্ব আছে। এরা পরস্পরের কাজে একে অন্যের পরিপুরক। THE HUMAN GUT AND BRAIN INTERACT IMPACTING OTHERS FUNTIONALLY, SPECIFIC BACTERIA HAVE THE CAPABILITY OF SCREENING MOLECULES THAT EFFECTS THE THE BRAIN GUT AXIS DR. VIKASH SINGLA (সিনিয়র ডিরেক্টর ও এইচ ও ডি. গ্যাসট্রোএন্ট্রোলজি ম্যাক্স হসপিটাল, দিল্লি)

সত্যি বলতে কি আমরা কখনও ভাবিনি যে এই মস্তিষ্ক ও গাটের মধ্যে একটা মাখো মাখো ভাব আছে। আমাদের শরীরে (গাট) অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রতিক্ষা করে থাকে বা প্রত্যাশাও বলা যেতে পারে আমরা কি ধরণের খাওয়ার খাবো। আমাদের লালা নিঃসরণ থেকে আরম্ভ করে স্টমাকে কতটা পরিমান হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকবে। সবই ওরা ঠিক করে দেয়।

অন্ত্রের ভেতরে বাস করে ব্যাকটেরিয়া; সে এই অভাবনীয় কাজগুলো করে, আসলে আমরা ভাবতেই পারিনা গাটের ক্ষমতা। এরা লিভার থেকে বেরনো বাইল অ্যাসিড ও অ্যামিনো অ্যাসিড সব খেয়ে নেয়। যা থেকে ও সহজে একপ্রকার রাসায়নিক দ্রুত নিউরোপেপটাইড তৈরি করে। তার মধ্যে আবার গ্ল্যানিন সবচেয়ে বলিষ্ঠ; আমাদের জেগে থাকা, কতটা ঘুমবো, আমাদের তীরিক্ষী মেজাজ থাকবে না চিকন মেজাজ থাকবে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, স্নায়ুতন্ত্রের ট্রাফিক কন্ট্রোল সবই এই নিউরো পেপটাইড–গ্লানিন এর খেলা।

আমাদের জীবনে উৎকণ্ঠা থেকে অনেক সময় বমি–বমি ভাব আসে; খাওয়ার ইচ্ছে একদম থাকে না বা সবসময় খাই–খাই ভাব (ব্রিইনজ ইটিং) সবই এই গাটের খবরদারী। দেখা যায় উচ্চ ফাইবার যুক্ত খাওয়ার ট্রিপটোফ্যান, অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত খাওয়ার খেলে সেরোটেনিনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং অন্ত্র আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে। মুরগীর মাংস, ডিম, চিনাবাদাম, কাজুবাদাম এগুলি খেলে এতে প্রচুর ট্রিপটোফ্যান আছে যা আমাদের গাটের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন গাবা (গামা অ্যামিনো বিউটারিক অ্যাসিড) আমাদের শরীরে ভয় ও উৎকণ্ঠা নিয়ন্ত্রণ করে; আর ডোপামিন আমাদের আনন্দ দেয় আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে

সাহায্য করে। এ স ব ই নিত্যনাট্যের গাটের খেলা।

অন্ত্র ৯০ শতাংশ সিরো ট্যানিন জি নিয়ন্ত্রণ করে, মস্তিষ্ক গাটের মেলবন্ধন করে।

আমাদের মানসিক অবস্থা, মানসিক শক্তি সবই একটা ভালো গাট বাড়িয়ে দেয়, নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে মানসিক সক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয়, নতুন পরিস্থিতিতে খাপখাওয়াতে সাহায্য করে সবচেয়ে বড় ইমোশনাল ইনস্ট্যাবিলিটিতে যারা ভোগেন তাদের মানসিক স্থিরতা আনতে সাহায্য করে সব কিছুর নাটের গুরু এই গাট। দেখা গেছে সংক্রমণ বা দীর্ঘস্থায়ী রোগে যারা ভোগে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একদম দফারফা। অর্থাৎ এদের গাটের বারোটা বেজে গেছে। তাই প্রি বায়োটিক ফুড ও প্রোবায়োটিক খেলে গাট আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে আসে। প্রিবায়োটিক হল গিয়ে হাই ফাইবার যুক্ত খাওয়ার যা ভাল ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির জন্য একান্ত দরকার।

প্রোবায়োটিক আমাদের বন্ধু ব্যাকটেরিয়া যারা আমাদের সুস্থ গাট বজায় রাখতে সাহায্য করে।

শীতকালে পালং শাক খুব সহজলভ্য। সাহেবরাও এ খেতে খুব ভালবাসে। ভালবাসবেই বা না কেন। কারণ এতে এই লিফি ভেজিটেবলস্‌ ফাইবারে ঠাসা। আবার বিজ্ঞানের পরিভাষায় সালফোকিউনোভোস আছে। এটাই একমাত্র শর্করা জাতীয় খাওয়ার যাতে সালফার আছে। গাটের বন্ধু হল গিয়ে গোটা শস্য, কিংবা বিনস, সীম। আর দিনে ২৫–৩০ গ্রাম বাদাম জাতীয় খাওয়ার খেতে পারলে খুব ভাল হয় যেমন কটা আখরোট, কাঠবাদাম, গুটিকয়েক পেস্তা আর তাতেই কেল্লফতে। এতে প্রচুর পলিফেনল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে।

আমাদের সুপ্রাচীনকাল থেকে পাতা দই বাড়িতে খেয়ে অভ্যস্ত যাতে ল্যাকটোব্যাসিলাস আছে যা প্রোবায়টিক ব্যাকটেরিয়া।

যাইহোক ডায়াবেটিস আমাদের জীবনকে একেবারে ফালা ফালা করে দিয়েছে তাই দু–এক কথা না বললে অন্যায় করা হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গ্লাইসেমিক ইনডেক্সের ভূমিকা আছে। কম জিআই যুক্ত (৫৫ এর নীচে) রাখার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের হাজারো সেলাম। ওনারা ভাত বা কোন উচ্চ জিআই যুক্ত খাওয়ার সময় একটু আদার কুচি, কটা মেথির পাতা, কিছু দারুচিনি আর একটু লেবু চিপে দিতেন। মজার ব্যাপার তাতেই শর্করার বিষ দাঁত ভেঙে গিয়ে জিআই কমে যেত। এখন দেখা ওনাদের এই লোকায়ত জ্ঞানের কোন সীমা পরিসীমা নেই, আধুনিক বিজ্ঞনীরা অবাক!

ছোটবেলায় আমার নবতীপর ঠাম্মাকে দেখেছি অম্বল না থাকলে ভাতের সাথে একটু তেঁতুল মেখে বা লেবু চিপে খেতেন আর সঙ্গে থাকত ঘরে পাতা দই–সহজপাচ্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ও প্রি–বায়োটিক ও প্রো–বায়োটিকে ভর্তি! এখনকার বিজ্ঞানীরা এরই প্রতিধ্বনি করছেন।

গাটের আমি গাটের তুমি গাট দিয়ে যায় চেনা। প্রথমে যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম আবার সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। সত্যিই আপনার গাটস্‌ আছে মশাই।

প্রশ্নে সের–পাই শিল্পের ভবিষ্যৎ

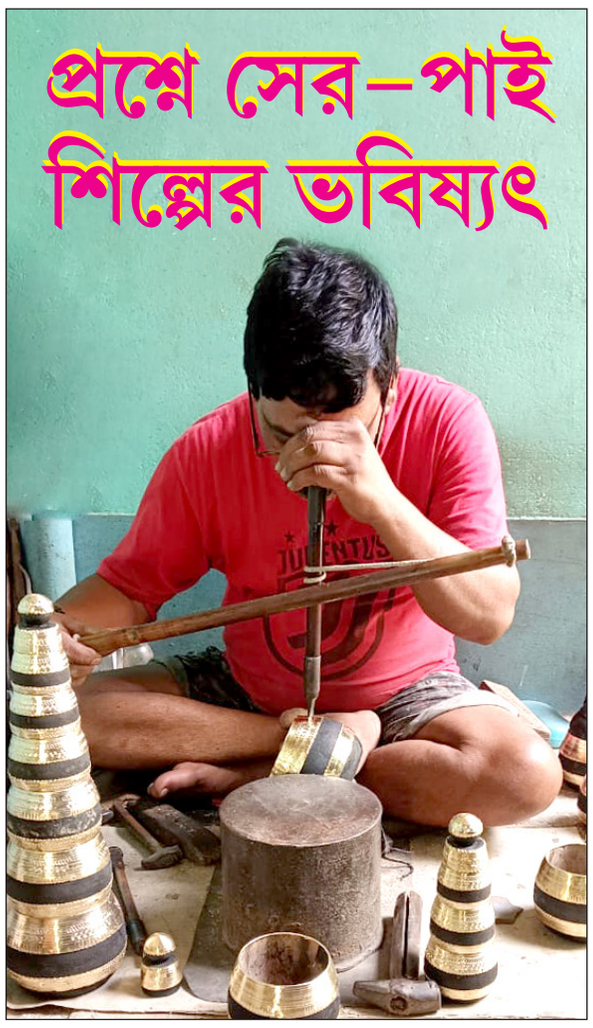

অভীক মিত্র

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সের–পাই শিল্প নিয়ে উদ্বিগ্ন শিল্পী ভোলানাথ কর্মকার। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী দম্পতি বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর গ্রামের ভোলানাথ কর্মকার এবং তাঁর স্ত্রী রুমা কর্মকার বর্তমানে প্রাচীন 'সের–পাই' শিল্পের ধারক বাহক। চাল মাপার কাজে ব্যবহৃত হয় সের–পাই। ভারত সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক থেকে চিঠি পেয়ে আমন্ত্রিত হয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী ভোলানাথ কর্মকার এবং তাঁর স্ত্রী রুমা কর্মকার। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্পী কার্তিক কর্মকারের হাত ধরে সের–পাই শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। ১৯৬৫ সালে কার্তিক কর্মকার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল। কার্তিক কর্মকারের ছাত্র তথা জামাই ভোলানাথ কর্মকার এই শিল্পের ধারক বাহক হয়ে ওঠেন। শিল্প বিকাশ এবং শিল্পসত্ত্বা জন্য ২০১৪ সালে ভোলানাথ কর্মকার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। কার্তিক কর্মকারের কন্যা তথা ভোলানাথ কর্মকারের স্ত্রী রুমা কর্মকার ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাদের তিন মেয়ে– রিয়া, মণীষা ও প্রিয়া বাবা মায়ের সঙ্গে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এখনো বহু গ্রামগঞ্জে চাল, দুধ, ধান, গম পরিমাপের একক আধ পোয়া, ছটাক, সের–পাই, আধ পাই, পোয়া ইত্যাদির ব্যবহার আছে। এক পাই অর্থাৎ প্রায় ৪৬৬ গ্রাম। দুই পাইয়ে এক সের। এক সের মানে প্রায় ৯৩৩ গ্রাম। আম কাঠের সের ও পাইয়ের উপর পিতল দিয়ে কাজ করা হয়। কিন্তু এই শিল্পের ভবিষ্যৎ কি? ভোলানাথ কর্মকারের পরবর্তী প্রজন্মে কারা এই শিল্প বাঁচাতে এগিয়ে আসবে উঠছে প্রশ্ন। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, 'আমি শিল্পীর বাড়ি যাবো। আমি অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে চিঠি দেব যাতে এই প্রাচীন শিল্প বাঁচাতে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।'

মানস কুম্ভে অমৃত ধারা

প্রণব গুহ

সনাতন ভারতবর্ষ ধর্মে বিশ্বাসী। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ধার্মিক ভারতবাসী বাঁধন ছাড়া। সেখানে জাত পাত, ধনী দরিদ্র, আর্য অনার্যে কোনো ভেদ নেই। আর সেই আয়োজন যদি প্রয়াগের কুম্ভ মেলা হয় তাহলে তো কথাই নেই। জীবনে একবার সেখানে সঙ্গমে ডুব দেওয়ার আশা সনাতন ভারতবাসী মাত্রই মনে মনে পোষণ করে। কারণ সকলের মনেই যে রয়েছে অমৃতের ভাণ্ড।

সনাতন মানব জাতির প্রথম ধর্মগ্রন্থ হল ঋগবেদ। ঋগবেদ যখন রচিত হয় তখন পৃথিবীতে কোনও ধর্মের জন্ম হয়নি। ছিল না কোনো বর্ণ, জাত পাত। ফলে ঋগবেদ নির্দ্বিধায় বলতে পারল, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা। বিশ্বের সকলেই অমৃতের সন্তান। অর্থাৎ সকলেই এক একজন অমৃত কুম্ভ। এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই। আবার এই ঋগবেদই জানালো সঙ্গমে অবগাহনের গুরুত্ব। বলল সঙ্গমে স্নান করলে বিবিধ জ্ঞান লাভের কথা। এই যুক্ত জ্ঞানেই ধুয়ে যায় পাপরুপী মনের অন্ধকার। এজন্যই প্রয়াগরাজ এবং গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে সনাতনী ছেড়ে বাঁচেন। কুয়োর চারপাশটা কোমর সমান পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। যাতে কোনও বাচ্চাকাচ্চা হুমড়ি খেয়ে ভিতরে পড়ে না যায়। উপরে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয় একটি কাঠের বালতি। যার যখন যতটা জল দরকার, এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন।

প্রথম প্রথম সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু একদিন এক গ্রামবাসী জল নিতে এসে দেখেন, যে জল অনেকটা নীচে থাকার কথা, সেই জল কুয়ো থেকে আপনা–আপনিই উপরে উঠে উপচে পড়ছে।

অবিশ্বাস্য এই দৃশ্য দেখে সে দৌড়ে চলে গিয়েছিল গ্রামের সবাইকে জানাতে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটে এসেছিল ব্যাপারটা কী, দেখার জন্য। গ্রামের সবাই কুয়োর কাছে এসে একদম অবাক।

এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে কারও মনে জন্ম নিল ভয়, কারও মনে আতঙ্ক। আবার কারও কারও মনে হল, এটা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অসীম কৃপা।

তখন ওই গ্রামেরই এক খুনখুনে বুড়ি শোনালেন, তাঁর স্বপ্নে দেখা এক অদ্ভুত গল্প। যেটা পরে লোকগাঁথায় পরিণত হয়।

তিনি বললেন, চাঁদের জ্যোৎস্না মাখা এক অদ্ভুত অলৌকিক রাতে একদল ডাইনি বেরিয়েছিল ঘুরতে। আকাশের বুক দিয়ে যেতে যেতে এ জায়গাটি দেখে তাদের খুব পছন্দ হয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে তারা নেমে আসে এই জঙ্গলে। কিছুটা ঘুরতেই তাদের চোখে পড়ে এই কুয়োটি। কুয়োটির মধ্যে আয়নার মতো স্বচ্ছ ঝকঝকে জল দেখে তারা সেই কুয়োর ভিতরে নেমে পড়ে। একেবারে তলদেশে পৌঁছে যায়। তুমুল আনন্দে তারা জলের নীচে হাত–পা ছুড়ে হইহই করে স্নান করতে থাকে।

ঠিক তখনই, আনন্দের চোটে কারও হাত বা পা বুঝি কারও গায়ে দুম করে লেগে গিয়েছিল, সেই নিয়ে শুরু হয়ে যায় তুমুল ঝগড়া। মারপিট। আর তাদের সেই লাফালাফি–ঝাপাঝাপি, মারামারির দাপটেই কুয়োর জল ছিটকে উপরে এসে উপচে পড়তে লাগল। চারপাশ ভরে যেতে লাগল বাধ না মানা জলের স্রোতে। তৈরি হয়ে গেল একটা বিশাল পুকুর। তবু ডাইনিদের সেই তাণ্ডব যেন কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না!

এই গল্প শুনে অনেকেই ভিড়মি খেল। এই কুয়োর ভেতরে ডাইনি আছে! ব্যস, লোকের মুখে মুখে এই কুয়োর নাম হয়ে গেল––– ডাইনি কুয়ো।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এস্তোনিয়ার এই কুয়োর খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। ফলে এই অদ্ভুত কুয়োর অবারিত জলের ধারা দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকেরা এসে ভিড় করতে লাগলেন।

কিন্তু না, বছরের বারো মাসই যে এই কুয়োর জল এই ভাবে উপচে পড়ে, তা কিন্তু নয়। মূলত শীতকাল আর বর্ষাকালেই পড়ে।

হিসেব করে দেখা গেছে, এই কুয়ো থেকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় পাঁচ হাজার লিটারের উপর জল উপচে পড়ে। টানা এক থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত। আর একটা কথা, কুয়োর উপরে যখনই কোনও কাঠের বালতি রাখা হয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই কী করে যেন সেটা ডাইনিদের মতো দেখতে হয়ে যায়।

এই কুয়োকে ঘিরে আরও অনেক গল্প প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন, তাঁরা নাকি রাত্রিবেলায় এই কুয়োর উপর দিয়ে আগুনের গোলক উড়ে যেতে দেখেছেন। যেটা অশুভ।

কেউ কেউ আবার মনে করেন, এই কুয়ো সৃষ্টিকর্তার এক অলৌকিক নিদর্শণ, যা গ্রামের মধ্যে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে।

নানান জন নানান কথা বললেও, এই কুয়োটি কিন্তু নজর কাড়েছে অনেক বিজ্ঞানীরাও। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদও আসেন এই কুয়োটি সরজমিনে পরীক্ষা করতে। অনেক খোঁড়াখুঁড়িও করা হয়েছে এই জলের উৎসের খোঁজে।

তাদের মতে, কুয়োর মূল রহস্য লুকিয়ে আছে এর ভৌগোলিক গঠনে। বাল্টিক সাগরের উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় এস্তোনিয়ার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো নদী। তেমনি তুহালা অঞ্চলের ভূগর্ভেও লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট নদী এবং শাখা নদী।

শীতকালে এ সব অঞ্চলে প্রচুর তুষারপাত হয়। দিনের বেলায় রোদের তাপে সেই বরফ গলতে শুরু করে। সেই বরফ গলা জল ভূগর্ভস্থ নদীগুলোর মধ্যে প্রবল বেগে বইতে থাকে। ফলে ভূগর্ভস্থ এই সব নদীর জল অনেক বেড়ে যায়। আর এই কুয়ো যখন খোঁড়া হয়, তখন হয়তো কোনও নদী বা শাখা নদীর সঙ্গে কুয়োটির তলাটা মিশে গেছে। ফলে নদীতে যখন জলের স্রোত বাড়ে, তখন কুয়োর মুখ থেকে সেই জল হু হু করে বেরিয়ে আসে। আর বর্ষাকালেও এই একই জিনিস হয়।

তবে কাকতালীয়ভাবেই হোক কিংবা পরিকল্পনা মাফিকই হোক, কোনও অলৌকিক কারণে যে এই জল মাটির ভূগর্ভ থেকে উপরে উঠে আসছে না, তা এখন রীতিমত পরীক্ষিত।

তবু ২০১২ সালে এস্তোনিয়ানরা এই কুয়োটাকে দেশের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় বলে দাবি করেছেন। ফলে এই কুয়োর প্রতি মানুষের আগ্রহ আরও বেড়ে গেছে। তাই দেশ ও দেশের বাইরে থেকেও বহু মানুষ এখন দেখতে আসছেন প্রকৃতির এই বিস্ময়––– ডাইনি কুয়ো।

আমরি বাংলা ভাষা

স্বপন দাস

মালবিকা দেবী কলকাতার এক স্কুলে দীর্ঘদিন বাংলা পড়িয়েছেন। অবসর–গ্রহণের পর কিছুদিন আমেরিকার হিউস্টন শহরে আছেন। হিউস্টন শহরতলীতে ছবির মত বাড়িতে থাকে তাঁর ছেলে অয়ন, বৌমা ইভা ও বছর দশেকের নাতনি নাতাশা। নাতাশা এখানকার স্কুলে পড়ে। ওর জন্মের সময়ে এসেছিলেন, তারপর এই দেখা। ছেলে বৌমা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। দুজনেই আমেরিকার দুই বিখ্যাত কোম্পানীর মস্ত চাকুরে। একজন ওয়ালমার্টে আর একজন গুগলে। এখানকার কোম্পানীগুলো ভালো পয়সা দিলেও ভালো খাটিয়ে নিতে জানে। তাই কথা বলার একমাত্র সঙ্গী ওই নাতনিটি। কিন্তু নাতাশা মোটেই বাংলা বলতে পারে না। বাড়িতে ছেলে বৌমাও দু–একটা বাংলা শব্দ ছাড়া মেয়ের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলে। নাতনির সঙ্গে ওর আমেরিকান–কায়দায় জড়ানো অংরেজীতে গল্প মোটেও জমে ওঠে না। নাতাশা যদিও তার গ্র্যানিকে পেয়ে খুশি। সেও অনেক কথা বলতে চায়, শুনতে চায়। কিন্তু দুজনের মধ্যে ভাষার ব্যবধানটা যেন দেওয়ালের মত বাধা। মালবিকা দেবী কখনো তাকে গুনগুনিয়ে গান শোনান, কখনো তার সামনে রবিঠাকুরের কোন শিশুতোষ কবিতা আবৃত্তি করেন। নাতাশা আগ্রহ নিয়ে শোনে কিন্তু তার কিছুই বোধগম্য হয় না। নাতনির আগ্রহ দেখে ও কিছুটা নিজের স্বার্থে তিনি নাতনিকে বাংলা শেখাতে শুরু করলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ নির্বিঘ্নে পঠন–পাঠন চললেও এক শনিবারের সকালে ব্যাপারটা ইভা–র নজরে পড়ে গেল। তবে সরাসরি শাশুড়ীকে কিছু বললো না। রোজ সকালে মালবিকা দেবী নাতাশাকে নিয়ে পাশের লেকের ধারে হাঁটতে যান। শনিবারেও ওরা বেড়াতে চলে যাওয়ার পর ইভা অয়নকে নাতাশার বাংলা শেখার কথাটা পারল। সব শুনে অয়ন বলল, 'ভালই তো, সময়ের অভাবে তুমি আমি কেউই ওকে আমাদের ভাষাটা শেখাতে পারিনি। এখন যতদিন মা আছেন শিখে নিক। ভুলে যেওনা, মা বাংলার টিচার ছিলেন, মায়ের কাছে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ভাষাটা শিখতে পারবে। এটা তো নাতাশার জন্য একটা বড় সুযোগ।' জবাবে ইভা বলে উঠল, 'কি যে বল, ওর উপরে পড়াশোনার এত চাপ তারপর সময় নষ্ট করে এই বাংলা শেখা! বাংলা এখন একটা ডেড ল্যাঙ্গোয়েজ, শিখে হবেটাই বা কি!' অয়ন এবার রেগে গিয়ে বলল, 'বাহ্‌..বছর বারো আমেরিকায় কাটিয়ে নিজের মাতৃভাষাটাই ভুলে যেতে চাইছো। বাঙালী হয়ে রবীন্দ্র–নজরুলকে অস্বীকার করতে চাইছো! আমি চাই নাতাশা ওর ভাষা ওর সংস্কৃতিকে জানুক।' কথাকাটাকাটির পর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ। টিপিক্যাল বাঙালির মত অনেকক্ষণ তর্ক বা ঝগড়া চালিয়ে যাওয়া এখন ওদের স্বভাব বিরুদ্ধ। ইভা নিজেকে সংযত করে ব্রেকফাস্ট বানাতে কিচেনে ঢুকে গেল। অয়ন ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে লিভিংরুমের জানলা খুলে বাইরে তাকালো। দুরে সবুজের সমারোহ। মাথার উপর ঘন নীল আকাশ। গ্রামের শস্য–শ্যামল ধানক্ষেতের কথা মনে পড়ে গেল। পূজোর ছুটিতে বাবার সঙ্গে বর্ধমানের গ্রামের বাড়িতে যখন যেত তখন এমনই দেখত। অনেকক্ষণ স্মৃতি–মেদুরতায় আচ্ছন্ন ছিল। এমন সময় দেখলো নাতাশা মায়ের হাত ধরে বাড়ির দিকে আসছে। মা আগুনের পরশমণি গাইছেন, নাতাশা অশুদ্ধ উচ্চারণে গলা মিলিয়েছে। একটা অদ্ভুত তৃপ্তি নিয়ে অয়ন ওদের জন্য গেট খুলতে গেল।

আঁশ কাঁচে

ফিরলেন মর্কেল

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগেই দুঃসংবাদ ভারতীয় দলে। দুবাই ছেড়েছেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। এক রিপোর্টে খবর, মর্নি মর্কেলের বাবা অ্যালবার্ট মর্কেল প্রয়াত হয়েছেন। তাই তড়িঘড়ি দেশে ফিরেছেন। কবে ফিরবেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ভারতের স্কোয়াডে তিনজন বিশেষজ্ঞ পেসার রয়েছেন। চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ শামি। মর্কেল না থাকায় বোলারদের প্রস্তুত করার বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বাকি সাপোর্ট স্টাফদের।

পূণ্যস্নান

কোটি কোটি মানুষ যাচ্ছেন। সেই যাত্রায় শামিল হলেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। তিনিও গেলেন অমৃত কুম্ভের সন্ধানে। করলেন উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান। ১৪৪ বছরে ১বার আয়োজন হয় মহাকুম্ভ। আর তাই এই কুম্ভে স্নান করার সুযোগ হাতছাড়া করছেন না অনেকেই। তাই পূণ্যস্নানে ডুব দিলেন গাভাসকরও।

৫০২ দিন পর

শেষ কবে গোল করেছিলেন? অনেকেই ভুলতে বসেছিলেন সে'কথা। অবশেষে ৫০২ দিন পর গোল করলেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার। আল হিলালের হয়ে ২০২৩ সালের ৩ অক্টোবরের পর দেড় বছর পর, সান্তোসের হয়ে ২০২৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি, নেইমার পেনাল্টি থেকে গোল করেন অ্যাগুয়া সান্তার বিপক্ষে। অবশ্য নেইমার, এই দেড় বছরে বেশিরভাগ সময়ই চোটের কারণে মাঠেই নামতে পারেননি। দীর্ঘদিন গোল না পেলেও ব্রাজিলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোল সংখ্যা তারই। ৩৩ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান তারকা ক্লাব কেরিয়ারের ৩৬১তম গোলের দেখা পেলেন। নেইমার গোল করেন, দলও জিতেছে। সাও পাওলো স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে অ্যাগুয়া সান্তাকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে সান্তোস।

মেরির নাটক

ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন না মেরি কম। এর আগে পদত্যাগের বার্তা জানা গেলেও, পরে পরিষ্কার জানিয়ে দেন এরকম কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। পুরো কার্যকাল সামলাবেন বক্সিং কিংবদন্তি। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার অ্যাথলিটদের কমিশনের প্রধান ছিলেন মেরি কম। এছাড়া ক্রীড়া বিভাগের কার্যকরী কমিটিতেও ছিলেন তিনি। প্রথমে জানা যায়, দুটি পদ থেকেই সরে দাঁড়ান ৬ বারের বিশ্বজয়ী বক্সার। তা অবশ্য হয়নি।

কলকাতায় কপিল

'এটা ব্যাডমিন্টন, টেনিস বা গলফ নয়।' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে কলকাতায় এসে কপিলদেব মনে করিয়ে দিলেন সে'কথাই। জসপ্রীত বুমরাহ নেই। প্রভাব পড়বে কতটা? এমনটাই জানতে চাওয়া হয়েছিল। তারই উত্তরে প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিলদেব সটান জানান, 'এমন একজনকে নিয়ে কেন কথা বলব যে দলে নেই? এটা টিম গেম। দলকে জিততে হবে, কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নয়। এটা ব্যাডমিন্টন, টেনিস বা গলফ নয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমরা টিম গেম খেলব। দল হিসেবে খেলতে পারলে আমরা অবশ্যই জিতব'। প্লেয়ারদের নিয়মিত চোট পাওয়া নিয়ে চিন্তিত বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। কপিল বলেন, ক্রিকেটাররা আজকাল এক বছরের মধ্যে ১০ মাস ক্রিকেট খেলে। সেটাই চিন্তার বিষয়। যার ফলে চোট বাড়বেই। তাঁর একটাই মত, দলগতভাবে পারফরমেন্স করতে হবে তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মত বড় টুর্নামেন্ট জেতা যাবে।

ঘরের মাঠেই লিগ শিল্ড জেতার অপেক্ষায় মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের লিগ শিল্ড জয়ের থেকে আর এক ধাপ দূরে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। গত অ্যাওয়ে ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সকে পরাজিত করেছে কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও তিন পয়েন্ট সুনিশ্চিত করতে খুব একটা সমস্যা হয়নি জোসে মোলিনার ছেলেদের। সেদিন জোড়া গোল করেছিলেন অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন। এছাড়াও পরবর্তীতে দলের হয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে যান স্প্যানিশ তারকা আলবার্তো রদ্রিগেজ। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কাল ঘরের মাঠে

খেলতে নামবে মোহনবাগান। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে স্প্যানিশ কোচ সার্জিও লোবেরার শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব ওড়িশা এফসির সঙ্গে। এই ম্যাচ জিততে পারলেই বাকি দল গুলির ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে মেরিনার্সরা। অনায়াসেই দ্বিতীয়বার তাঁদের মাথায় উঠবে আইএসএলের লিগ শিল্ড খেতাব। এখন সেদিকেই নজর রয়েছে সকল সমর্থকদের। পাশাপাশি এই ম্যাচ জিতেই খেতাব নিশ্চিত করতে চাইছেন বাগান কোচ জোসে মোলিনা। সেইমতো প্রস্তুত করছেন গোটা দলকে। কিন্তু এক্ষেত্রে সকলকে চিন্তায় রেখেছিল ভারতীয় মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপার চোট। বলাবাহুল্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই চোট সমস্যায় ভুগ ছিলেন জাতীয় দলের এই ফুটবলার।যারফলে শেষ কয়েকটি ম্যাচে মোহনবাগানের জার্সিতে খেলতে পারেননি এই তারকা। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই সুস্থ হয়ে উঠছেন থাপা। যার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সোমবারের অনুশীলনে। বলাবাহুল্য, এদিন প্রথম থেকেই বল পায়ে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেন অনিরুদ্ধ থাপা। আগের থেকে অনেকটাই চনমনে হয়ে উঠেছেন তিনি। সেজন্য, সব ঠিকঠাক থাকলে আসন্ন ওড়িশা ম্যাচে তাঁকে মাঠে রাখার কথা ভাবতে পারেন সবুজ-মেরুন হেডস্যার। যদিও আগামী কয়েকদিনের অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম একাদশ সাজানোর কথা ভাবতে পারেন মোলিনা অন্যদিকে, পাঞ্জাব ম্যাচ থেকেই চোট সমস্যায় ভুগছিলেন দলের ভরসাযোগ্য ডিফেন্ডার আশিস রাই। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন বাগান কোচ। তবে এবার দলের ফিজিওর তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব শুরু করেছেন জাতীয় দলের এই তারকা ফুটবলার। সব ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই মাঠে ফিরবেন তিনি।

কান্দির মেয়ে শিল্পীর সাফল্যে গর্বিত এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঞ্জ শহরের মেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়ে ৩৮তম জাতীয় গেমসের আর্টিস্টিক্স যোগাতে স্বর্ণপদক জিতল। আর তাতেই মুর্শিদাবাদের কান্দি এলাকার মানুষজন ওই জয়ী কান্দি রাজ কলেজের ছাত্রী শিল্পী দাস ফিরতেই তাকে কুর্নিশ জানালেন এলাকার সবাই। কান্দি শহরের এলাকায় তার বাড়ি। ওই ছাত্রীর কলেজের শিক্ষিকা থেকে কর্মীরাও একই ভাবে আপ্লুত এমন সাফল্যে। গত ৩১ জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডের আলমোড়াতে জাতীয় গেমসের যোগাসন প্রতিযোগিতার আসর বসে। সেখানে বিভিন্ন বিভাগে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নেন। সেই হিসেবে কান্দি রাজ কলেজের বিএ দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রী শিল্পী দাসও পশ্চিমবঙ্গের তরফে অংশ নিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় অন্যান্য রাজ্যের প্রতিযোগীদের সঙ্গে তিনিও আর্টিস্টিক্স যোগা বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন। ওই বিভাগেই প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান। রাজ কলেজের শরীর শিক্ষা বিষয়ের অধ্যক্ষ বলেন, শিল্পী আমাদের শুধু শহরের নয়, জেলা ও রাজ্যের গৌরব। শিল্পীর এই সাফল্যে গোটা কলেজ উচ্ছ্বসিত। আর যাকে নিয়ে এত কথা সেই মিষ্টিভাষী শিল্পী তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে জানাই, ভবিষ্যতে এই সাফল্যকে মাথায় রেখে একইসঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে যাব আর শরীরচর্চা কেউ গুরুত্ব দেব সমানতালে।

কন্যাশ্রীদের হাত ধরেই সাফল্যের চূড়ায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক লাফে ১০ ধাপ উঠে আসা! জাতীয় গেমসের পদক তালিকায় ১৮ থেকে ৮ নম্বরে বাংলা। উত্তরাখণ্ডে ৩৮ তম জাতীয় গেমসে বাংলা পেয়েছে ১৬ সোনা। ১৯৮৫ সাল থেকে হওয়া গেমসে এত সোনার ধারে কাছে কখনও পৌঁছতে পারেনি বাংলা। ২০২২ সালে গুজরাট গেমসে সবথেকে বেশি ১৩ সোনা পেয়ে এই রাজ্য ছিল ১৩ নম্বরে। ২০২৩ সালে গোয়া গেমসে বাংলার সোনা কমে দাঁড়ায় ৭। পদক তালিকায় বাংলা নেমে যায় আঠারোতে। এ বারের সাফল্যে রয়েছে বাংলার মেয়েদেরই দাপট। ১৬ সোনার মধ্যে বাংলার কন্যাশ্রীদের গলাতেই সরাসরি ঝুলেছে ১২ পদক। ছেলেদের হয়ে একটি সোনা তিরন্দাজ জুয়েল সরকার আর একটি টেবল টেনিসে ছেলেদের টিমের। বাকি দুটি সোনা ভাগাভাগি করে পেয়েছেন ছেলে ও মেয়েদের মিক্স জুটি। ঐহিকা মুখোপাধ্যায় ও অনির্বাণ ঘোষ টিটির মিক্সড ডাবলসে সেরা। আর অ্যাক্রোবেটিক জিমন্যাস্টিক্সের মিক্সড টিমের সোনা আব্দুল হামিদ চৌধুরী ও সাইনা গুপ্তার। মেয়েদের ১২ সোনার একাই তিনটে (একটি টিমের সঙ্গে) পেয়ে গেমসের সেরা জিমন্যাস্ট জয়নগরের মেয়ে প্রণতি দাস। জোড়া সোনা হাওড়া সালকিয়ার সাঁতারু সৌবৃতি মণ্ডলের। খেলাধুলোয় গত এক দশক ধরেই মেয়েদেরই আধিপত্য বাড়ছে। তবে উত্তরাখণ্ডে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের পার্থক্যটা প্রকট হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকট হয়েছে বাংলার পরিকাঠামোর অভাবও। জিমন্যাস্টিক্সের জন্য এ রাজ্যে কোনও পরিকাঠামোই নেই। প্রণতি দাসের সাফল্য স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সৌজন্যে। ঋতু দাসের অবিশ্বাস্য উত্থান হুগলির খামারপাড়ার মান্ধাতার আমলের জিমন্যাস্টিক্স পরিকাঠামো থেকে। এই অভাবের জন্য প্রণতি নায়েক চলে গিয়েছেন ওডিশায়। প্রণতি নায়েক বাংলায় থাকলে সোনার সংখ্যা আরও দুটো বাড়ত। পরিকাঠামো নিয়ে জিমন্যাস্ট, তাঁদের কোচ-কর্তাদের এ নিয়ে ক্ষোভের অন্ত নেই। শুক্রবার প্রেস মিটে এই অভাব মেনে নিয়ে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট চন্দন রায়চৌধুরীর মন্তব্য, 'সত্যিই বাংলায় জিমন্যাস্টদের প্র্যাক্টিসের সুযোগ কম। আশা করছি, এই সাফল্যের পরে রাজ্য সরকার বাংলায় একটা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাকাডেমি গড়ে তুলবে।'একই আশায় লন বল প্লেয়াররা। এই খেলায় একমাত্র সোনা জয়ী বীণা সাউ বলছিলেন, 'আমরা এই খেলা খেলছি একদম ব্যক্তিগত উদ্যোগে। পরিকাঠামো বাড়ালে বাংলায় লন বলের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়বে।' এই খেলায় বাংলার ঘরে এসেছে তিনটে সোনা। কিন্তু এই খেলা চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জীর্ণ। বিওএ'র সচিব জহর দাস, দুই সিনিয়র কর্তা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলেশ চট্টোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে চন্দন বলছিলেন, 'আমরা মাত্র দু'মাস ক্ষমতায় এসেছি। চেষ্টা করছি সব সংস্থার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে এক ছাতার তলায় আনার। যোগাসনেও অনেক সমস্যা আছে। তা দ্রুত মিটিয়ে দেব।'পরিকাঠামোর সমস্যা অবশ্য টেবল টেনিস ও তিরন্দাজিতে মিটিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। জুয়েল রাজ্য অ্যাকাডেমির ফসল। আর ঐহিকা-সুতীর্থাদের জন্য খোলা বেঙ্গল টিটি আকাডেমির দরজা।পরিকাঠামোর আরও উন্নয়নের লক্ষ্যেই বিওএ কর্তারা চাইছেন ২০২৯ সালের জাতীয় গেমস এই রাজ্যে করার। যদি তা হয়, তাহলে ৮ নয়, বাংলা আগামী দশকে জাতীয় গেমসে এক নম্বর হওয়ার লক্ষ্যেই লড়বে বাংলা।

নেপালে ক্যারাটেতে সাফল্য জয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালনা কৃষ্ণদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী জয়া রাজবংশী নেপাল ক্যারাটে ফেডারেশন ও ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে ওপেন ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দু'টি বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান সহ একাধিক দেশ অংশ নিয়েছিল। তার এই সাফল্যে খুশি জয়ার পরিবার ও শিক্ষক-শিক্ষিকরা। জয়ার বাড়ি কালনার কৃষ্ণদেবপুর হালদার পাড়ায়। সে কৃষ্ণদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বাড়ি ফিরতেই জয়াকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষক দেবজ্যোতি সেন বলেন, ওর মধ্যে ভালো প্রতিভা রয়েছে। জয়ার বাবা সামান্য মাছ বিক্রেতা। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্যারাটেতে ওর প্রচুর আগ্রহ। জয়া প্রচণ্ড পরিশ্রমী মেয়ে।

সন্তোষ জয়ীদের সংবর্ধনা আইএফএ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ফুটবলে যেন জিয়ন কাঠির ছোঁয়া দিয়েছে সন্তোষ ট্রফি জয়। দীর্ঘদিন পর খরা কাটিয়ে সন্তোষ ট্রফি এসেছে বাংলায়। সঞ্জয় সেনের হাত ধরেই রবি হাঁসদাদের উজ্জ্বল পারফরমেন্স বাংলার ফুটবলকে যেন অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়েছেন। সেই জয়ী দলের ফুটবলারদের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্য সরকার চাকরিও দিয়েছে। এবার বাংলা দলকে জমকালো সংবর্ধনা দিল আইএফএ। শুক্রবার হকি বেঙ্গল তাঁবুতে সন্ধেয় এই অনুষ্ঠানে

রবি হাঁসদাদের সোনার লকেট দিয়ে বরণ করা হল আইএফএ-র তরফ থেকে। পদকের একটি পিঠে সন্তোষ ট্রফিজয়ী লেখা, অন্য পিঠে আইএফএ। সন্তোষ জয়ী বাংলা দলের ফুটবলারদের অভিনবভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু ও বিধায়ক মদন মিত্র। উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয় ফুটবলারদের হাতে। একই সঙ্গে সংবর্ধিত করা হয় বিভিন্ন সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতায় রেফারির দায়িত্ব পালনকারী রেফারিদের। পূর্বসুরী প্রাক্তন ফুটবলারদের হাত দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় নবীন প্রজন্মের কৃতী ফুটবলারদের। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলার ফুটবলারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আইএফএ-র ব্লেজার। সংবর্ধনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল। উপস্থিত ছিলেন অলোক চট্টোপাধ্যায়, জামশেদ নাসিরি, দীপেন্দু বিশ্বাসের মতো প্রাক্তন ফুটবলাররা। ছিলেন আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও।

জেলায় জেলায় টক্কর

স্বামীজী স্মরণে বজবজে বিবেক ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ১৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজে বিবেক সংহতি স্বামীজীর স্মরণে আয়োজন করেছিল অষ্টম বছরের বিবেক ম্যারাথন কর্মসূচি। চিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর ১৮৯৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বজবজ পুরাতন রেলস্টেশনের কাছে হুগলি নদীতে স্বামীজীর জাহাজ নোঙ্গর করেছিল। ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন বজবজের পুরনো রেল স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে করে তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ওই দিনটিকে স্মরণ করে গত ৮ বছর ধরে বিবেক সংহতি বিবেক ম্যারাথনের আয়োজন করে আসছে। কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী বজবজ পুরাতন রেলস্টেশন থেকে কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশনে ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করে। বজবজ থেকে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে পদব্রজে যিনি পরিক্রমা করেছিলেন সেই বজবজের ভূমিপুত্র অতীন হালদার পতাকা নাড়িয়ে ম্যারাথনের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় শুভময় ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী কমলেশ সিং, পৌরপিতা কৌশিক রায় প্রমুখ। বিবেক সংহতির সভাপতি অভিষেক সাউ এবং সম্পাদক বিপ্লব দাস সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নিজের স্বপ্ন ভঙ্গ, এবার দেশরক্ষী তৈরির লক্ষ্যেই আটচল্লিশের 'দর্জি' সুভাষ

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : তাঁর একটা স্বপ্ন ছিল আর্মি হয়ে দেশসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার। কিন্তু, বাস্তবের অসম লড়াইয়ের মাটিতে কঠিন জীবন সংগ্রামের মুখে পড়ে নিজের সেই স্বপ্নটাই একসময় ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছে। তবুও দমে যাননি পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী পূর্বস্থলী থানার পীলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বহড়া গ্রামের বাসিন্দা সুভাষ সরকার। আটচল্লিশের দরজায় পা রাখা সুভাষ এখন নবীন প্রজন্মের মধ্যদিয়ে তাঁর স্বপ্নপূরণের নতুন লড়াই শুরু করেছেন। রুজির টানে দিনরাত দর্জির পেশায় নিজেকে জড়িয়ে রাখলেও সুভাষ সরকার কখনও দৌড়ের নেশা ছাড়তে পারেননি। শুধু তাই নয়, তিনি নবীন প্রজন্মের ডজন খানেক ছেলেমেয়েকেও এই নেশার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন। সকাল-বিকাল তাঁর হাত ধরেই ছেলেমেয়েরা দৌড়ঝাঁপের পাশাপাশি নানারকম শারীরিক কসরতে মগ্ন থাকছে। লক্ষ্য একটাই, প্রত্যেককে দেশরক্ষার একাধিক চাকরির জন্য শক্তপোক্ত শারীরিক কাঠামোগতভাবে গড়ে তোলা এবং এক্ষেত্রে তিনি বেশ খানিকটা সফল বলে জানা গেল। খেলাপাগল প্রায় মাঝবয়সী এই মানুষটার কাছ থেকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ পেয়ে ইতিমধ্যে ৩জন বিভিন্ন বিভাগে দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত হতে পেরেছেন। একইসঙ্গে দৌড় জগতে দেশব্যাপী নিজের একটা পরিচয় তৈরি করার প্রচেষ্টাতেও মগ্ন রয়েছেন সুভাষ সরকার। যে কারণে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে মাঝেমধ্যেই

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। সম্প্রতি, যেমনটা দেখা গেল কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে মঙ্গলা স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আয়োজিত ১০ হাজার কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়। সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই প্রতিযোগিতায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ক্রীড়াজগতকে কার্যত চমকে দিয়েছেন। সুভাষ সরকার একাধিকবার বিদেশে আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ পেলেও শুধুমাত্র আর্থিক অসঙ্গতির কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিছুদিনের মধ্যেই থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে এধরনের দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন হতে চলেছে। সেখানেও অংশগ্রহণের ডাক পেয়েছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষালাভ থেকেই সুভাষের খেলাধুলার প্রতি প্রবল ঝোঁক তৈরি হয়েছিল। তারপর বয়সের সঙ্গে সেই আগ্রহ বাড়তেই থাকে। পরিবারে অর্থাভাব থাকা সত্বেও এক্ষেত্রে তাঁকে দমিয়ে রাখা যায়নি। তবে, আর্থিক সঙ্কট সহ অন্যান্য কারণে তিনি উচ্চ মাধ্যমিকের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। একসময় রোজগারের তাগিদে তাঁকে দর্জির কাজ বেছে নিতে হয়েছে। কিন্তু, টানা অর্থাভাব সহ একসময় প্রবল শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণে কিছুদিনের জন্য তাঁকে থামতে হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি ঘুরে দাঁড়ান। বর্তমানে স্ত্রী ও ২ পুত্র এবং ১ পুত্রবধূকে নিয়ে তাঁর পরিবার। সংসার আর্থিকভাবে কিছুটা স্বচ্ছল হয়েছে। তবে, তাঁর একটাই আক্ষেপ, সময়ের কাছে তিনি হেরে গিয়েছেন। বয়স পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর আর আর্মির চাকরিতে আবেদনের সুযোগ ছিল না। সুভাষ সরকার বুধবার সকালে ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বাড়ি ফেরার পর আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে জানালেন তাঁর জীবনের চড়াই উতরাইয়ের নানান কাহিনি। তিনি বলেন, 'আমার আর্মিতে যোগদানের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবে এবার নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য চেষ্টা করছি। এই ছেলেমেয়েরা দেশরক্ষার কাজে যুক্ত হতে নিজেকে যথোপযুক্তভাবে গড়ে তুলুক তাহলেই আমি খুশি।

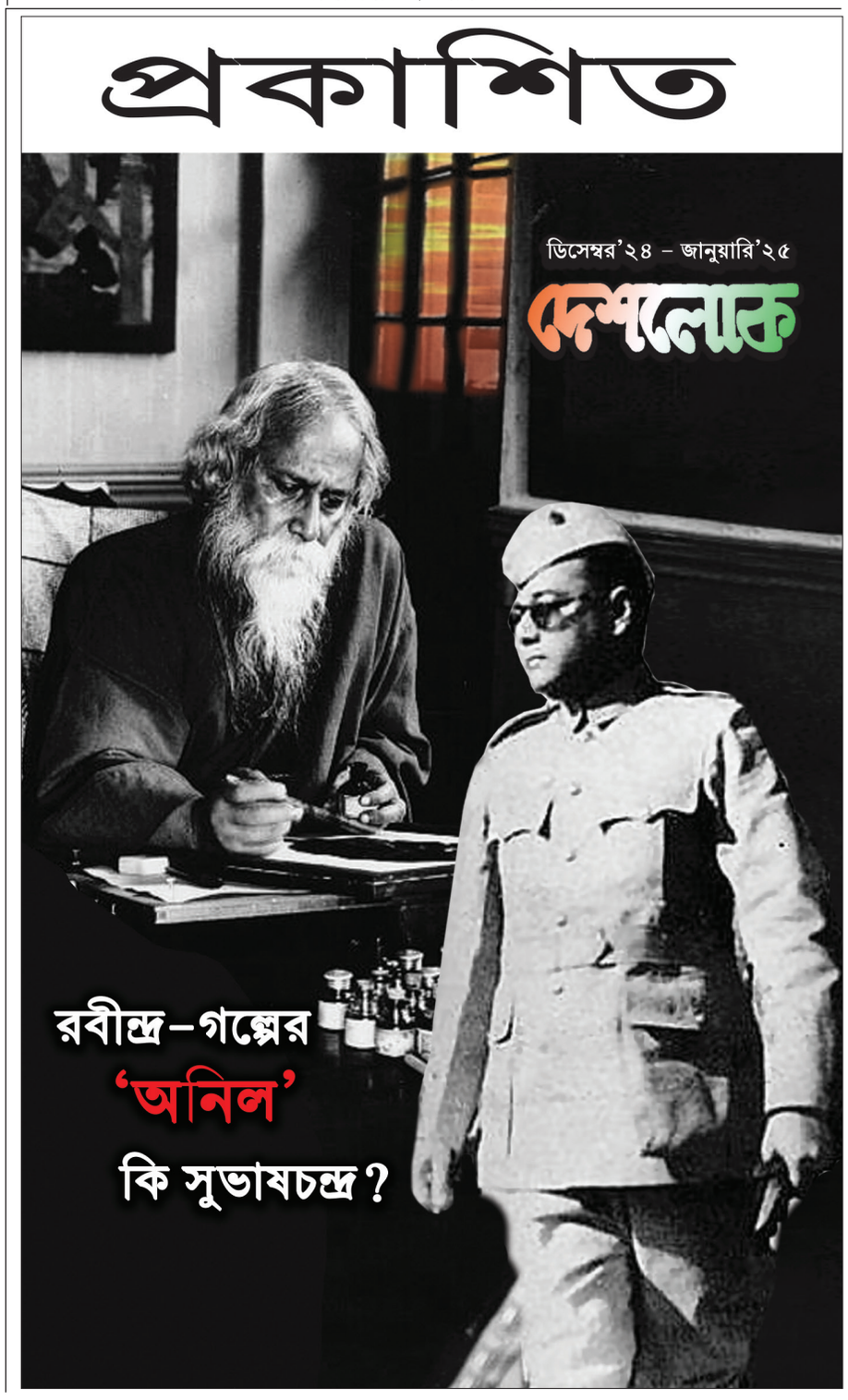

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com